ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 17 June, 2020 ■ আগরতলা, ১৭ জুন, ২০২০ ইং ■ ২ আষাঢ় ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

লাদাখে লাল ফৌজের আক্রমণে শহিদ ভারতের ২০ জন সেনা জওয়ান, ৪৩ জন হতাহত চীনের

নয়াদিল্লী, ১৬ জুন।। লাদাখে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় ভারত এবং চিনের সেনা সংঘর্ষে কমপক্ষে ২০ জন ভারতীয় সেনা শহিদ হয়েছেন। অন্যদিকে, চিনা বাহিনীরও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এবং চিনা বাহিনীর অন্তত ৪৩ জন নিহত নয়তো গুরুতর আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে পূর্ব লাদাখের গালওয়ান উপত্যকায় পয়েন্ট ১৪ ভারত-চিন সেনার সংঘর্ষের খবর প্রকাশ্যে আসে। প্রাথমিক ভাবে সেনা সূত্রে জানা গিয়েছিল, সোমবার রাতের সংঘর্ষে ভারতীয় সেনার ১ কর্নেল-সহ তিন জন নিহত হয়েছেন। চিনের অন্তত পাঁচ জন সেনা শহিদ হয়েছেন সংঘর্ষে। কিন্তু সন্ধ্যার পর থেকেই পরিস্থিতি বদলাতে থাকে।

হিমাঙ্কের নিচে তাপমাত্রায়, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অত উঁচুতে, খোলা আকাশের নীচে আহত অবস্থায় দীর্ঘ ক্ষণ থাকার ফলে তাঁদের মৃত্যু হয়। ওই সেনা সূত্রকে অভিহিত করে সংবাদ সংস্থাটি দাবি করেছে, ওই সংঘর্ষস্থল থেকে মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর পিছু হটেছে দু'পক্ষই। সেনা জানিয়েছে, ভারতীয় ভূখণ্ডের সার্বভৌমত্ব এবং অখণ্ডতা রক্ষা করতে তারা বদ্ধপরিকর।

প্রথমে ১০ জন ভারতীয় সেনা মৃত্যুর খবর প্রকাশ করলেও এখনও প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি। এ দিন সন্ধ্যায় বিবৃতিতে বিদেশ মন্ত্রকের এক মুখপাত্র সোমবার লাদাখে সংঘর্ষের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। সেই বিবৃতিতে অভিযোগ করা হয়েছে, চিনা বাহিনী বিনা প্ররোচনায়, একতরফা ভাবে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখার স্থিতাবস্থা ভাঙার চেষ্টা করলে সংঘর্ষ শুরু হয়। ওই বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, সংঘর্ষে দু'পক্ষের সেনাই হতাহত হয়েছেন। তবে ওই বিবৃতিতে হতাহত সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা উল্লেখ করা হয়নি।

এ দিন, চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ বিপিন রাওয়াত, তিন বাহিনীর

প্রধানের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহ। লাদাখ পরিস্থিতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদীকে রিপোর্ট দেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী।

চিনকে মোক্ষম জবাবই দেওয়া হবে। কোনও আপস নয় চিনের সঙ্গে। এমন মনোভাবই ভারতের। ইতিমধ্যেই উজান অরুণাচল প্রদেশ সীমান্তঘেঁষা অসমের ডিব্রুগড় জেলার অন্তর্গত মোহনবাড়িতে বায়ুসেনার ঘাঁটিতে আনা হয়েছে বোয়িং সিএইচ-৪৭ শিনুক হেলিকপ্টার।

শিলঙে অবস্থিত ভারতীয় বায়ুসেনার মুখপাত্র উইং কমান্ডার রত্নাকর সিং জানান, এই কপ্টার ভারতীয় সেনা বাহিনীকে চিনের সীমানা বরাবর সেনা মোতায়েন ও ভারী সামরিক কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি পরিবহণে বিশেষ সুবিধা দেবে। তিনি জানান, এ ধরনের হেলিকপ্টার সিকিম সহ অন্যান্য রাজ্যেও মোতায়েন করা হবে। সিকিম সীমান্তে ভারত ও চিনের সেনা জওয়ানের মধ্যে সংঘটিত সংঘাতের পরই অসমে অত্যাধুনিক কপ্টার নিয়ে আসার পদক্ষেপ নিয়েছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক।

উইং কমান্ডার রত্নাকর সিং জানান, মূলত এ ধরনের হেলিকপ্টার দিয়ে খুব দ্রুত সেনা জওয়ানদের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। এছাড়া যুদ্ধে ব্যবহৃত আধুনিক ভারী সমরাস্ত্র, এমন-কি ট্যাংকার, এমআই-১৭ সহ খাদ্য সামগ্রী পরিবহণ করা যাবে। তাছাড়া মাথায় রয়েছে বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশনের অভ্যন্তরীণ পরিবহণর বিষয়টিও। সব মিলিয়ে চিন সীমান্তে শক্তি বাড়াতে তৎপর ভারতীয় সেনাবাহিনী।

বায়ুসেনার শীর্ষ অফিসার সিং আরও জানান, সিএইচ-৪৭ শিনুক হেলিকপ্টার প্রায় ২২ হাজার পাউন্ড (১০,০০০ কিলো) সামগ্রী এবং ৫৫টি সম্পূর্ণ সশস্ত্র বাহিনী বহন করার ক্ষমতা রাখে। এ ধরনের আরেকটি চপার অরুণাচল প্রদেশের চাংলাং ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিদ্যুৎপৃষ্টে দশম পড়ুয়া ছাত্রীর মর্মান্তিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন।। মোটর দিয়ে জল তুলতে গিয়ে বিদ্যুৎপৃষ্ট হযে এক নাবালিকার মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। ধলাই জেলা সদর আমবাসার লালছড়ি এলাকায় ওই ঘটনায় জনমনে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

আজ মঙ্গলবার সকালে আমবাসার লালছড়ি এলাকার বাসিন্দা জিতেন দেববর্মার মেয়ে দশম শ্রেণির ছাত্রী নেয়না দেববর্মা (১৫)-র বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে। মৃতার বাবা জানিয়েছেন, ঘটনার সময় তাঁরা কেউ বাড়িতে ছিলেন না। তিনি তখন কাজে বেরিয়েছিলেন এবং তার স্ত্রী বাজারে গিয়েছিলেন। প্রতিবেশীদের কাছ থেকে খবর পেয়ে ছুটে এসেছেন। কিন্তু, কুলাই জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসার পর চিকিৎসকরা মেয়েকে মৃত বলে ঘোষণা করেছেন।

নিহত নেয়না বাবার কথায়,

জল তোলার জন্য বিদ্যুৎ পরিচালিত মোটর চালাতে গিয়ে বিপত্তি হয়েছে। মেয়ের মর্মান্তিক মৃত্যুতে শোকে কাতর হয়ে গেছেন তার মা। কান্নায় হাসপাতাল চত্বরের পরিবেশ ভারী হয়ে গেছে। খবর পেয়ে পুলিশ হাসপাতালে এসে মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। ওই ঘটনায় পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়েছে।

উদীয়মান মহিলা ক্রিকেটার আত্মঘাতী

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৬ জুন।। পারিবারিক অশান্তির জেরে ত্রিপুরায় উদীয়মান মহিলা ক্রিকেটার আত্মঘাতী হয়েছেন। আয়ান্তি রিয়াং নামের এই ক্রীড়াবিদ গতকাল গভীর রাতে বাড়ির পেছনে গাছে গলায় ফাঁস জড়িয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন। তিনি শুধু ক্রিকেট নয়, মহিলা ফুটবলেও যথেষ্ট সুনাম কুড়িয়েছিলেন।

পুলিশ জানিয়েছে, গোমতি জেলার উদয়পুর মহকুমার তৈনানি-র বাসিন্দা ভগীরথ রিয়াঙের কন্যা আয়ান্তি রিয়াং ফাঁসিতে আত্মঘাতী হয়েছেন। তিনি গর্জি কেপিসি বিদ্যালয়ে দশম শ্রেণির ছাত্রী ছিলেন। ইতিপূর্বে মহিলা ফুটবলার হিসেবে যথেষ্ট সুনাম কুড়িয়েছেন। পরবর্তীতে তাঁর ক্রিকেটের প্রতি ঝোঁক বাড়ে। ক্রিকেটেও সুনামের সাথেই বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন। এ-বছর অনূর্ধ-১৯ প্রতিযোগিতায় জাতীয় স্তরে ত্রিপুরার প্রতিনিধিত্ব করেছেন। গতকাল তাকে ঘরে দেখতে না পেয়ে তার মা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। হঠাৎ গাছের ডালে তার ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান তার মা। সঙ্গে সঙ্গে তিনি চিৎকার দিলে প্রতিবেশীরা ছুটে এসে গাছ থেকে তার দেহ নামিয়ে আনেন। তার ফাঁসিতে আত্মহত্যার খবর শুনে পুলিশ ছুটে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠায়।

প্রতিবেশীদের বক্তব্য, দুই ভাই ও দুই বোন এবং বাবা-মা নিয়ে তার সংসার। দুই ভাই আগেই বিয়ে করে আলাদা হয়ে গেছেন। মৃতার বাবা ভগীরথ রিয়াং দিনমজুর। প্রতিদিন মদমত্ত অবস্থায় বাড়ি ফিরে তার মা-কে মারধর করেন। গতকাল রাতেও বাবা মদমত্ত হয়ে বাড়ি ফিরে উৎপাত শুরু করলে আয়ান্তি বাধা দেন। তাতে তাকেও তার বাবা বকা-ঝকা করেন। পারিবারিক অশান্তি এবং বাবা-র উপর অভিমান করেই আয়ান্তি আত্মহত্যা করেছেন বলে পুলিশ ধারণা করছে।

করোনা
আক্রান্ত ছয় সুস্থ ১২৩ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন।। রাজ্যে নতুন করে ছয়জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। তবে, স্বস্তির খবর হল ১২৩ জন করোনা আক্রান্তের কোভিড-১৯ রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। তাদের আগামীকাল ছুটি দেওয়া হবে।

আজ রাতে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব পরপর দুটি ট্যুইট করে করোনা আক্রান্তের সন্ধান এবং রোগীর সুস্থ হওয়ার খবর দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজ ১০২৩টি নমুনা পরীক্ষায় ৬ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। তারা সকলেই সিপাহীজলার বাসীন্দা এবং তাদের বহিঃরাজ্য সফরের তথ্য রয়েছে। এদিন তিনি পুনরায় ট্যুইট করে জানান, রাজ্যের জন্য খুশীর খবর এসেছে আজ ১২৩ জন করোনা আক্রান্তের কোভিড-১৯ নমুনা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মঙ্গলবার বিজেপি ও আইপিএফটির বিধায়ক, মন্ত্রিদের সাথে বৈঠক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি নিজস্ব।

২৩০ এর বদলে ২৮০ জন রাজ্যে ফিরছেন বাংলাদেশ থেকে ১৮ ও ১৯ জুন

আগরতলা, ১৬ জুন (হিঃসঃ)।। করোনা-র প্রকোপে লকডাউনে বাংলাদেশে আটকে থাকা আরও ২৩০-এর বদলে ২৮০ জন ত্রিপুরার নাগরিককে রাজ্যে ফেরানোর ব্যবস্থা করেছে বিদেশ মন্ত্রক। আগামী ১৮ এবং ১৯ জুন দু দিনে তাঁরা আগরতলা ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট (আইসিপি) দিয়ে রাজ্যে ফিরবেন।

এ-বিষয়ে আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ জানান, গতকাল স্থির হয়েছিল বাংলাদেশ থেকে ২৩০ জন ত্রিপুরার নাগরিক ফিরবেন। কিন্তু আজ বিদেশ মন্ত্রক থেকে জানানো হয়েছে, ২৮০ জন ত্রিপুরার নাগরিককে বাংলাদেশ থেকে ফেরানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে ইতিমধ্যে ২২৭ জনকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। বাকি ৫৩ জনের ছাড়পত্র বাকি রয়েছে। শিক্ষা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

একান্তবাসের নিয়ম লঙ্ঘন, ১২ জনের হাজতবাস

নিজেদের এলাকা করোনামুক্ত রাখতে বিধায়কদের উদ্দেশ্যে আহ্বান মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন।। "নিজের নিজের বিধানসভা ক্ষেত্রকে করোনা মুক্ত গড়ে তোলার জন্য প্রয়াসী হোন"। আজ বিজেপি ও আইপিএফটি দলের বিধায়ক ও মন্ত্রীদের সঙ্গে আয়োজিত বৈঠকে পৌরোহিত্য করে এই পরামর্শ দিয়েছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। সাথে তিনি যোগ করেন, একান্তবাসের নিয়ম লঙ্ঘন করার দায়ে ২০ জনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ১২ জনকে জেলে পাঠানো হয়েছে। বাকি ৮ জনের আইসোলেশন সমাপ্ত হলে জেলে পাঠানো হবে।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বিধায়কদের উদ্দেশ্যে বলেন, সরকারের পক্ষ থেকে যে সহযোগিতা করা হচ্ছে তা উপযুক্ত মানুষের কাছে পৌঁছনোর বিষয়ে নিজেদের নির্বাচনী ক্ষেত্রে নজরদারি রাখুন। তিনি জোর দিয়ে বলেন, কোভিড-১৯ প্রতিহত করার জন্য সরকার যে সব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, তা সাধারণ মানুষের কাছে সময় মতো পৌঁছনোর বিষয়টি নিশ্চিত করুন। তাঁর বিশ্বাস, বিধায়কগণ নিজ নিজ নির্বাচনী ক্ষেত্রের প্রতি দায়বদ্ধতা পালনে সব ধরনের চেষ্টা করবেন।

আজকের বৈঠকে বিধায়কদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যে উঠে এসেছে, ত্রিপুরার সার্বিক স্থিতি সদর্থক। কোনও ধরনের গোষ্ঠী সংক্রমণ এখনও হয়নি। অন্য রাজ্য থেকে যাঁরা এসেছেন তাঁদের মধ্যেই সংক্রমণ সীমাবদ্ধ রয়েছে। মূলত, গ্রামীণ স্তর থেকে এই রিপোর্ট পাওয়া গেছে। পাশাপাশি একান্তবাসের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা সরকারি উদ্যোগে প্রদান করা হচ্ছে বলে এদিন আলোচনায় গুরুত্ব পেয়েছে।

বৈঠকে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণভাবে উঠে এসেছে, সিপাহিজলা জেলার কিছু সংক্রমিত মানুষ সরকারি বিধি নিষেধ ঠিকমতো মানছেন না। তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এমন ২০ জন মানুষকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাদের মধ্য থেকে ১২ জনকে জেলে পাঠানো হয়েছে। বাকি ৮ জন আইসোলেশন রয়েছেন। পরে তাদেরও জেলে পাঠানো হবে। এদিন আবারও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, একান্তবাসের নিয়ম নীতি পালন না করলে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আত্মনির্ভর ভারত এবং স্বনির্ভর ত্রিপুরা গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্র ও রাজ্য ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

উদয়পুরে যান দূর্ঘটনায় নিহত এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৬ জুন।। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় উদয়পুর বেলতলি লোকনাথ আশ্রমের সামনে ঘটে এক ভয়াবহ দুর্ঘটনা। শ্যামল দেবনাথ (৩৫) উদয়পুর থেকে দক্ষিণ মুড়াপাড়া চন্দ্রপুর খিল এলাকার নাথ পাড়ার বাড়িতে আসার পথে বুলেরো গাড়িটি গর্জির থেকে উদয়পুর আসছিল।

তখনই মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানালো মদমত্ত অবস্থা ছিল গাড়ির চালক। শ্যামল দেবনাথ পেশাই রাজমিস্ত্রি। এই দুর্ঘটনার সাথে সাথেই খবর দেওয়া হয় উদয়পুর ফায়ার সার্ভিসে। সাথে সাথে ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা আহতকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনায় বিপন্ন রাজ্য, দুস্থদের সহায়তায় গুচ্ছ দাবি সিপিএমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন।। করোনা-র সমাপ্তি কবে, কেউ জানে না। ফলে, আমাদের রাজ্যে এখন বিপন্ন অবস্থা দেখা দিয়েছে। মঙ্গলবার আগরতলার প্যারাডাইস চৌমুহনিতে এভাবেই ত্রিপুরা সরকারকে বিঁধলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। করোনা-র প্রকোপে দুস্থদের সহায়তায় গুচ্ছ দাবি নিয়ে আজ সারা ত্রিপুরায় মানবশৃঙ্খল করেছে সিপিএম। আগরতলা সহ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রেখে আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে বলে দাবি করেছেন তাঁরা। বিনামূল্যে রেশন, আর্থিক সহায়তা, বেকার ভাতা, রেগায় শ্রমদিবস বৃদ্ধি এবং রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থা বন্ধ করার সিদ্ধান্তে আপত্তি জানিয়ে সিপিএম এদিন আন্দোলন করেছে। ওই কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে দাবি পেশ করার সাথে ত্রিপুরা সরকারের সমালোচনা করার সুযোগ ছাড়েননি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী।

এ-বিষয়ে আজ মানিক সরকার বলেন, করোনা-র প্রকোপে দীর্ঘদিন ধরে কোনও আন্দোলন কর্মসূচি পালন করা সম্ভব হয়নি। তাই গত ২ জুন ভিডিও কনফারেন্সে পলিটব্যুরোর বৈঠকেই আজকের কর্মসূচি চূড়ান্ত হয়েছিল। তাই, সারা দেশের সাথে সাযুজ্য রেখে ত্রিপুরায় বিভিন্ন প্রান্তে এই কর্মসূচি পালিত হচ্ছে। তাঁর দাবি, আমাদের দেশে কর ছাড় পান যাঁরা সেইসব দুস্থদের সংখ্যা অনেক। এই করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় তাঁদের মাথাপিছু ১০ কেজি করে চাল ৬ মাস দেওয়া হোক। শুধু তা-ই নয়, সংসার প্রতিপালনে তাদের পরিবারপিছু সাড়ে ৭ হাজার টাকা করে ৬ মাস দেওয়া উচিত।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, দেশের প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদরা সাফ বলেছেন, মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়াতে হবে। না হলে, বাজারে গতি আসবে না। সাথে তিনি যোগ করেন, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মঙ্গলবার সিপিএমের উদ্যোগে মানববন্ধন বিভিন্ন দাবীতে। আগরতলায় তোলা নিজস্ব ছবি।

ত্রিপুরা থেকে রাজস্থানে পাচারকৃত উদ্ধার নাবালিকা করোনা সংক্রমিত

আগরতলা, ১৬ জুন (হিঃসঃ)।। ত্রিপুরা থেকে বহিঃরাজ্যে পাচারকৃত নাবালিকার দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। ১৪ বছর বয়সি ওই নাবালিকা আড়াই মাসের গর্ভবতীও। ফলে তাঁর চিকিৎসা ও সুস্থ করে তোলার বিষয়টি যথেষ্ট চিন্তাজনক বলে মনে করা হচ্ছে।

রাজস্থানের ঝুনঝুনু থেকে হিন্দুস্থান সমাচার-এর সংবাদদাতা জানিয়েছেন, ঝুনঝুনুতে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। বর্তমানে আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৪৬। মঙ্গলবার সকালে আটটি এবং সন্ধ্যায় আরও আটটি নতুন আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে। তাদের মধ্যে পাঁচজন পিলানি শহরের বাসিন্দা। বিডিকে হাসপাতালের পিএমও ডা. শুভকরণ কালের উদ্ধৃতি দিয়ে সংবাদদাতাটি জানান, ঝুনঝুনু জেলার পিলানি শহরের ওয়ার্ড নম্বর তিনের বাসিন্দা তিন বছরের এক কিশোরীর দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। তেমনি মান্দাওয়া থানা থেকে ১৪ বছরের নাবালিকার নমুনা পাঠানো হয়েছিল। তার কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে।

প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, ১৪ বছরের এক নাবালিকাকে গত ফেব্রুয়ারিতে ত্রিপুরা থেকে রাজস্থান আনা হয়েছিল এবং মান্দাবা শহরের এক যুবকের সাথে তার বিয়েও হয়। মে মাসে ওই নাবালিকা বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলে পুলিশ তাকে উদ্ধার করে। বিষয়টি কেবল মহিলা কমিশনই নয়, শিশু সুরক্ষা কমিশনেও পৌঁছেছিল। তদন্ত চলাকালীন ওই নাবালিকা ত্রিপুরার বাসিন্দা বলে দাবি করে। তাঁর বাড়ি ত্রিপুরার ঊনকোটি জেলার চাচুবাজারে অবস্থিত বলে তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন।

এই ঘটনায় ঊনকোটি জেলা পুলিশের সাথে যোগাযোগ করে ওই নাবালিকার ঠিকানা নিশ্চিত করেছে মান্দাওয়া পুলিশ। নাবালিকাটি পুলিশকে জানিয়েছে, তাকে বিক্রি করে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছিল। তাই, সে পালিয়ে গিয়েছিল। দুদিন আগে পুলিশ তার শারীরিক পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যায়। তখন তার নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল। আজ তার রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে।

ওই নাবালিকার করোনা সংক্রমিতের খবরে মান্দাওয়া থানা আবারও চিন্তায় পড়েছে। কারণ যে পুলিশকর্মীরা তার সংস্পর্শে গিয়েছিলেন তাঁদের চিহ্নিত করে একান্তবাসে পাঠাতে হবে। একই সময়ে নাবালিকাকে কেবল একটি বাড়িতে রাখা হয়নি। বরং মামলার তদন্ত নিয়ে বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এমন পরিস্থিতিতে তার সংস্পর্শে কারা এসেছেন তালিকায় অনেক নাম আসতে পারে। জেলার পাচেরি একান্তবাস কেন্দ্র থেকে পাঁচ দিন আগে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যাওয়া ঠানি পিথোলার বাসিন্দা করোনা আক্রান্ত যুবক এখনও ধরা পড়েনি।

আর্থিক বৃদ্ধির জন্য করোনাকে রুখতে হবে, দাবি প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৬ জুন (হি. স.): করোনাকে যতটা রোখা যাবে ততটাই অর্থ ব্যবস্থা আরো সচ্ছল হয়ে উঠবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এ ছাড়াও কার্যালয়, বাজার, পরিবহণ যতটা খুলবে ততটা কর্মসংস্থানও তৈরি হবে। মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক চলাকালীন ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যেমে এই বার্তা দিয়েছেন তিনি।

এদিন তিনি আরও বলেন, আগামী দিনে যখন ভারতের করোনা কাল নিয়ে আলোচনা হবে তখন মানুষের সংঘবদ্ধ সংগ্রামকেও মনে রাখা হবে। কো - অপ্রতেটিভ যুক্ত রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে অসাধারণ নজির এই সময় কালে পেশ করা হয়েছে।ভারতে করোনা থেকে সুস্থ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ২৪৪ ▫ ১৭ জুন ২০২০ ইং ▫ ২ আষাঢ় ▫ বুধবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

এডিসির ক্ষমতার স্বপ্ন

রাজ্যের উপজাতি রাজনীতিতে হাওয়া গরম করিতে ময়দানে নামিয়া পড়িয়াছে ত্রিপুরা পিপলস ফ্রন্ট (টিপিএফ)। কোভিড-১৯ অতিমারীর মধ্যেই সোমবার সাতটি স্থানে র‍্যালী করিয়া রাস্তা অবরোধ করে টিপিএ। টিপিএফ সুপ্রীমো পাতালকন্যা জমাতিয়ার দাবী ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের (এডিসি) মাথায় মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনকে বসাইতে হইবে। এই ঘটনায় প্রদ্যুৎ কিশোরের ইন্ধন আছে কিনা কিংবা প্রদ্যুৎ কিশোর এই দাবী নিয়াই এডিসি আন্দোলনে ঝাপাইবেন কিনা তাহা এই মুহুর্তে বলা মুশকিল। প্রদ্যুৎ কিশোর কংগ্রেস দলের প্রদেশ সভাপতি ছিলেন। এআরসি ইস্যুতে দলের সঙ্গে মত বিরোধের কারণে তিনি দলের প্রাথমিক সদস্যপদ হইতে ইস্তফা দেন। এই ইস্তফায় তিনি রাজনৈতিক সন্ন্যাস নেন নাই। তিনি তলে তলে উপজাতি রাজনীতিতেই মনোনিবেশ করেন। তিনি পাতালকন্যাদের নিয়া যে উপজাতি রাজনীতিতে নয়া সমীকরণের উদ্যোগী তাহা অনেকটা স্পষ্ট। করোনা অতিমারীর কারণে গোটা বিশ্ব যখন লন্ডভন্ড তখন পাতালকন্যারা বুকের পাট দেখাইতে পারিয়াছেন। একই দিনে রাজ্যের সাতটি স্থানে বিরাট র‍্যালী করিয়া রাস্তা অবরোধের ঘটনা রাজনৈতিক মহল খুব খাটো করিয়া দেখিবে এমন ভাবিবার কারণ নাই। এডিসির ক্ষমতা এখন রাজ্য সরকারের হাতে। সরকারের ক্ষমতায় বিজেপি। খুব স্বাভাবিক ভাবেই বিজেপির এডিসি রাজনীতিতে বাড়তি সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকিবে। করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে রাজ্যে যে যুদ্ধ চলিতেছে কবে তাহা স্বাভাবিকতায় ফিরিবে তাহা বলা মুশকিল। তবে, সিপিএম দাবী জানাইয়াছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্বাভাবিক অবস্থা আনিয়া এডিসির নির্বাচন সম্পন্ন করিতে। এই অবস্থায়, সিপিএম বসিয়া নাই, পাহাড়ে উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের সংগঠনিক শক্তি বাড়াইতে তৎপরতা জারী রাখিয়াছে। রাজ্যের ক্ষমতাসীন আইপিএফটি নেতারা ক্ষমতার সুখ ভোগে মত্ত আছেন। তাহারা এখন আর পাহাড় কাঁপাইয়া রাজনীতির মাটি শক্ত করিতে পারিতেছে না। রাজধানী শহরেও সেই জঙ্গী মিছিল নাই। সোজা কথায় বলা যাইতে পারে আইপিএফটির সেই তেজ এখন আর দেখা যায় না। এই অবস্থায় পাতালকন্যারা রাজ্য কাঁপাইতেছে। প্রশ্ন উঠিয়াছে পাতাল কন্যারা এমন অগণতান্ত্রিক দাবী তুলিয়া বসিলেন কেন? মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোরকে এডিসির অধিনায়ক অর্থাৎ মুখ্য পদে বসাইলেই কি এডিসি রাতারাতি প্রাণচঞ্চল হইয়া উঠিবে? উপজাতিদের জীবনে নতুন প্রাণের স্পন্দন দেখা দিবে? পাতালকন্যার দল ত্রিপুরা পিপলস ফ্রন্ট (টিপিএফ) মহারাজকে এডিসির মাথায় বসাইবার লক্ষ্য কি? এডিসিতে যদি রাজ্যপালের ক্ষমতা বা রাজ্য সরকারের ক্ষমতা চলে তাহা যদি বেআইনী হয় তাহা হইলে নিশ্চয়ই প্রতিবাদ করা উচিত। কিন্তু, আইনের বা সংবিধানের কোথাও কি একজন রাজনৈতিক অনির্বাচিত ব্যক্তিত্বকে এডিসির মুখ্য পদে বসানোর সংস্থান আছে? এডিসিতে ক্ষমতায় আসিতে হইবে নির্বাচনের মাধ্যমে। এক্ষেত্রে অগণতান্ত্রিক দাবী দলকে ভরী করিবার ক্ষেত্রে সহায়ত হইতে পারে। কিন্তু, এই দাবী হইবে অনৈতিক ও অগণতান্ত্রিক। টিপিএফ রাজনৈতিক দলকে কি প্রদ্যুৎ কুমার ঢাল হিসেবে ব্যবহার করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন? কারণ টিপিএফ এর দাবী সম্পর্কে তিনি প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য না করিলেও ইহা বলা যাইতে পারে যে মৌনং সম্মতি লক্ষণম। অর্থাৎ নীরবতাই সম্মতির লক্ষণ।

আসলে, প্রদ্যুৎ কিশোর ভাল করিয়াই জানেন টিপিএফ বা পাতালকন্যাদের এই দাবী সরকার মানিয়া নিবে না। তবে, এই দাবীতে সাত সাতটি জায়গায় র‍্যালী এবং অবরোধের লক্ষ্য কি? লক্ষ্য একটাই আগামী দিনে নির্বাচনে এডিসির মুখ্য পদে প্রদ্যুৎ কিশোরের অভিষেক নিশ্চিত করা। পাহাড়ে, উপজাতি জনপদে এই প্রচারকে তেজি করা। এডিসির ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে রাজ্যের ক্ষমতার অধিশ্বর হইবার প্রদ্যুৎ কিশোরের স্বপ্ন কতখানি সফল হইবে তাহা এই মুহুর্তে বলা মুশকিল। আর সম্ভবত এই জন্যই রাজ্যের বৃহত্তর রাজনীতির অঙ্গন হইতে প্রদ্যুৎ কিশোর ছিটকাইয়া গেলেন? তিনি ধরিয়া নিয়াছিলেন যে, উপজাতি রাজনীতিই তাহাকে প্রতিষ্ঠা দিতে পারে। তিনি প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি থাকাকালীনও দেখা গিয়াছে উপজাতিদের মধ্যেই তাঁহার মূল বিচরণ ক্ষেত্র ছিল। উপজাতি রাজনীতি নিয়াই মাতামাতি করিয়াছেন। কিন্তু, এনআরসি ইস্যুতে তিনি দলের মধ্যেই বিদ্রোহ করিলেন। ইহাতে উপজাতিদের মধ্যে তাহার প্রভাব বৃদ্ধি পইলেও অউপজাতিদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। রাজ্যে যখন করোনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ তীব্রতর হইয়াছে। স্বাভাবিক জনজীবন স্তব্ধ তখন পাতাল কন্যাদের প্রদ্যুৎ কিশোরকে এডিসির ক্ষমতায় বসাইবার দাবী অগণতান্ত্রিক দাবী ত্রিপুরার জনগণের সামনে নতুন প্রশ্ন আনিয়া দিয়াছে। এই ঘটনায় ইহাই স্পষ্ট হইয়া গেল যে প্রদ্যুৎ কিশোরের রাজনৈতিক প্রাজ্ঞতা কাঙ্খিত মতে আসে নাই। এডিসি সংবিধান মোতাবেকই চলিবে। জনগণই শেষ কথা বলিবার মালিক। নির্বাচনই তাহার পরিচালনার পথ রচনা করিবে। এক্ষেত্রে পাতালকন্যাদের দাবীতে র‍্যালী পথ অবরোধ প্রদ্যুৎ কিশোরের ভাগ্যের চাকা ঘুরাইবে এমন বলিবার সুযোগ নাই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে চালাচ্ছে প্রাইভেট এজেন্সি : রাজ্যপাল

কলকাতা, ১৬ জুন (হি.স.): প্রাইভেট এজেন্সি চালাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ ও মন্ত্রীদের টুইটার একাউন্টও অন্য কারও দ্বারা পরিচালিত হয় এবং তাঁদের সম্মতি ছাড়াই রাজনৈতিক টুইট করা হয়, এমনকি রাজ্যপালের প্রতি আক্রমণাত্মক টুইটও করা হয়। মঙ্গলবার বহুভাষী সংবাদ সংস্থা হিন্দুস্থান সমাচারকে দেওয়া বিশেষ সাক্ষাৎকারে এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ্যে এনেছেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। সম্প্রতি কলকাতায় অমানবিকভাবে মৃতদেহ টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে, ওই ঘটনায় রীতিমত উদ্বেগ প্রকাশ করে রাজ্যপাল বলেন, ক্ষমা চাওয়া উচিত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এছাড়াও আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন ও পৌরসভা নির্বাচন নিজ সাংবিধানিক শক্তি দিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে সুনিশ্চিত করার আশ্বাস দিয়েছেন রাজ্যপাল।

ভিডিও কনফারেন্সিং মারফত রাজ্যপালের বিশেষ সাক্ষাৎকার নিয়েছেন হিন্দুস্থান সমাচার সংবাদ সংস্থার সাংবাদিক ওম প্রকাশ সিং।

বিস্তৃত আলোচনার প্রধান অংশ :

প্রশ্ন : আপনি রাজ্যপাল পদের সংজ্ঞাই বদলে দিয়েছেন। সরাসরি জনগণের কাছে পৌঁছে যান, তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন। সাধারণ মানুষের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের জন্য টুইটার এবং অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করেন। আপনি কী মনে করেন না, এর ফলে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতাসীন দল নিজেদের অসুরক্ষিত মনে করে?

উত্তর : পশ্চিমবঙ্গের জনগণের স্বার্থে কাজ করার জন্য সাংবিধানিক শপথ নিয়েছি আমি এবং এ জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমি এটা স্পষ্ট করতে চাই যে আমি কারও হাতের পুতুল নই। না তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মানব, না তো দিল্লির কারও। আমি যদি কারও নির্দেশ মেনে চলি, তা হল ভারতীয় সংবিধানের। সংবিধান অনুযায়ী কাজ করে যাব। আমি রাজ্যের জনগণের সৈনিক। আমার মাথায় সবসময় একটা বিষয়ই চলে, কীভাবে জনগণের সেবা করব। দুর্নীতি, কাটমানির মতো বিষয় যদি প্রকাশ্যে আসে, অথবা ক্ষমতাসীন দলের হয়ে যদি কাজ করে রাজ্য প্রশাসন, তাহলে রাজ্যপাল হিসেবে আমি কীভাবে চুপ করে থাকি? রাজ্য প্রশাসনের আধিকারিকদের উচিত তাঁদের আচরণকে আইনের পরিধিতেই সীমাবদ্ধ রাখা, আমাকে অনেকেই বলেন পুলিশের দৌলতেই নাকি চলছে সরকার। রাজ্য প্রশাসন ক্ষমতাসীন দলের কার্যকর্তাদের মতো কাজ করছে। এটা আমি মোটেও বরদাস্ত করতে পারব না। রাজ্যপাল হিসেবে ভারতীয় সংবিধান আমাকে যতটুকু ক্ষমতা দিয়েছে, আমি কখনও তার বাইরে যাইনি। আমি প্রত্যেকের কথা শুনব এবং জনগণের স্বার্থে নিজে বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেব।

প্রশ্ন : গত সপ্তাহে কলকাতার একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল, ওই ভিডিওতে দেখা যায় মৃতদেহ অমানবিকভাবে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। শুধুমাত্র ভারত নয়, সমগ্র বিশ্বে এই আলোড়ন ফেলে দিয়েছিল ওই ভিডিও, ফলে ভারতের ভাবমূর্তি কালিমালিপ্ত হয়েছে। এই ঘটনায় আপনি রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতর এবং কলকাতা পৌর নিগমের কাছ থেকে রিপোর্ট তলব করেছিলেন, রাজ্যের উত্তরে আপনি কী সন্তুষ্ট?

উত্তর : সর্বাগ্রে আমি এটা বলতে চাই, পশ্চিমবঙ্গের আধিকারিকরা অত্যন্ত যোগ্য। গোটা দেশের মধ্যে সেরা বলতে পারেন। কিন্তু, এখানে রাজনীতি বাধা হয়ে দাঁড়ায়, যা বাইরের সংস্থা করে। এটা গণতন্তের উপর সবচেয়ে বড় কুঠারাঘাত। গত ১০ জুন আমি যখন এ বিষয়ে জানতে পারি, তখন বিশ্বাসই করতে পারিনি। আমরা মরদেহকে অত্যন্ত সম্মান করি। যেমন বর্বরতা করা হয়েছে তা কল্পনার অতীত। ভিডিওতে তো মাত্র একবার মৃতদেহ টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যেতে দেখা গিয়েছে, আসলে ওই দেহগুলি বহুবার টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। গাড়িতে তোলার সময় অথবা শ্মশানে নামানোর সময়ও অমানবিকভাবে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ১০ জুন আমি যখনই জানতে পারলাম, তখনই নিজ সচিবের মাধ্যমে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিবের কাছে জবাব চাইলাম এবং তৎক্ষণাৎ উত্তরও পেয়েছি। নিজেকে বাঁচানোর মতো উত্তর ছিল তাঁর। তিনি দু’টি কথা বলেছিলেন, এই দেহগুলি কোভিড-১৯ সংক্রমিত রোগীর নয় এবং ভিডিওটি ভুয়ো। এরপর আমি বলি, যে কোনও রোগেই তাঁদের মৃত্যু হোক না কেন, মৃতদেহের সঙ্গে এমন বর্বরতা কেন? এ বিষয়ে আমি উত্তর চাই। কিন্তু, এখনও পর্যন্ত কোনও উত্তর দেয়নি রাজ্য সরকার। এ ব্যাপারে কলকাতা পৌর নিগমের কমিশনার বিনোদ কুমার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর কথায় স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল, পৌর নিগম থেকে বড় ত্রুটি হয়েছে। এছাড়াও কলকাতা পৌর নিগমের প্রশাসক ফিরহাদ হাকিমকে আমি ডেকেছিলাম, কিন্তু আসেননি। নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে তাঁর কোনও ধারণাই নেই। ঘূর্ণিঝড়ের পর থেকে এখনও পর্যন্ত কলকাতার মানুষ সমস্যার মধ্যে রয়েছেন। তাঁকে আসতেই হবে। এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ক্ষমা চাইতেই হবে। ক্ষমা না চাইলে এর কোনও সমাধান হবে না। আমি বলেছিলাম, আপনি ক্ষমা চেয়ে নিন এবং আমিও রাজ্যের মানুষের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। তখনই এই কলঙ্ককে কিছুটা কমানো সম্ভব। ভারতের প্রধান বিচারপতি এই বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং মৃতদেহের প্রতি বর্বর আচরণের জন্য জবাব তলব করেছেন। যে সমস্ত রাজ্যের কাছ থেকে জবাব তলব করা হয়েছে, তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গও রয়েছে। তিনি বলেছেন, ভারত সরকারের গাইডলাইন অনুযায়ী করোনাভাইরাসে মৃতদের শেষকৃত্য করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ তিনটি সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, ঘূর্ণিঝড়, করোনাভাইরাস এবং পরিযায়ী শ্রমিক। পরিযায়ী শ্রমিকদের ট্রেনকে কোভিড ট্রেন আখ্যা দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। আমি আপত্তি জানিয়েছিলাম। বাংলায় বিরোধী দলের নেতাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়। সংকটের সময়ও তাঁদের কাজ করতে দেওয়া হয় না, অথচ সরকার নিজেদের দলের নেতাদের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে। ভয়ে পুলিশও কিছু করতে পারে না। আমি পুলিশকে হুঁশিয়ারি দিয়েছি, আইনের উর্ধ্বে কেউ নয় এবং এমনটা করা আমার দায়িত্বের অংশ।

প্রাইভেট এজেন্সি চালাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে, মন্ত্রী এবং সাংসদদের টুইটারও পরিচালনা করে, হিন্দুস্থান সমাচার-এর সঙ্গে বিশেষ সাক্ষাৎকারে এমনই অভিমত রাজ্যপালের। মৃতদেহের প্রতি বর্বর আচরণের প্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রীকে চাইতে হবে ক্ষমা। যেভাবেই হোক এবার শান্তিপূর্ণ নির্বাচন সুনিশ্চিত করা হবে।

প্রশ্ন : তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র নিজ দলের দ্বারা পরিচালিত পৌরসভার কার্যশৈলী নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। রাজ্যপাল হিসেবে প্রতি পাঁচ বছরে পৌরসভা এবং পঞ্চায়েতের কাজের সমীক্ষা করার অধিকার রয়েছে আপনার। কয়েক মাস পর হতে চলা পৌরসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে, পৌরসভার কাজের সমীক্ষার জন্য আপনি কী অর্থ কমিশন গঠন করবেন?

উত্তর : গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকার এবং রাজ্যপালের মধ্যে বিরোধ থাকুক, তা আমি কখনই চাইব না। কারণ এমনটা জন-স্বার্থের বিরোধী। আমি কৃষকের সন্তান। কিষাণ সম্মান নিধি প্রকল্পের আওতায় এখনও উপকৃত হয়নি বাংলার জনগণ, কারণ পশ্চিমবঙ্গ সরকার কৃষকদের সম্পর্কে কেন্দ্রকে অবহিত করেনি। এটা কৃষকদের পেতে লাঠি মারার মতোই। পৌরসভার মতো দুর্নীতি সর্বত্র হয়, রাজ্যপালের কী তা সহ্য করা উচিত? সমস্ত বিষয়ে রাজনীতি ঠিক নয়, রাজনীতির উর্দ্ধে উঠে জনস্বার্থে কাজ করতে হবে।

প্রশ্ন : সাংবিধানিক বিধান অনুযায়ী আপনি রাজ্য সরকারের মার্গদর্শক, কিন্তু বহুবার ক্ষমতাসীন দল আপনাকে সমান্তরাল সরকার পরিচালনার জন্য দায়ী করেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ৮৩ হাজার কোটি টাকা কেন্দ্রের কাছে বকেয়া রয়েছে, এই অর্থ বাংলায় ফিরিয়ে আনতে আপনি কোনও উদ্যোগ নিয়েছেন, নাকি মুখ্যমন্ত্রী আপনাকে অনুরোধ করেছেন?

উত্তর : ওম প্রকাশ জী আপনার প্রশ্ন অত্যন্ত ভালো! আমি আগেই বলেছি, আমি না তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অথবা অন্য কাউকে অনুসরণ করব না। সংবিধান অনুযায়ী যা বৈধ তাই আমি করব এবং এখনও পর্যন্ত সংবিধানের বাইরে কিছুই করিনি। সংবিধান বহির্ভুত কোনও কাজ আমি কখনও করিনি এবং ভবিষ্যতেও করব না। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পশ্চিমবঙ্গের বকেয়া অর্থের বিষয়ে বলতে চাই, আমি এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে বারবার অনুরোধ করছি, এ ব্যাপারে আমাকে চিঠি দেওয়ার জন্য। আমার সঙ্গে কথা বলুন, কিন্তু আজ পর্যন্ত একটিও চিঠি লেখেননি তিনি। বারবার বলা সত্বেও মুখ্যমন্ত্রী কথা বলেন না। ঘূর্ণিঝড়ের পর থেকে এখনও পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ এলাকার পরিস্থিতি খুবই খারাপ। মানুষ সমস্যায় মধ্যে রয়েছেন। বাইরের এজেন্সি চালাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে (উল্লেখ্য, রাজনৈতিক রণকৌশলী প্রশান্ত কিশোরের সংস্থা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপদেষ্টা)।

রাজ্যপাল বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অতিরিক্ত-সাংবিধানিক কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে দেওয়া হয়েছে। যে অপেন সিক্রেট। বলা হয়েছে মন্ত্রী এবং আধিকারিকরা অন্য কাউকে রিপোর্ট করবেন। বড় মন্ত্রী, সাংসদদের টুইটার হ্যান্ডেল অন্য কারও দ্বারা পরিচালিত হবে। এর থেকে বড় মানবাধিকার লঙ্ঘন হতেই পারে না। এই সাংসদরা ব্যক্তিগতভাবে আমাকে ফোন করে ক্ষমা চেয়েছেন। ঈশ্বরকেই তাঁদের নাম বলব। সাংসদরা বলেছেন এই বিষয়বস্তু আমাদের নয়। আমাকে গালিগালাজ করা হয়। তাতে আমার কোনও আপত্তি নেই, কিন্তু যখন সরকারি তন্ত্র দখলের চেষ্টা করা হয়, তা বিপদের অশনি সঙ্কেত। যদি কেউ ভাবেন আমি ভয় পেয়ে যাব, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। নিজ মর্যাদা অতিক্রম করব না।

প্রশ্ন : সাধারণত, রাজ্যপাল এবং সরকারের মধ্যে আলোচনা গোপনীয় হয়। কিন্তু আপনি সংবাদের জন্য বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করছেন যা সর্বজনীন। যেমন টুইটারে আপনি ভীষণ সক্রিয় থাকেন এবং লাগাতার সরকারের আলোচনা করেন। সম্ভবত এজন্যই আপনারও আলোচনা বেশি হচ্ছে। আগামী বছরগুলিতে যতদিন আপনি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল আছেন, আপনি এভাবেই কী সরকারের উপর প্রকাশ্যে আক্রমণ চালিয়ে যাবেন?

উত্তর : ওম প্রকাশ জী, আমি একটি বিষয় আপনাকে স্পষ্টভাবে বলতে চাই, ভাড়াটে লোকেরাই আমার সমালোচনা করছে। যাঁদের টুইটার হ্যান্ডেল অন্য কারও কাছে রয়েছে, তাঁরাই আমার সমালোচনা করছে। এমন কিছু মানুষ আমার কাছে এসে নিজেদের অসহায়ত্ব প্রকাশ করে। অনুরোধ করছি তাঁদের আসল নাম প্রকাশ করবেন না। আপনি জগদীপ ধনকরের টুইটারে কোনও পক্ষের হয়ে মন্তব্য লিখে দেবেন পুলিশ আপনার বাড়িতে পৌঁছে যাবে। আমরা খুব কঠিন পরিস্থিতিতে রয়েছি।

প্রশ্ন : পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক হিংসা ও অসদাচরণের ইতিহাস রয়েছে। রাজ্যপাল হিসেবে আপনি কী করতে চান, যাতে স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়?

উত্তর : নির্বাচনের সময় ১০০ শতাংশ কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা নির্বাচন কমিশনের অধিকার। আমার অনুরোধ সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ নির্বাচন হোক। আমার প্রচেষ্টা হল পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনের সময় এযাবৎ যে পরিমানে হিংসা হয়েছে, তা যেন ইতিহাস হয়ে যায়। এরপর যা হবে তা পশ্চিমবঙ্গের জন্য নতুন ইতিহাস। বাংলার মানুষ হিংসা চায় না। নির্বাচনে যেই জয়ী হোক, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অথবা অন্য কেউ, সে বিষয়ে আমার কিছু বলার নেই। কিন্তু, আমি হিংসার পক্ষে মোটেও না এবং ভোটারকে এতটাও ভয় দেখানো উচিত না যে সে নিজে বিবেচনা করে ভোট দিতে পারবেন না। আমি তা কখনই বরদাস্ত করব না। আমি বলেছি, নির্বাচন নির্ভয়ে ও পারদর্শী হওয়া উচিত। আমি আশাবাদী পশ্চিমবঙ্গে এবার শান্তিপূর্ণ ভোট হবে। বাংলার স্থান দেশের মধ্যে ফের শীর্ষে পৌঁছবে, এমনটাই আমার আশা।

ভিডিও কনফারেন্সে বাদ মমতা, টুইট বার্তায় সরব তৃণমূল নেতৃত্ব

কলকাতা, ১৬ জুন (হি. স.): রাজ্যের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে দুদিন বৈঠকে বসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আগামীকাল যে সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সাথে বৈঠকে বসার কথা রয়েছে তা সেইসব রাজ্যের মধ্যে রয়েছে বাংলার নাম। তবে বক্তাদের মধ্যে নেই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম। এই নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ফের একবার বঞ্চনার অভিযোগ এনেছে রাজ্যের শাসক দল। টুইট বার্তায় এই নিয়ে সরব হয়েছে একাধিক তৃণমূল নেতৃত্ব।

করোনা পরিস্থিতিতে কেন্দ্র রাজ্যকে যথাযথ সাহায্য করছে না এই মর্মে বারবার কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ তুলেছে রাজ্য। এছাড়াও আমফান পরবর্তী পরিস্থিতিতেও কেন্দ্র যথাযথ সাহায্য করেনি বলে অভিযোগ করেছিল রাজ্য। মুখ্যমন্ত্রী নিজেও বলেছেন এর আগে যখন ভিডিও কনফারেন্সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী তখনও পশ্চিমবঙ্গ কে কোন কথা বলতে দেওয়া হয়নি। এরপর ফের একবার আগামীকালের বৈঠকে বক্তাদের তালিকা নাম উঠলো না পশ্চিমবঙ্গের।

এই প্রসঙ্গে সরব হয়ে তৃণমূল বিধায়ক কাকলি ঘোষ দস্তিদার জানিয়েছেন, ’কেন্দ্রের ব্যাখ্যা দেওয়া উচিত কেন তারা সব সময় পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সঙ্গে বিমুখ ব্যবহার করেন। আমরা এখন যে সংকট পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছি তাতে রাজ্য কেন্দ্রের একসাথে লড়াই করা উচিত।’ প্রশ্ন তুলে কাকলি দেবী আরও লিখেছেন, ’যদি মুখ্যমন্ত্রীর বলা কথায় তার এতই ভয় লাগে তাহলে সেও মুখ্যমন্ত্রীকে ভিডিও কনফারেন্সের বৈঠকে ডেকেছেন বা কেন?’

এদিকে রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম লিখেছেন, ’প্রধানমন্ত্রীর সাথে বৈঠকে বক্তাদের তালিকায় নেই বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর নাম। গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করার প্রচেষ্টায় আবারও কেন্দ্রীয় সরকার। সুপরামর্শ ও গঠনমূলক সমালোচনা নিতে অপারগ বিজেপি সরকার।’ একইভাবে কেন্দ্রকে সমালোচনা করে রাজ্যের স্বাস্থ্য ও রেলমন্ত্রী দীনেশ ত্রিবেদী লেখেন, ’কেন্দ্র নিজেকে প্রকাশ করার বিষয়ে এতটাই উদ্বিগ্ন যে রাজ্যের করোনা সংক্রান্ত গঠনমূলক সমালোচনা শুনতে চাইছে না। তাই প্রধানমন্ত্রীর সাথে সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রীদের ভিডিও কনফারেন্সে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীকে কেবল নিঃশব্দ দর্শকের ভূমিকায় রাখা হয়েছে। বাংলার মানুষ এটাকে ক্ষমা করবে না!’

অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থায় সামাজিক বৈষম্য বৃদ্ধি

নওফেল মহাঃ সাফিউল্লা

করোনা ভাইরাস সংক্রমণের প্রতিরোধে দেশজুড়ে চলছে দীর্ঘ লকডাউন। তিনমাস হয়ে গেল কলডাউন, দেশের ভেতরে এমন সার্বিক সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে, দীর্ঘ অতীতে যার মুখোমুখি আমাদেরহতে হয়নি। দেশবাসীর কল্পনাতেও ছিল না যে, বাইরাস সংক্রমণ থেকে এমন কিছু ঘটতে পারে। গত তিন মাসে দেশের ’রায় ৮০ শতাংশ মানুষের জীবন জীবিকা বিপন্ন হযেছে। আর্থিক বৃদ্রি হার ঋণাত্মক।

এই রকম এক দুঃসময়ে আমাদের দেশের দুই প্রান্তের দু’জন ছাত্রীর আত্মহত্যার ঘটনা আরও একবার সামনে এনে দিল দেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার ফাঁক ফোকর এবং কতটা বৈষম্যের বীজ লুকয়ে আছে এই শিক্ষা ব্যবস্থার অভ্যন্তরে।

লকডাউনের ফলে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ। কেন্দ্রীয় মানসম্মদ উন্নয়ন মন্ত্রক কয়েকদিন আগে ঘোষণা করেছে আগামী আগস্ট মাসের আগে স্কুল খোলার কোনও সম্ভাবনা নেই । বিকল্প পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের নামে ইতিমধ্যে দেশের প্রায় সব রাজ্য অনলাইন ক্লাসের পথে হাঁটছে। সংবাদমাধ্যম সূত্রে দুটি বেদনাদায়ক ঘটনা আমাদের নজরে এসেছে। একটি হল কেরল যে রাজ্যে শিক্ষিতের হার বেশি ও তুলনামূলকভাবে স্বাচ্ছদ্য আছে। কেরল ১ জুন থেকে শুরু হয়েছে ভিক্টরস নামের একটি চ্যানেলে ‘ফার্স্ট বলে’ নামে অনলাইন ক্লাস। এই অনলাইন ক্লাসের মাধ্যমে প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়েছে। এই রাজ্যের মাল্লাপুরম জেলার ব্যালেঞ্চেরির এক দরিদ্র পরিবারের দশম শ্রেণির মেধাবী ছাত্রী দেবিকা বালাকৃষ্ণানের বাড়িতে টেলিভিশন বা স্মার্টফোন না থাকায় অনলাইন ক্লাসের সুযোগ থেকে সে বঞ্চিত হয়। স্বাভাবিকভাবে ওই ছাত্রী অনলাইন ক্লাস অনুসরণ করতে পরিছিল না। তার মনে হতে থাকে যে সে আর পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারবে না, পরীক্ষাতেও সফল হবে না হয়ত তার শিক্ষা জীবনটাও শেষ হয়ে যাবে। কারণ অনলাইন ক্লাস করর মত স্মার্টফোন নেই। সেই হতাশা থেকে ছাত্রীটি আত্মহত্যা করতে বাধ্য হল। এই ছাত্রীর মতো ওই রাজ্যে এরকম আনুমানিক ২.৫ লক্ষ ছাত্র ছাত্রী আছে যাদের নিজেস্ব প্রযুক্তির সুবিধা নেই এই অলাইন ক্লাসের সুযোগ গ্রহণ করার জন্য। অন্য অটনাটি হল পাঞ্জাবের মানসা জেলার ১৭ বছরের একাদশ শ্রেণির ছাত্রীর। যার বাড়িতে স্মার্টফোন নেই, ফলে অনলাইন ক্লাসের সুযোগ গ্রহণ করতে পারছিল না। সেই অবসাদে আত্মহত্যা করে বসল জনসীর সিংয়ের কন্যা।

লকডাউন পূর্বে ফার্ম হাইসে কাজ করতেন জগসীর সিং, বর্তমানে লকডাউনের ফলে কাজ হারিয়েছেন। কন্যা হারিয়ে অসহায় পিতার আর্তনাদ ‘গত কয়েক সপ্তাহ ধরে মেয়ে একটি স্মার্টফোন চেয়েছিল, কিন্তু আর্থিক সঙ্গতি না থাকার কারণে পারিনি দিতে। কিন্ত আমার ব্যর্থতা মেয়ের জীবনটা নিয়ে নেবে, ভাবিনি’---এই ব্যর্থতার সতিওই কী জগসীর সিংদের মত অসহয় পিতাদের?

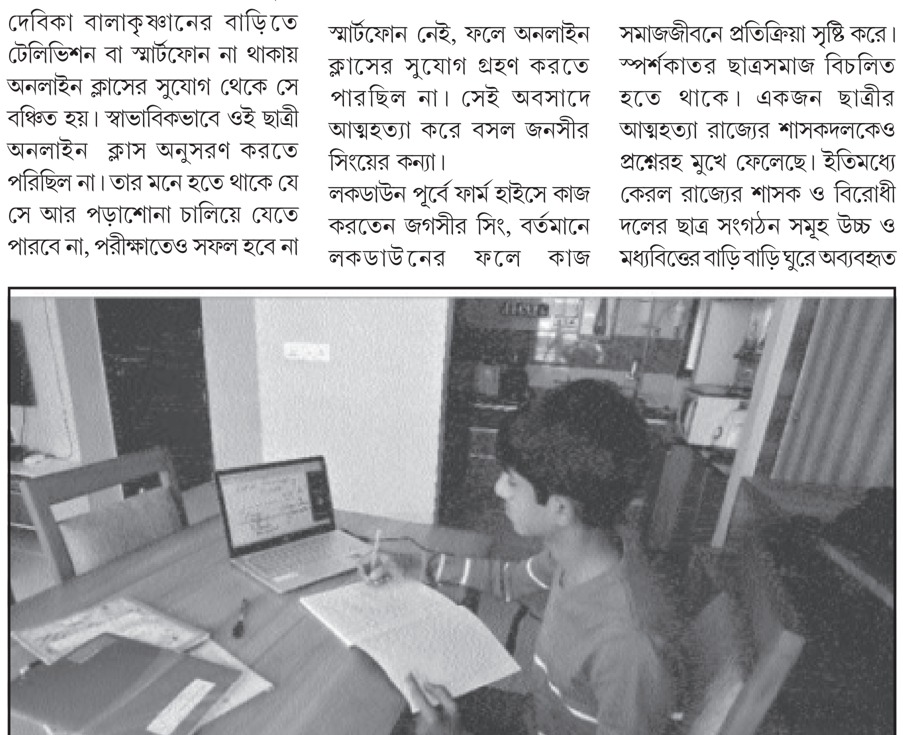

আত্মহত্যার এই ঘটনা দুটি সমাজজীবনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। স্পর্শকাতর ছাত্রসমাজ বিচলিত হতে থাকে। একজন ছাত্রীর আত্মহত্যা রাজ্যের শাসকদলকেও প্রশ্নেরহ মুখে ফেলেছে। ইতিমধ্যে কেরল রাজ্যের শাসক ও বিরোধী দলের ছাত্র সংগঠন সমূহ উচ্চ ও মধ্যবিত্তের বাড়ি বাড়ি ঘুরে অব্যবহৃত টিভি সংগ্রহ করতে থাকে। পরবর্তীতে পঞ্চায়েতগুলি এই কাজে উদ্যোগী হয় সংহৃহীত টিভি সেটা বা স্মার্টফোন দিয়ে সমস্যার কিছু সমাধান হতে পারে, কিন্তু এই ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে যে শ্রেণি বৈষম্যমূলক সমাজে সমমানের শিক্ষার সুযোগ সবাই গ্রহণ করতে পারে না। কেরল রাজ্যের ছাত্রসমাজের টিভি সংগ্রহের উদ্যোগটি নিশ্চয়ই অবিনব এবং প্রশংসার যোগ্য। এখন আলোচনার বিষয় হল এরকম উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তার মধ্য দিয়ে বারবার প্রমাণিত হচ্ছে আমাদের দেশ যতটা এগোতে পেরেছে বলে রাষ্ট্রনায়করা দাবি করছেন, কার্যত তার নিদর্শন শুধু বিজ্ঞাপনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে একটি বিষয় পরিস্কার যে কেরল পাঞ্জাবের মত রাজ্যে এই বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী যদি অনলাইন ক্লাসের মধ্য দিয়ে ডিজিটাল বৈষম্যের শিকার হয় তাহলে সহজেই অনুমান করা যায় ভারতের অন্যান্য রাজ্যের কী বেহাল অবস্থা। দেশের প্রায় সব রাজ্যের মতো আমাদের রাজ্যে ও অনলাইন ক্লাস চলছে। কিন্তু আমাদের রাজ্যের আর্থসামাজিক অবস্থার কথা বিবেচনা করলে একটি প্রশ্ন আসে, এই ক্লাসের সুযোগ পাচ্ছে কত শতাং ছাত্র ছাত্রী? করোনা সংক্রমণের জন্য দীর্ঘ লকডাউন ও আম্ফানে তাণ্ডবের পর আমাদের রাজ্যের প্রায় ৭ শতাংশ পরিবারের জীবন জীবিকা বিপন্ন। সেই সঙ্গে কয়েক লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক অনাহার আর মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে রাজ্যের ফিরছে। এইসব পরিবারের আর্থিক অবস্থা কথা অনুভব করলেই বোঝা যায় তাদের বাড়ির সন্তানরা যে অনলাইন ক্লাসের সুবিধা নিতে পারছে না। তা সহজেই অনুমেয়। পরিকাঠামোহীন অনলাইন শিক্ষা বিতরণের মধ্যে দিয়ে যদি কিলেবাস শেষ করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন হয় তাহলে এই ৭০ শতাংশ দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের মূল্যায়নের ফলাফল কি হতে পারে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এই সময়ে শিক্ষা ব্যবস্থায় যে সমস্যার উদ্ভব হয়েছে, যা আগে কখনও অনুভূতিশীল ছাত্র সমাজকে বিব্রত করেনি।

ছাত্র আন্দোলনের সংগঠক ও কর্মীরা লকডাউন বিধি মেনে নানা অভিনব পদ্ধতিতে কর্মসূচি গ্রহণের মধ্য দিয়ে ছাত্রদের সমস্যাবলী সরকারের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে এবং দেশের আর্থ সামজিক অবস্থা বিচার বিবেচনা করে অনলাইন শিক্ষা চালুর প্রসঙ্গে তারা শুরু থেকে বলে আসছে, যে দেশের ৭০ সতাংশ মানুষের সঙ্গে ইন্টানেটের সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি সেই দেশে অনলাইন ক্লাসের মাধ্যমে কী সিলেবাস শেষ করে পরীক্ষা গ্রহণ করা বাস্তবসম্মত পদ্ধতি হতে পারে? কার্যত অনলাইনে শিক্ষা প্রদানকে কেন্দ্র করে শিক্ষাক্ষেত্রে ডিজিটাল বৈষম্য সৃষ্টি হচ্ছে। এই বৈষম্য দুর করতে হলে প্রতিটি শিক্ষার্থীর কাছে বিনামূল্যে ইন্টারন্টের সুবিধা পৌঁছানো প্রয়োজন। সেই সঙ্গে সরকারকে ভাবতে হবে আমাদের মতো দেশে অনলাইন শিক্ষা প্রদান কখনও বিকল্প শিক্ষাদানের মাধ্যম হতে পারে না। একদিন লকডাউন উঠে যাবে। কিন্তু পরিবর্তী সময়ে প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য বিশেষ ক্লাসের ব্যবস্থা করা দরকার। কারণ অনলাইন শিক্ষা পদ্ধতিতে যাদের সুযোগ ছিল তারা শিখেছে, আবার সুবিধা যাদের ছিল না তারা অনেক পিছিয়ে পড়েছে।

মঙ্গলবার বিজেপির উদ্যোগে আগরতলায় মাস্ক বিতরণ করা হচ্ছে। ছবি- নিজস্ব।

পঞ্চায়েতের কাজকর্ম খতিয়ে দেখতে করিমগঞ্জে বিভাগীয় মন্ত্রী নবকুমার দোলে

করিমগঞ্জ (অসম), ১৬ জুন (হি.স.) : তিন দিনের বরাক সফরে এসেছেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী নবকুমার দোলে। আজ মঙ্গলবার করিমগঞ্জে এসে পঞ্চায়েতের কাজকর্ম খতিয়ে দেখতে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে এক পর্যালোচনা সভায় মিলিত হন তিনি। জেলাশাসকের কনফারেন্স হল-এ জেলার বিভাগীয় শীর্ষ স্থানীয় আধিকারিক ও জেলার পাঁচ বিধায়কের সঙ্গে পঞ্চায়েতের কাজকর্মের অগ্রগতির গ্রাফ দেখে খেদ প্রকাশ করেন মন্ত্রী দোলে।

করিমগঞ্জ জেলার ৯৬টি গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি)-এ পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রকল্প বাস্তবায়িত না হওয়ার জন্য পর্যালোচনা সভায় দুঃখ প্রকাশ করেন বিভাগীয় মন্ত্রী নবকুমার দোলে। সেই সঙ্গে চতুর্দশ অর্থ কমিশনের অব্যবহৃত ১০০ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকাও যত শীঘ্র সম্ভব প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে খরচ করার কড়া নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। প্রথম ও দ্বিতীয় দফায় প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অধীনে আজ পর্যন্ত অনুমোদন দেওয়া হয়নি, এমন ৫, ২৩৬টি গৃহ আগামী জুলাই মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ করারও নির্দেশ দেন বিভাগীয় মন্ত্রী নবকুমার দোলে।

করোনা অতিমারির দরুন বহির্রাজ্য থেকে রুজি-রোজগার হারিয়ে ফিরে আগত শ্রমিকদের এমজিএনরেগার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে জেলাশাসককে নির্দেশ দেন মন্ত্রী। জেলার ভূমিহীনদের অতিশীঘ্র ভূমির ব্যবস্থা করে দিতেও জেলাশাসককে মন্ত্রী কড়া নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানা গেছে। বর্তমান করোনা অতিমারি পরিস্থিতিতেও রাজ্যের অর্থনৈতিক পরিকাঠামোকে মজবুত করে রাখার জন্য এমজিএনরেগা প্রকল্পটি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত করতে রাজ্য সরকার বদ্ধপরিকর। তাই এই প্রকল্পে বিশেষ নজর দিতে জেলাশাসককে নির্দেশ দেন মন্ত্রী নবকুমার দোলে।

জেলা প্রশাসনের সঙ্গে পর্যালোচনা বৈঠক শেষ করে মন্ত্রী সাংবাদিকদের সঙ্গে মিলিত হন। করিমগঞ্জ জেলা পরিষদের কনফারেন্স হল-এ আয়োজিত সাংবাদিক বৈঠকে মন্ত্রী দোলে বলেন, গ্রামের প্রকৃত উন্নয়ন হলেই রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব। আর এ ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের গুরুত্ব অপরিসীম। রাজ্যের অর্থনৈতিক পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করে তুলতে এমজিএনরেগা প্রকল্পকে সফলভাবে বাস্তবায়িত করতে হবে। আজকের সাংবাদিক বৈঠকে মন্ত্রী দোলে আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রাজ্যের গ্রামীণ অর্থনীতিকে সুদৃঢ় করে তুলতে এমজিএনরেগা প্রকল্পে ৪০ হাজার কোটি টাকার অতিরিক্ত আর্থিক প্যাকেজ প্রদান করেছেন। বিশাল এই অর্থরাশি থেকে রাজ্যের শ্রমিকরা উপকৃত হবেন। এত দিন ধরে জবকার্ডধারী শ্রমিকরা দৈনিক ১৯৩ টাকা পারিশ্রমিক হিসাবে পেতেন। এখন থেকে তাঁরা ২১৩ টাকা করে দৈনিক পারিশ্রমিক পাবেন।

এছাড়া আগামী সাত দিনের মধ্যে পরিযায়ী শ্রমিকদের জবকার্ড দেওয়া সহ ১৫ দিনের মধ্যে তাঁদের পারিশ্রমিক মিটিয়ে দেওয়ারও প্রতিশ্রুতি দেন মন্ত্রী। করোনার দরুন বহির্রাজ্য থেকে কর্মসংস্থান হারিয়ে আসা লোকদেরও যোগ্যতার ভিত্তিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান দেওয়ার সরকারি পরিকল্পনার কথা আজ সাংবাদিকদের জানান মন্ত্রী। সেই সঙ্গে মন্ত্রী নবকুমার দোলে এ-ও জানান, ২০২২ সালের মধ্যে রাজ্যের ৮১ হাজার গৃহহীন মানুষ প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার মাধ্যমে উপকৃত হবেন। তার প্রতি লক্ষ্য রেখে সরকার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

করোনা সংকটকালে রেশন কার্ডহীনদের নগদ এক হাজার টাকা করে দেওয়া নিয়ে করিমগঞ্জ জেলায় ব্যাপক অনিয়ম হয়েছে। জেলার সিংহভাগ জিপিতে পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের দুর্নীতির জন্য প্রকৃত সুবিধাভোগীরা বঞ্চিত হয়েছেন। সাংবাদিকদের এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিভাগীয় মন্ত্রী প্রসঙ্গটি কৌশলে এড়িয়ে যান। সাংবাদিক বৈঠকে মন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিভাগীয় কমিশনার হোমেন দাস, জেলাশাসক আনবামুথান এমপি, সাংসদ কৃপানাথ মালাহ, প্রদেশ বিজেপির উপ-সভাপতি বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য, বিজেপির জেলা সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য, বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল, জেলা পরিষদ সভাপতি আশিস নাথ, জনসংযোগ বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর সাজ্জাদুর রহমান প্রমুখ।

বাংলাদেশে এক দিনে করোনায় রেকর্ড সংখ্যক ৫৩ জনের মৃত্যু নতুন আক্রান্ত সর্বোচ্চ ৩,৮৬২

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ১৬।।বাংলাদেশে এক দিনে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে রেকর্ড সংখ্যক ৫৩ জন মৃত্যুবরণ করেছেন। এই পর্যন্ত এ ভাইরাসে মৃত্যুবরণ করেছেন ১ হাজার ২৬২ জন। এরআগে শুক্রবার একদিনে সর্বোচ্চ মৃত্যুর রেকর্ড ছিল। ওইদিন ৪৬ জন করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। গতকালের চেয়ে আজ ১৫ জন বেশি মারা গেছেন। শনাক্তের বিবেচনায় আজ মৃত্যুর হার ১ দশমিক ৩৪ শতাংশ। আগের দিনও এই হার ছিল ১ দশমিক ৩৩ শতাংশ। গতকালের চেয়ে আজ দশমিক ০১ শতাংশ বেশি।

মঙ্গলবার দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদফতরের করোনাভাইরাস সংক্রান্ত নিয়মিত অনলাইন হেলথ বুলেটিনে অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা এসব তথ্য জানান। ডা. নাসিমা সুলতানা জানান, দেশে বর্তমানে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৯৪ হাজার ছাড়িয়েছে। বর্তমানে দেশে এ ভাইরাসে আক্রান্ত ৯৪ হাজার ৪৮১ জন রোগী রয়েছেন। গত ২৪ ঘন্টায় সর্বাধিক ১৭ হাজার ২১৪ জনের নমুনা পরীক্ষায় ৩ হাজার ৮৬২ জনের দেহে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। এটিও একদিনে সর্বোচ্চ শনাক্তের রেকর্ড। গতকালের চেয়ে আজ ৭৬৩ জন বেশি শনাক্ত হয়েছেন। গতকাল শনাক্ত হয়েছিল ৩ হাজার ৯৯ জন। তিনি জানান, নমুনা পরীক্ষায় আজ শনাক্তের হার ২২ দশমিক ৪৪ শতাংশ। আগের দিন এ হার ছিল ২০ দশমিক ৬১ শতাংশ। আগের দিনের চেয়ে আজ শনাক্তের হার ১ দশমিক ৮৩ শতাংশ বেশি।

এদিকে, করোনাভাইরাসে আক্রান্তদের মধ্যে গত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ২ হাজার ২৩৭ জন। এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৩৬ হাজার ২৬৪ জন। নাসিমা সুলতানা জানান, আজ শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ৩৮ দশমিক ৩৮ শতাংশ। আগের দিন এই হার ছিল ৩৭ দশমিক ৫৫ শতাংশ। আগের দিনের চেয়ে আজ সুস্থতার হার দশমিক ৮৩ শতাংশ কম। তিনি জানান, মৃত্যুবরণকারীদের মধ্যে ৪৭ জন পুরুষ এবং ৬ জন নারী। বয়স বিশ্লেষণে দেখা যায় যায়, ৮১ থেকে ৯০ বছরের মধ্যে ১ জন, ৭১ থেকে ৮০ বছরের মধ্যে ৮ জন, ৬১ থেকে ৭০ বছরের মধ্যে ১০ জন, ৫১ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে ১৯ জন, ৪১ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে ৯ জন, ৩১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে ২ জন, ২১ থেকে ৩০ বছরের ৩ জন, ১১ থেকে ২০ বছরের মধ্যে ১ জন। এদের মধ্যে ঢাকা বিভাগে ৩০ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ১৪ জন, রাজশাহী বিভাগে ৪ জন, খুলনা বিভাগে ৩ জন, ময়মনসিংহে ১ জন এবং বরিশাল বিভাগে ১ জন। এদের মধ্যে হাসপাতালে মারা গেছেন ৩৪ জন, বাসায় মারা গেছেন ১৮ জন এবং হাসপাতালে মৃত অবস্থায় এসেছেন ১ জন।

অধ্যাপক নাসিমা বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় আইসোলেশনে রাখা হয়েছে ৬৩৫ জনকে। বর্তমানে আইসোলেশনে আছেন ১০ হাজার ৩০২ জন। ২৪ ঘণ্টায় আইসোলেশন থেকে ছাড় পেয়েছেন ৩৫৯ জন। এখন পর্যন্ত ছাড় পেয়েছেন ৬ হাজার ১৭৭ জন। তিনি বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় প্রাতিষ্ঠানিক ও হোম কোয়ারিন্টিন মিলে কোয়ারিন্টিন করা হয়েছে ৩ হাজার ৪২১ জনকে। এখন পর্যন্ত ৩ লাখ ২৬ হাজার ৭৭৯ জনকে কোয়ারিন্টিন করা হয়েছে। কোয়ারিন্টিন থেকে গত ২৪ ঘন্টায় ছাড় পেয়েছেন ২ হাজার ৫৪৪ জন। এখন পর্যন্ত ছাড় পেয়েছেন ২ লাখ ৬৪ হাজার ২৩৩ জন। বর্তমানে মোট কোয়ারিন্টিনে আছেন ৬২ হাজার ৫৪৬ জন। দেশের ৬৪ জেলা-উপজেলা পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারিন্টিনের জন্য ৬২৯টি প্রতিষ্ঠান প্রস্তুত রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে সেবা দেয়া যাবে ৩১ হাজার ৯৯১ জনকে। অধ্যাপক নাসিমা সুলতানা জানান, কেন্দ্রীয় ঔষধাগার থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী (পিপিই) এ পর্যন্ত সংগ্রহ ২৪ লাখ ৮৫ হাজার ১৪২টি। ২৪ ঘন্টায় বিতরণ হয়েছে ৭ হাজার ৭৮০টি। এ পর্যন্ত বিতরণ হয়েছে ২৩ লাখ ১৭ হাজার ৫০৭টি। বর্তমানে ১ লাখ ৬৭ হাজার ৪৩৭টি পিপিই মজুদ রয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় হটলাইন নম্বরে ১ লাখ ৫৯ হাজার ৮৮০টি এবং এ পর্যন্ত প্রায় ১ কোটি ১৪ লাখ ৭০ হাজার ৭শ'টি ফোন কল রিসিভ করে স্বাস্থ্য সেবা ও পরামর্শ দেয়া হয়েছে বলে তিনি জানান।

তিনি জানান, করোনাভাইরাস চিকিৎসা বিষয়ে এ পর্যন্ত ১৬ হাজার ৩৫৭ জন চিকিৎসক অনলাইনে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। ২৪ ঘন্টায় আরও ৮ জন চিকিৎসক প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। এদের মধ্যে ৪ হাজার ২১৭ জন স্বাস্থ্য বাতায়ন ও আইইডিসিয়ার'র হটলাইনগুলোতে স্বেচ্ছাভিত্তিতে সপ্তাহে ৭ দিন ২৪ ঘন্টা জনগণকে চিকিৎসাসেবা ও পরামর্শ দিচ্ছেন। ডা.নাসিমা সুলতানা জানান, দেশের বিমানবন্দর, নৌ, সমুদ্রবন্দর ও স্থলবন্দর দিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় ৯৮৫ জনসহ সর্বমোট বাংলাদেশে আগত ৭ লাখ ১৯ হাজার ৯০৬ জনকে স্কিনিং করা হয়েছে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পরিস্থিতি তুলে ধরে অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ১৫ জুন পর্যন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী ২৪ ঘন্টায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ১৫ হাজার ৯১৩ জন। এ পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছেন ৪ লাখ ৭১ হাজার ৩৯৩ জন। ২৪ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন ৪০১ জন এবং এ পর্যন্ত ১২ হাজার ৯২৭ জন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ১৫ জুন পর্যন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী সারাবিশ্বে ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ১ লাখ ৩২ হাজার ৫৮১ জন। এ পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছেন ৭৮ লাখ ২৩ হাজার ২৮৯ জন। ২৪ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন ৩ হাজার ৯১১ জন এবং এ পর্যন্ত ৪ লাখ ৩১ হাজার ৫৪১ জন বলে তিনি জানান। করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে সকলকে স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে মেনে চলতে সকলের প্রতি আহবান জানান তিনি।

করোনাভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি এড়াতে সবাইকে ঘরে থাকা, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা, জনসমাগম এড়িয়ে চলা, সর্বদা মুখে মাস্ক পরে থাকা, সাবান পানি দিয়ে বারবার ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধোয়া, বাইরে গেলে হ্যান্ড গ্লাভস ব্যবহার, বেশি বেশি পানি ও তরল জাতীয় খাবার, ভিটামিন সি ও ডি সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া, ডিম, মাছ, মাংস, টাটকা ফলমূল ও সবজি খাওয়াসহ শরীরকে ফিট রাখতে নিয়মিত হালকা ব্যায়াম এবং স্বাস্থ্য অধিদফতর ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরামর্শ-নির্দেশনা মেনে চলার অনুরোধ জানানো হয়। তিনি বলেন, ধূমপান থেকে বিরত থাকতে হবে, কারণ তা অতিরিক্ত ঝুঁকি তৈরি করে।

হাইলাকান্দিতে বিজেপির জনসম্পর্ক অভিযানে কেন্দ্রীয় নেত্রী

হাইলাকান্দি (অসম), ১৬ জুন (হি.স.) : দলের কেন্দ্রীয় নেত্রীকে মাঠে নামিয়ে হাইলাকান্দিতে জনসম্পর্ক অভিযান চালাল ভারতীয় জনতা পার্টি। মঙ্গলবার সব-কা সাথ সব-কা বিকাশ-এর বার্তা দিয়ে শহরের ঘরে ঘরে হাঁটলেন বিজেপি-র নেতা-নেত্রীরা।

এদিন দলের কেন্দ্রীয় নেত্রী শিপ্রা গুণের নেতৃত্বে বিজেপি নেতারা হাইলাকান্দি শহরের বিশিষ্ট নাগরিকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে দলের জনহিতকর কাজের খতিয়ান তুলে ধরে সম্পর্ক অভিযান চালান। দলের কেন্দ্রীয় নেত্রী শিপ্রা গুণের নেতৃত্বে যুবমোর্চার কেন্দ্রীয় সম্পাদক সৈকত দত্তচৌধুরী, হাইলাকান্দি জেলা বিজেপি সভাপতি স্বপন ভট্টাচার্য, দুই সাধারণ সম্পাদক স্বপন পাল ও শান্ত সারদা, সন্দিপন পাল, গৌতম গুপ্ত প্রমুখ শহরে সম্পর্ক অভিযানে অংশগ্রহণ করেছেন।

তারা প্রথমে হাইলাকান্দি শহরের আদি কালীবাড়ির পুরোহিত রজত ভট্টাচার্যের হাতে দলের প্রচার পুস্তিকা তুলে দেন। সেই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বিতীয় মেয়াদের এক বছর এবং সর্বানন্দ সনোয়ালের নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকারের চার বছরের উন্নয়নমূলক কাজের খতিয়ান তার কাছে তুলে ধরেন। এর পর হাইলাকান্দি শহরের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী নারায়ণ সারদা, প্রাক্তন ফুটবলার বীরবাহাদুর ছেত্রী এবং অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার অসিত কুমার চক্রবর্তীর বাড়িতে গিয়ে সম্পর্ক অভিযানে ভাগ নেন। এর পর জেলা বিজেপি কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদিক সম্মেলনে সরকারের উন্নযনমূলক কাজের দীর্ঘ তালিকা তুলে বক্তব্য পেশ করেন দলের নেতারা।

বিজেপির শাসনকে সুশাসন বলে অ্যাখ্যায়িত করেন দলের নেত্রী শিপ্রা। তিনি বলেন, বিজেপি শাসনে মহিলাদের সুরক্ষা বাড়ার পাশাপাশি স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং যোগাযোগ ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিপুল উন্নতি হয়েছে। তাঁর দাবি, বিনামূল্যে কলেজে ছাত্র ভরতি, বিনামূল্যে চিকিৎসা, রেল যোগাযোগ ইত্যাদির ক্ষেত্রে যুগন্তকারী পরিবর্তন এসেছে। এমন-কি করোনাকালে সরকার জিরো ব্যালেন্স অ্যাকাউন্টে টাকা দিয়ে মানুষকে সাহায্যও করেছে। অতিমারি করোনার জন্য বহুক্ষেত্রে উন্নতি মার খেলেও কেন্দ্র এবং রাজ্য উভয় সরকার করোনা মোকাবিলায় সফল হয়েছে। আগামীতে সুশাসনের ফলস্বরূপ মানুষ আরও বিপুলভাবে বিজেপিকে ভোট দেবেন তিনি দাবি করেন।

আজকের সংবাদিক সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে জেলা বিজেপির উপ-সভাপতি হীরকজ্যোতি চক্রবর্তী, দুই সাধারণ সম্পাদক স্বপন পাল ও শান্ত সারদা, জেলা বিজেপির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক সন্দিপন পাল, রাধেশ্যাম কৈরি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। প্রসঙ্গত, রাজ্যব্যাপী বিজেপির জনসম্পর্ক অভিযানে প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে একজন করে নেতাকে ইনচার্জ করা হয়েছে। সেই হিসেবে

ছয়ের পাতায়

বিএনপি গণমাধ্যমকে ঢাল হিসেবে ব্যবহারের অপচেষ্টা চালাচ্ছে : ওবায়দুল কাদের

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ১৬।।বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহ ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, বিএনপির মিডিয়াবাজির রাজনীতিতেও ভাটা পড়ায় তারা গণমাধ্যমকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। তিনি বলেন, কর্মভীরু মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীররা নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে বাক্যালাপে বীরত্ব প্রদর্শন করছেন। সেই কারণে সংকটময় এই সময়ে জনগণের পাশে না দাঁড়ানো বিএনপির মিডিয়াবাজির রাজনীতিতেও ভাটা পড়ায় তারা গণমাধ্যমকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে।

ওবায়দুল কাদের মঙ্গলবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এ কথা বলেন। 'গণমাধ্যম সত্য প্রচারে শঙ্কিত' বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের এমন বক্তব্যের জবাবে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, 'গণমাধ্যম সত্য প্রচারে শঙ্কিত। আমরা বলতে চাই, গণমাধ্যম হলো চলমান সমাজের দর্পণ। তারা সত্য প্রচারে নির্ভীক, বরং বিএনপির সৃষ্ট গুজব প্রচারে অনীহা। দেশবাসী লক্ষ্য করেছে, গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে বিভিন্ন আন্দোলনে সরকারবিরোধী প্রচারণায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ সকল ক্ষেত্রে বিএনপি কীভাবে গুজব ছড়িয়ে রাজনৈতিক ফায়দা লোটার অপচেষ্টা চালিয়েছে এবং গুজবভিত্তিক রাজনীতির বৈধতা দিয়েছে।'

ওবায়দুল কাদের বলেন, 'কথায়-কথায় বিএনপি নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন, দেশে গণতন্ত্র নেই। দেশে যদি গণতন্ত্র না-ই থাকে, তাহলে বিএনপির নেতৃবৃন্দ কীভাবে সরকারের বিরুদ্ধে এত মিথ্যাচার করার সুযোগ পান? বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের বহুদলীয় গণতন্ত্রের নামে হ্যাঁ-না ভোটের মাধ্যমে ৯৯ শতাংশ ভোট ডাকাতির কথা দেশবাসী জানে।' তিনি বলেন, সামরিক শাসনতন্ত্রের মোড়কে ১৯৭৯ সালের গণতান্ত্রিক নির্বাচনও দেশবাসী প্রত্যক্ষ করেছিল। সেই ইতিহাস এখনো বই-পুস্তক ও জাতীয় স্মৃতিতে জল্জল-জল্জলায়মান। সুতরাং বিএনপির মুখে আর যা-ই হোক গণতন্ত্রের কথা শোভা পায় না। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যার পরে অবরুদ্ধ গণতন্ত্রকে শৃঙ্খলমুক্ত করে সত্যিকারের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সফল নেতৃত্ব দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, করোনাভাইরাসের আগ্রাসী তা-বে সারাবিশেণ্ব ন্যায় বাংলাদেশেও প্রতিদিনের যাপিত জীবন পতিত হয়েছে এক অবর্ণনীয় সংকটে।

জীবনের পাশাপাশি জীবিকা এবং স্বাস্থ্যের ঝুঁকিও পৌঁছেছে চরম পর্যায়ে। করোনার ফলে সৃষ্ট সংকটময় এই সময়ে সাংবাদিক বন্ধুরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সংবাদ সংগ্রহ করে চলেছেন। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে দায়িত্বশীল এইসব সাংবাদিক বন্ধুদের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তিনি বলেন, প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে এই লড়াইয়ে সংবাদকর্মীরা সম্মুখযোদ্ধা হিসেবে অগ্রগণ্য। অধিকাংশ গণমাধ্যমের কর্মীরা দায়িত্বশীলতার সাথে ইতিবাচকভাবে কাজ করে চলেছেন।

ওবায়দুল কাদের বলেন, স্বাধীনতার পর-পর সদ্য স্বাধীন দেশে দেশবিরোধী নানা অপতৎপরতা শুরু হয়। দেশের জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ না থেকে বিদেশের হাতে রাতারাতি সংবাদপত্র প্রকাশ করে জাতীয় বিভাজন ও সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করা হয়। সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প থেকে জাতিকে রক্ষা করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বলীয়ান হয়ে সাম্যভিত্তিক সমাজ নির্মাণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'গণতন্ত্র' প্রত্যয়টির চেয়ে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির উপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি জানতেন, গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি কায়েম না হলে গণতন্ত্র টেকসই হবে না। বাকশাল ছিল সেই গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার অভিযাত্রা এবং বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান নিজেই বাকশালের কার্যকরী সদস্য ছিলেন। বাকশাল কোন একদলীয় ব্যবস্থা ছিল না।

এটি ছিল সকল মত-শ্রেণী-পেশার সমন্বয়ে একটি জাতীয় দল।

'বাকশাল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ৪টি পত্রিকা ব্যতীত সকল সংবাদপত্র বন্ধ করে দেওয়া হয়' মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের এমন মন্তব্যের জবাবে তিনি বলেন, ফখরুল ইসলামের জ্ঞাতার্থে জানাতে চাই, তৎকালীন বঙ্গবন্ধু সরকারের সময় দৈনিক, সাপ্তাহিক ও অন্যান্য মিলে ১২৬টির মতো সংবাদপত্র প্রকাশিত হতো। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সংবাদপত্রের জগতে বস্তুনিষ্ঠতা ও দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠার জন্য সাংবাদিকদের মাধ্যমে গঠিত কমিটির সুপারিশে একটি কাঠামো দাঁড় করিয়েছিলেন মাত্র। বিবৃতিতে তিনি করোনা সংকট জয়ের লক্ষ্যে দলমত নির্বিশেষে সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের আহ্বান জানান এবং পরম করুণাময়ের অশেষ কৃপায় এই সংকট আমরা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবো বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

মাধ্যমিকে শূন্য ফলাফল বন্ধ হচ্ছে না ডিমা হাসাওয়ের পাঁচটি স্কুল

হাফলং (অসম), ১৬ জুন (হি.স.) : মাধ্যমিক পরীক্ষায় ডিমা হাসাও জেলার যে পাঁচটি স্কুলে ফলাফল শূন্যের কোঠায় ছিল, সেই স্কুলগুলি বন্ধ করা হচ্ছে না, জানিয়েছেন উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের সিইএম দেবোলাল গারলোসা। এবার হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষায় রাজ্যের যে ১৭টি স্কুলে উত্তীর্ণের হার শূন্য, সেই সব স্কুল বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার তথা রাজ্যের শিক্ষা বিভাগ। এগুলির মধ্যে রয়েছে ডিমা হাসাও জেলার হাডিংমা স্কুল, খেপ্রে হাইস্কুল, খারতং হাইস্কুল, সিমথুলু হাইস্কুল, লেইরি হাইস্কুল। এই সব স্কুল ডিমা হাসাও জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে। রাজ্যের শিক্ষা বিভাগ এই স্কুলগুলি বন্ধের নির্দেশ দিলেও এই পাঁচটি স্কুল বন্ধ করার সিদ্ধান্ত উত্তর কাছাড় পার্বত্য পরিষদের হাতে ছেড়ে দিয়েছিল রাজ্য সরকার। এই তথ্য জানিয়ে সিইএম বলেন, সোমবার বিজেপি শাসিত পার্বত্য পরিষদের কার্যনির্বাহী সভায় এই পাঁচটি স্কুল বন্ধ না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তিনি বলেন যে স্কুলগুলি ভালো ফলাফল করেছে এদের পুরস্কৃত করা হবে। তবে যে স্কুলের ফলাফল শূন্যের কোঠায় সে সব স্কুলের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ।

বিজেপি-র জনসম্পর্ক অভিযান সম্পর্কে বলতে গিয়ে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের ইএম তথা মুখপাত্র স্যামুয়েল সাংসন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় ডিমা হাসাও জেলায় চলমান বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের খতিয়ান তুলে ধরেন। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে অনান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জেলা সভাপতি দনপাইনন থাওসেন ও সম্পাদক সুজয় লাংথাসা।

মঙ্গলবার সিপিএম এর সম্পাদক গৌতম দাশ সাংবাদিক সম্মেলনে করেন। ছবি- নিজস্ব।

সীমিত পর্যায়ে পুনরায় আন্তর্জাতিক ফ্লাইট চালু করল বাংলাদেশ

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ১৬।।বাংলাদেশ মঙ্গলবার সীমিত পর্যায়ে পুনরায় আন্তর্জাতিক ফ্লাইট চালু করেছে। কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে প্রায় তিন মাস ধরে ফ্লাইট বন্ধ ছিল। সিভিল এভিয়েশন অথরিটি, বাংলাদেশ (কাব) এর চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল এম মফিদুর রহমান বাসসকে বলেন, দোহা থেকে ৩৩ জন ট্রানজিট যাত্রী নিয়ে কাতার এয়ারওয়েজের একটি বাণিজ্যিক ফ্লাইট স্থানীয় সময় ভোররাত ১টা ৫৮ মিনিটে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে। এরপর বিমানটি ২৭৪ জন ট্রানজিট যাত্রী নিয়ে বাংলাদেশ থেকে দোহায় ফিরে যায়। সরকার গত ১১ জুন বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ঢাকা-লন্ডন-ঢাকা রুটের ফ্লাইট পুনরায় শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং শুধু ট্রানজিট যাত্রীদের বহন করার শর্তে আজ থেকে কাতার এয়ারওয়েজকে সপ্তাহে দোহা-ঢাকা-দোহা রুটের তিনটি ফ্লাইট পরিচালনা করার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

কাব চেয়ারম্যান বলেন, ইন্টারন্যাশনাল সিভিল এভিয়েশন অর্গানাইজেশন (আইসিএও)'র নির্দেশনা অনুযায়ী স্বাস্থ্যবিধি মেনে তারা আন্তর্জাতিক ফ্লাইট পরিচালনার সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। রহমান বলেন, সোমবার সংশ্লিষ্ট স্টেশন ম্যানেজার ও গ্রাউন্ড হ্যান্ডলারদের সাথে তিনি একটি সমন্বয় সভা করেছেন। এ সময় তিনি স্বাস্থ্য বিধি ও সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট পরিচালনার নির্দেশনা দেন। তিনি আরো বলেন, 'আমরা যথাযথভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে যাত্রীদের বিমানবন্দরে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা নিশ্চিত করতে বিমানবন্দরে অতিরিক্ত জনশক্তি মোতায়েন করেছি এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে প্রথম ফ্লাইটটি সফলভাবেই পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছি।' রহমান আরো বলেন, বিদেশ ফেরত যাত্রীরা কোভিড-১৯ নেগেটিভ রিপোর্ট দেখাতে না পারলে তাদের বাধ্যতামূলক ১৪ দিনের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

গ্রীষ্ম থামাতে পারবে করোনাভাইরাস মহামারীর বিস্তার?

উত্তর গোলার্ধে উষ্ণ আবহাওয়ার আগমনের পর সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন জেগেছে, গ্রীষ্ম করোনাভাইরাস মহামারী বিস্তারের গতি কমিয়ে দিতে পারবে কি। এ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন বিজ্ঞানীরাও।উষ্ণ আবহাওয়া এলে সাধারণত ফ্লুর মৌসুম শেষ হয়। কিন্তু জলবায়ু একা কিন্তু করোনাভাইরাস মহামারীর ছড়িয়ে পড়া রোধ করতে পারেনি। উল্টো উষ্ণ ও রৌদ্রোজ্জ্বল ব্রাজিল এবং মিশরে প্রাদুর্ভাব বাড়ছে।রয়টার্স জানিয়েছে, কীভাবে সূর্যের আলো, আর্দ্রতা এবং বাইরের বাতাস ভাইরাসের ওপর প্রভাব ফেলে — এ নিয়ে সাম্প্রতিক কিছু গবেষণায় আশাবাদী হওয়ায় কিছু কারণ পাওয়া যায়।নতুন এই করোনাভাইরাস কি মৌসুমী রোগ? ভাইরাসটি খুব বেশি সময় আগে আসেনি বলে এ নিয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না।

শ্বাস-প্রশ্বাস সংক্রান্ত সংক্রমণ যেমন ফ্লু এবং সাধারণ সর্দি মৌসুমকে অনুসরণ করে। শীতল আবহাওয়া, ঘরের ভেতর কম আর্দ্রতা এবং বাড়ির ভেতরে বেশি সময় ব্যয় করাসহ পরিবেশগত পরিস্থিতি তাই মহামারীর ছড়িয়ে পড়া ত্বরান্বিত করতে পারে।

করোনাভাইরাসের ওপর আবহাওয়ার প্রভাব সম্পর্কে কয়েক রকমের বক্তব্য পাওয়া গেছে। চীনের ২২১টি শহর নিয়ে এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, তাপমাত্রা, আর্দ্রতা এবং দিনের আলো মহামারী ছড়িয়ে পড়ার গতিকে প্রভাবিত করে না।আবার অন্য দুটি গবেষণায় দেখা গেছে, প্রভাব পড়ছে। ৪৭টি দেশে নতুন করে সংক্রমণ নিয়ে এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ফিলিপিন্স, অস্ট্রেলিয়া ও ব্রাজিলের মতো অঞ্চলে উচ্চ তাপমাত্রার সঙ্গে মহামারীর ছড়িয়ে পড়ার গতি কমার যোগসূত্র আছে।১১৭টি দেশের ওপর করা আরেকটি গবেষণার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, “উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মের সময় নতুন কোভিড-১৯ কেস কমতে পারে আর শীতকালে পুনরুত্থান দেখা দিতে পারে।”

তবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার জরুরি কর্মসূচির প্রধান মাইক রায়ান সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, “আমরা এমন প্রত্যাশার ওপর নির্ভর করতে পারি না যে মৌসুম বা তাপমাত্রা এর (রোগের বিস্তার) উত্তর হবে।”কেন গ্রীষ্ম এবং শীতকালে ভিন্নভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস সংক্রান্ত রোগ ছড়ায়? ব্রিটেনের রিডিং বিশ্ববিদ্যালয়ের সেলুলার মাইক্রোবায়োলজির বিশেষজ্ঞ সিমোন ক্লার্ক জানান, ঠাণ্ডা আবহাওয়া কাশি, সর্দি এবং ফ্লু ছড়িয়ে দেয় বলে ধরা হয় কারণ শীতল বাতাস নাকের ভেতরের জায়গা ও বায়ু চলার পথগুলোতে জ্বালা সৃষ্টি করে। এর ফলে ভাইরাসের সহজে সংক্রমিত হতে পারে।শীতে মানুষ বাড়ির ভেতর বেশি সময় ব্যয় করে। যুক্তরাষ্ট্র সরকারের এক দল গবেষক দেখেছেন, গবেষণাগারের ভেতর তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা বাড়ানো হলে পৃষ্ঠতলের করোনাভাইরাস মানুষকে সংক্রামিত করার ক্ষমতা দ্রুত হারায়। আর সূর্যের আলোতে তারা আরও দ্রুত নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে।বিজ্ঞানীরা এখন গবেষণা করে দেখছেন, রক্তে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণকারী ভিটামিন ডি কারও করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হওয়ার ঝুঁকির ওপর প্রভাব ফেলে কিনা অথবা সংক্রমিত হলে কেউ কতটা অসুস্থ হয়ে পড়বেন তা প্রভাবিত করে কিনা। দেহের বেশিরভাগ ভিটামিন-ডি আসে ত্বকে সূর্যের আলো পড়ার প্রতিক্রিয়া থেকে।

কিয়ানু রিভস যে কারণে রাজি হয়েছেন

‘দি ম্যাট্রিক্স ফোর’ ছবিতে রিভসের অভিনয় করার একমাত্র কারণ চিত্রনাট্য।

‘দি ম্যাট্রিক্স’ ছবির চতুর্থ পর্বের কাজ শুরু হয়েও থেমে আছে করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে।

ফেব্রুয়ারি মাসে সান ফ্রান্সিসকোতে শুটিংয়ের কাজ শুরু হওয়ার পর বাকি কাজ করার কথা ছিল বার্লিনে। তবে বর্তমান মহামারীর কারণে সেটা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ছবির সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের সূত্রানুসারে ‘ভ্যারাইটি’ ম্যাগাজিন জানায়, জুলাই মাসের ৬ তারিখ পর্যন্ত কাজ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এরপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কাজ যেমন বন্ধ তেমনি ছবির নায়ক কিয়ানু রিভসও এই ছবি নিয়ে কোনো মন্তব্য করা থেকে এতদিন মুখবন্ধ রেখেছিলেন। তবে এবার মুখ খুলেছেন তিনি।

এই ছবিগুলোর অসাধারণ চিত্রনাট্য তৈরি করেছিলেন লানা এবং লিলি ওয়াচোওয়াস্কি। তারাই এবার ‘দি ম্যাট্রিক্স ফোর’ এর চিত্রনাট্য নিয়ে কথা বলেছেন ‘এম্পেয়ার ম্যাগাজিন’য়ে। আর সেই প্রতিবেদনের পরেই মুখ খোলেন কিয়ানু রিভস।

তিনি চিত্রনাট্য পড়ে এতই মুগ্ধ হন যে এই ছবিতে কাজ করার ক্ষেত্রে না করতে পারেননি।

৫৫ বছর বয়সি রিভস, একই ম্যাগাজিনে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেন, “অসাধারণ সুন্দর চিত্রনাট্য। এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার কোনো মানেই হয় না। এই ছবিতে অভিনয় করার একমাত্র কারণ হচ্ছে লানা ও লিলির সঙ্গে আবারও কাজ করতে পারা।”

‘নিও’ চরিত্রেই অভিনয় করছেন রিভস। পাশাপাশি তার সহ-অভিনেত্রী হিসেবে আছেন ক্যারি অ্যান মস। যিনি ম্যাট্রিক্সে ‘ট্রিনিটি’ চরিত্রে রূপদান করেছিলেন।

৫২ বছর বয়সি মস এম্পেয়ার ম্যাগাজিনকে বলেন, “আমি কখনও ভাবিনি এটা ঘটবে। আমার রাডারেই ছিল না ব্যাপারটা।”

তিনি আরও বলেন, “চিত্রনাট্যের গভীরতা উপলব্ধি করে আমি মুগ্ধ। এটা আমার জন্য একটা উপহার।”

হলিউড ছবির ভক্তদের মাঝে ম্যাট্রিক্স ছবির জনপ্রিয়তার কথা নতুন করে বলার কিছু নেই। কল্প-বিজ্ঞান ভিত্তিক কাহিনীর ছবির জগতের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল ১৯৯৯ সালে মুক্তি পাওয়া ‘দি ম্যাট্রিক্স’ ছবিটি। এরপর ২০০৩ সালে পর পর মুক্তি দেওয়া হয় দ্বিতীয় পর্ব ‘দি ম্যাট্রিক্স রিলোডেড’ এবং তৃতীয় পর্ব ‘দি ম্যাট্রিক্স রিভোলিউশন্স’।

আগের ম্যাট্রিক্স ছবিগুলোতে আরও যারা অভিনয় করেছিলেন যেমন- লরেন্স ফিশবার্ন, হুগো ওয়েভিং, জাডা পিনকেট স্মিথ, ইয়াহিয়া আব্দুল মতিন টু, নিল প্যাট্রিক বা প্রিয়াঙ্কা চোপড়া- তারাও ‘দি ম্যাট্রিক্স ফোর’ ছবিতে থাকছেন।

প্রতিবাদী হলিউড শিল্পীরা

যুক্তরাষ্ট্রে পুলিশের নিপীড়নে কৃষ্ণাঙ্গ জর্জ ফ্লয়েডের মৃত্যুর প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছেন হলিউড তারকারাও।

যুক্তরাষ্ট্রের মিনিয়াপোলিসে পুলিশের বর্বরতায় মৃত কৃষ্ণাঙ্গ জর্জ ফ্লয়েডের মৃত্যুর প্রতিবাদের পাশাপাশি বর্ণবাদের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিয়ে অন্যান্য প্রতিবাদকারীদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়েছেন হলিউডের বিভিন্ন শিল্পীরা।

যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুসারে শুধু মিনিয়াপোলিসে নয়, পুরো মিনেসোটা শহর, আটলান্টা, লস অ্যাঞ্জেলেস, নিউ ইয়র্ক, ওয়াশিংটন ডিসিসহ পুরো আমেরিকায় জুড়েই চলমান এই বিক্ষোভ প্রতিবাদে অংশ নিচ্ছেন হলিউড তারকারা।

অস্কার জয়ী জেইমি ফক্স ২৯ মে মিনিয়াপোলিসের প্রতিবাদকারীদের সমর্থনে বলেন, “আমরা প্রতিবাদ করতে ভয় পাই না, আমরা এই সময়কে ভয় পাই না।”

সোমবার সান ফ্রানসিসকোতে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের কর্মসূচী হিসেবে ‘হাঁটু গেড়ে’ বসে অন্যান্য প্রতিবাদকারীদের সঙ্গে যোগ দেন ফক্স। সেই সঙ্গে সম্মিলিত স্বরে বলতে থাকেন ‘আই ক্যান্ট ব্রিদ’।

পুলিশ যখন হাঁটু দিয়ে জর্জ ফ্লয়েডের ঘাড়-গলা চেপে ধরে ছিল তখন ফ্লয়েড বার বার বলছিলেন, “আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছি না’। সেটাই হয়ে গেছে এখন প্রতিবাদী শ্লোগান।

লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস’কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জেমিই ফক্স এই শ্লোগান দেওয়ার পাশাপাশি অন্যান্য হলিউড তারকাদের উদ্দেশ্য করে বলেন, “আমার হলিউডের বন্ধুরা, বসে থেক না, টুইট কর না, টেক্সট কর না, তোমাদের বের হয়ে আসতে হবে।”

হলিউড অভিনেতা নিক ক্যানন নিজেই চলে গেছেন মিনিয়াপোলিসে প্রতিবাদে অংশ নিতে। তাকে দেখা যায় ‘প্লিজ আই ক্যান্ট ব্রিদ’ হুডি পরে পোস্টার হাতে প্রতিবাদ করতে। যাতে লেখা ছিল ‘জাস্টিস ফর ফ্লয়েড’।

টেসা থম্পসন হলিউড অভিনেত্রী, যাকে বাংলাদেশের হলিউড মুভির ভক্তরা চিনে থাকবেন ‘থর র‍্যাগনারক’ ছবির কারণে। তিনি লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে একটি ভিডিও শেয়ার করে টুইট করেন, “এটাই আমাদের আমেরিকা’। ভিডিওতে একই ভাবে সবাইকে শ্লোগান দিতে দেখা যায়।

আমেরিকান র‍্যাপ সংগীত শিল্পী জে. কোল’কে দেখা গেছে নিজ শহর ফেইভিলের রাস্তায় প্রতিবাদ করতে।

‘ইনসিকিউর’ খ্যাত অভিনেতা কেনড্রিক স্যাম্পসন টুইট করেন, “প্রতিবাদ করতে গিয়ে সাতবার পুলিশের রাবার বুলেটে আক্রান্ত হয়েছি। আর আমার বন্ধুর ওপর পড়েছে পুলিশের লাঠির বাড়ি।”

সংগীত শিল্পী কেহলানি পুলিশের দোমড়ানো মোচড়ানো গাড়ির ছবি তুলে টুইট করেন। যেটা তিনি লস অ্যাঞ্জেলেসে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করতে গিয়ে তুলেছেন। আর লেখেন, “রেসপেক্ট এক্সিসটেন্স অর এক্সপেক্ট রিজিসট্যান্স।”

মিয়ামি হেরাল্ড’য়ের প্রতিবেদক দুই সংগীত শিল্পী কামিলা কাবেলো এবং শন মেনডেস’কে খুঁজে পান মিয়ামির রাস্তায় প্রতিবাদকারীদের সঙ্গে।

যুক্তরাষ্ট্রের আরেক র‍্যাপ সঙ্গীত শিল্পী লিল ইয়াটি রাস্তায় অন্যান্যদের সঙ্গে প্রতিবাদের সময় নিজে একটি ‘হ্যান্ড মাইক’ ধরে বলতে থাকেন, “পাশেই থাকা মানুষটি থেকে আমার কোনো পার্থক্য নেই। এভরি ভয়েস ম্যাটার্স অ্যান্ড মাস্ট বি হার্ড।”

টিনাশি, এই মার্কিন সংগীত শিল্পী প্রতিবাদ জানাতে একাই লস অ্যাঞ্জেলেসে শহরতলীর বড় রাস্তায় নেমে পড়েন। তার হাতে ধরা প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল ‘ব্ল্যাক লিভস ম্যাটার’।

‘সে অ্যানিথিং’ খ্যাত অভিনেতা জন কিউস্যাক জ্বলন্ত গাড়ির ভিডিও করতে গেলে তার দিকে পুলিশরা তেড়ে আসে। তিনি সেই কম্পমান ভিডিও টুইটারে পোস্ট করে লেখেন, “পুড়তে থাকা গাড়ির ভিডিও করার বিষয়টা পুলিশরা পছন্দ করেনি। তারা লাঠি হাতে আমার দিকে তেড়ে আসে। আর আমার মোটরবাইকে বাড়ি দিতে দিতে বলে ‘ভাগো এখান থেকে, ভাগো।”

‘দি রিভারড্যাল’ খ্যাত অভিনেতা কোল স্প্রাওস স্যান্টা মনিকাতে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ সমাবেশ থেকে গ্রেফতার হন। কেন্দ্রবিন্দুটা তিনি নন এই বিষয়টা উল্লেখ করে তিনি বলেন, “এটা বলা দরকার যে একজন সাধারণ সাদা মানুষ এবং খ্যাত ব্যক্তি হিসেবে আমার এই আটক অবস্থা এই আন্দোলনের কাছে কিছুই নয়।”

এরা ছাড়াও অভিনেত্রী এলেন পেইজ’কে ব্রুকলিনের রাস্তায়, অভিনেতা টিমোথে শালামেট’কে স্যান্টা মনিকা, সংগীত শিল্পী হালসে, মেশিন গান কেলিকে লস অ্যাঞ্জেলেসের রাস্তায় প্রতিবাদ সমাবেশে অংশ নিতে দেখা গেছে।

সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যু ও এক রহস্যময় সমাজের কাহিনী

শুভঙ্কর দাস

মানুষের শোক ও তার থেকে জেগে ওঠা প্রতিবাদ ধারা চিরকালই স্বতঃস্ফূর্ত ছিল। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এরকম স্বতস্ফূর্ত প্রতিবাদের ধারা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। কিন্তু করোনা কালের ভারতে বারবারই ভিন্ন ধারার অভিব্যক্তি চোখে পড়ছে। দুঃখ বা শোকের মধ্যেও যেন একটা স্বার্থপরতা কাজ করছে। প্রতিবাদ করার সময়ও যথা সম্ভব ভেবে চিন্তা করে সরব হচ্ছে অনেকে।

সম্প্রতি সুশান্ত সিং রাজপুতের আকস্মিক মৃত্যুতে সোশ্যাল মিডিয়ায় যেভাবে শোকের বন্যা বয়ে গিয়েছে, তা অভাবনীয়। নেটিজেনরা নিজেদের লেখায়, পোস্ট, স্ট্যাটাসে সুশান্তের প্রতি নিজেদের শোক ও শ্রদ্ধার অঞ্জলি বর্ষণ করে গিয়েছে। একই ছবি ধরা পড়েছিল ঋষি কাপুর এবং ইরফান খানের মৃত্যুতে। নেটিজেনদের এই স্বতস্ফূর্ত শোকে ভেসে গিয়েছে আসমদ্র হিমাচল। কিন্তু অন্যদিকে আরও একটি দিকও রয়েছে। যেখানে প্রায় হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে নিজের বাড়ি ফেরার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল লক্ষাধিক শ্রমিক। উত্তর ভারতের তীব্র গরমকে উপেক্ষা করে খবর ও পানীয় জলের অভাব সত্ত্বেও এক অনন্ত পথ চলার লক্ষ্যে তারা বেরিয়ে পড়েছিল। এদের মধ্যে কেউ কেউ পথ দুর্ঘটনায় হারিয়েছে প্রাণ। রেল লাইনে ঘুমন্ত অবস্থায় এদের পিষে দিয়ে গিয়েছিল ট্রেনের ইস্পাতের চাকা। জীবন ও মৃত্যুর মাঝে দাঁড়িয়ে নিরন্তর লড়াই করে যাওয়া এই সকল পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য শোক বা অনুতাপ, প্রতিবাদের কলরবের আধিক্য কিন্তু শোনা যায়নি সোশ্যাল মিডিয়া বা সাধারণ মধ্যবিত্ত জনমানসের থেকে। এমন কি বলিউড, টলিউডের সিংহভাগ তারকারা ছিল নীরব। তখন তারা নিজেদের জীবন শৈলীর ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে

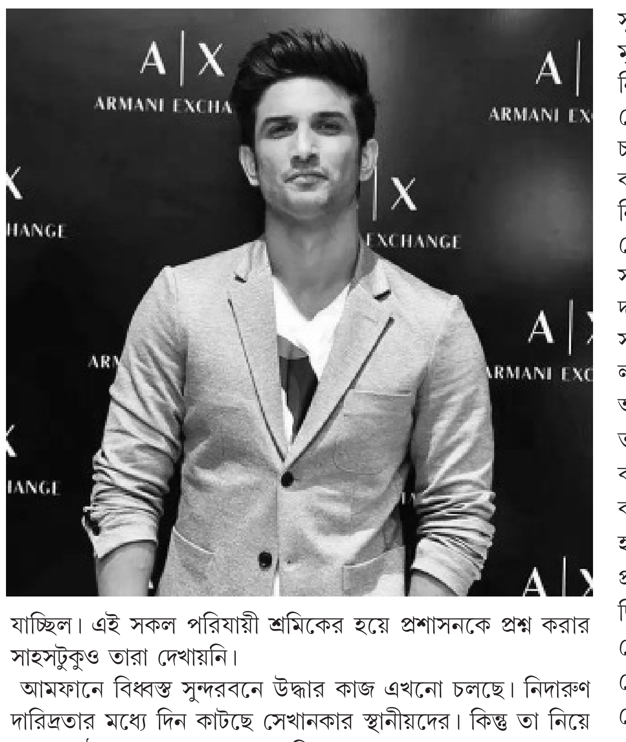

যাচ্ছিল। এই সকল পরিযায়ী শ্রমিকের হয়ে প্রশাসনকে প্রশ্ন করার সাহসটুকুও তারা দেখায়নি।

আমফানে বিধ্বস্ত সুন্দরবনে উদ্ধার কাজ এখনো চলছে। নিদারুণ দারিদ্রতার মধ্যে দিন কাটছে সেখানকার স্থানীয়দের। কিন্তু তা নিয়ে চায়ের ঠেকে, পাড়ার মোড়ে, অফিসের আড্ডায় কোনও আলোচনা নেই। কোনও অনুতাপ বা দুঃখ নেই।

আসলে আমাদের দুঃখ করার অভিব্যক্তিও অনেকটা গ্ল্যামার নির্ভর হয়ে পড়েছে। করোনায় আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা করতে গিয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে একাধিক চিকিৎসক এবং নার্স নিজেরাই এই মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন। সমাজের সুখী মধ্যবিত্ত শ্রেণী কতটা এদের জন্য চোখের ফেলেছে। এদের জন্য শোকের বিহ্বলতায় ভেসে যেতে সোশ্যাল মিডিয়াকে দেখা যায়নি। সুশান্ত সিং রাজপুতের মতো প্রতিভাশালী অভিনেতার মৃত্যু দুঃখজনক। খুন না আত্মহত্যা সেটা আদালত নির্ধারণ করবে। কিন্তু আগে থেকে দেখা গেল জনমসনে গোটা বিষয়টিকে আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দেওয়া চেষ্টা চলছে। যা একেবারেই একটা সভ্য সমাজ থেকে কাম্য করা নয়। তার মৃত্যুর পরেই মানসিক অবসাদ ও অসুস্থতা নিয়ে কার্যত বিশেষজ্ঞদের মতন বিবৃতি ও পাল্টা বিবৃতির খেলা চলতে লাগল। অনেকে আবার নিজের সহনাগরিকের মনের কথা জানার যে আকুতি থাকা দরকার সেটার উপর গুরুত্ব দিতে লাগলেন। আসলে সমাজ তাৎক্ষণিক উন্মাদনাকে বেশি ভালোবাসে। লকডাউন পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গের বহু চটকল শ্রমিক অনাহার ও অর্ধাহারের মধ্যে দিন কাটিয়েছে। কিন্তু তাদের মন ও শরীরের খোঁজ সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারকারী মধ্যবিত্ত বাবুরা রাখেনি। ২০১৫ সালে কলকাতার বুকে নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মানসিক ভারসাম্যহীন কোরপান শাহকে প্রায় চার ঘন্টা ধরে পিটিয়ে মারা হয়েছিল। যারা মেরে ছিল তারা প্রত্যেকে জুনিয়র ডাক্তার ছিলেন। কিন্তু সেই সময়কার সামাজিক গণমাধ্যম বিষয়টি নিয়ে নীরবে থেকে গিয়েছিল। আসলে আমাদের সুখ ও দুঃখ গোটাটাই বিত্ত ও গ্লামার নির্ভর। এইভাবে চলতে থাকলে সমাজের সংবেদনশীলতা বলে আর কিছু থাকবে না। মানসিক ভারসাম্যহীন মানুষদের প্রতি সমাজ আজও নিদারুণভাবে কঠোর। সুশান্ত সিং রাজপুত অবসাদে ভুগছিলেন কিনা সেটা আদালতে বিচার প্রক্রিয়া শুরু হলেই বোঝা যাবে। তার আগে যে এইভাবে গণমাধ্যমে এবং সামাজিক মাধ্যমে চর্চা করাটা মোটেও কাম্য নয়।

এ সময়ের কিছু ক্লাসিক সিনেমার গল্প

সিনেমাপ্রেমী তানবীরা তালুকদার নিজের মত করে ছবির গল্প, চরিত্র এবং চিত্রনাট্যকে বিশ্লেষণ করতে ভালোবাসেন। গ্লিটজের পাঠকতের জন্য তাই এবার করলেন তিনটি সিনেমার বিশ্লেষণ - নিজ বয়ানে।

মহালয়া (২০১৯)

উনিশো একত্রিশ সালে অল ইন্ডিয়া রেডিওর কলকাতা শাখা আকাশবাণী মহিষাসুরমর্দিনী নিয়ে একটি গীতি স্তোত্র আলেখ্য তৈরি করে। রচনা করেছিলেন বাণীকুমার, গ্রন্থনা ও শ্লোকপাঠে ছিলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। সঙ্গীত রচনা করেছিলেন পঙ্কজকুমার মল্লিক। দেড়ঘণ্টার এই চণ্ডীপাঠের অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হওয়ার পরে তা এত খানিই জনপ্রিয় হয় যে দুর্গাপুজোর আগে পিতৃপক্ষের অবসানের শেষ দিনে অর্থাৎ মহালয়ার দিনে এখনও সেই স্তোত্রপাঠ না শুনলে বাঙালির পুজো শুরু হয়না। কিন্তু একবারই উনিশো ছিয়াত্তর সালে বীরেন্দ্রকৃষ্ণের ওই আলেখ্য না সম্প্রচার করে নতুন একটি আলেক্ষ্য সম্প্রচারিত করে। এই নতুন আলেক্ষ্যয় বীরেন্দ্রকৃষ্ণের বদলে স্তোত্র পাঠ করেন মহানায়ক উত্তম কুমার। উত্তম কুমার প্রথমে খুবই দ্বিধায় ছিলেন এই নিয়ে, তিনি বীরেন্দ্রকৃষ্ণের বাড়ি যেয়ে অনুমতিও নিয়ে আসেন। কিন্তু তা সম্প্রচারিত হওয়ার পরেই মানুষ মেনে নিতে পারেননি। আকাশবাণীর কাছে অভিযোগ জমা পড়ে। আকাশবাণী বাধ্য হয়ে আবার ষষ্ঠীর দিনে বীরেন্দ্রকৃষ্ণের মহিষাসুরমর্দিনী সম্প্রচার করে। পঙ্কজ মল্লিকের সঙ্গে কি লড়াইয়ের ময়দানে নেমেছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়? এই বিষয়টিই নিজের প্রথম বাংলা সিনেমায় তুলে ধরছেন সৌমিক সেন। উত্তম কুমারের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন যীশু সেনগুপ্ত। আরও আছেন, শুভাশিস মুখোপাধ্যায়, কাঞ্চন মল্লিক, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় এই সিনেমার প্রযোজক। বেতারের জগতে বোধহয় এমন ঘটনা আজ অব্ধি কখনও ঘটেনি।

জ্যেষ্ঠপুত্র (২০১৯)

এ সময়ের কিছু ধ্রুপদী সিনেমার পরিচালকের নাম করতে গেলে অনিবার্য ভাবে উঠে আসবে কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম। প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, ঋত্বিক চক্রবর্তী, সুদীপ্তা চক্রবর্তী, গার্গী রায়চৌধুরি, দামিনী রায়ের অভিনয়ে দুই ভাইয়ের দ্বন্দ্ব নিয়ে বলা চলে এই সিনেমা। বলা হয়ে থাকে প্রসেনজিতের মাতৃবিয়োগের ঘটনা থেকেই ঋতুপর্ণ এই সিনেমার কথা ভেবেছিলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র বাংলা চলচিত্রের এক নামকরা নায়ক। যাকে দিদি (মুখ্যমন্ত্রী) ও ভালোমত চেনেন। তার গ্রামের বাড়িতে থাকে ছোটো ভাই আর তার স্ত্রী, ও পাগল বোন। বাবা মারা যাওয়ার খবর পেয়ে নায়ক জ্যেষ্ঠপুত্র শুটিং প্যাক-আপ করে বাড়িতে আসে। কিন্তু রাত কাটায় কাছে ডালমিয়াদের বাংলোয়। হাসিমুখে সামলান সুপারস্টার হওয়ার বিড়ম্বনা। পরিচালক মুল যে ভাবনা ভেবেছেন তা হল দুই ভাইয়ের ব্যক্তিত্বের লড়াই। ছোটো নাটক করে, বড় ভাই সিনেমায় অভিনয়। সিনেমা এবং নাটকের ফারাক দেখিয়ে সাধারণের দৃষ্টিভঙ্গিকে তুলে ধরতে চেয়েছেন কৌশিক। ছোটো মনে করে দাদার চেয়ে সে অনেক বড় অভিনেতা কিন্তু নাম হয় না। দাদাকে হিংসে করে ও শেষ পর্যন্ত দাদাকে হারাতে চায়। সবাই অসাধারণ অভিনয় করেছেন।

ছবি মুক্তির তারিখ পেছানোর হিড়িক

পিছিয়ে যাচ্ছে হলিউডের বিভিন্ন ছবি মুক্তির তারিখ।

করোনাভাইরাস মহামারীর প্রাদুর্ভাব কমার কোনো লক্ষণ নেই। তাই পেছানো তারিখের থেকেও আরও পেছানো হচ্ছে হলিউডের বিভিন্ন ছবি মুক্তির তারিখ।

হলিউড কেন্দ্রিক বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে খবরে প্রকাশ যে, প্রতিবার নতুন তারিখ নির্ধারণ করা হলেও কোভিড-১৯ মহামারীর ছোঁবল কোনো ভাবেই কমছে না বলে বার বার পেছানো হচ্ছে তারিখগুলো। বিভিন্ন প্রযোজনা সংস্থাও তাদের ছবি মুক্তির তারিখ পেছানোর বিষয়টি নিশ্চিত করেছে এসব সংবাদ মাধ্যমগুলোতে।

ইউনিভার্সাল পিকচার্স এর ‘বায়োস’ ছবির মুক্তির তারিখ ছিল অক্টোবরের ২ তারিখে। সেটা পিছিয়ে ২০২১ সালের এপ্রিলের ১৬ তারিখ করা হয়েছে।

স্টিভেন স্পিলবার্গের ‘অ্যামব্লিন’ প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে নির্মিত ছবিটি পরিচালনা করেছেন মিগুয়েল সাপোশনিক। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন টম হ্যাঙ্কস। ছবির কাহিনি আবর্তিত হয়েছে মহাপ্রলয়ের পরে পৃথিবীতে থাকা একটি রোবটকে ঘিরে যে তার মৃত্যু-পথযাত্রী মনিবের কুকুর রক্ষার জন্য চেষ্টা করে যায়। আর এই মনিবের চরিত্রেই অভিনয় করেছেন টম হ্যাঙ্কস।

এদিকে ওয়ার্নার ব্রসের ‘টেনেট’ ও ‘ওয়ান্ডার উইম্যান নাইনটিন এইটিফোর’ ছবি দুটির মুক্তির তারিখও পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ক্রিস্টোফার নোলানের ‘টেনেট’ ছবি মুক্তির তারিখ ১৭ জুলাই থেকে পিছিয়ে নেওয়া হয়েছে ৩১ জুলাই।

‘ওয়ান্ডার উইম্যান নাইনটিন এইটিফোর’ ছবির মুক্তির তারিখ পিছিয়ে অগাস্টে করা হলেও এবার সেটা পিছিয়ে নির্ধারণ করা হয়েছে ২ অক্টোবর।

বছরের অন্যতম আলোচিত ছবি হওয়ার কথা ছিল ‘ম্যাট্রিক্স ফোর’। তবে সেটা সামনের বছরও নয়, মুক্তি দেওয়া হবে ২০২২ সালে ১ এপ্রিল। এর আগে এই ছবি মুক্তির তারিখ পিছিয়ে ২০২১ সালের ২১ মে নির্ধারণ করা হয়েছিল।

মহামারীতে মরার সময় নেই বলেই হয়ত জেমস বন্ডের নতুন ছবি ‘নো টাইম টু ডাই’ এর মুক্তির তারিখ বার বার পেছানো হচ্ছে। প্রাথমিক ভাবে গত বছর নভেম্বরে মুক্তি দেওয়ার কথা থাকলেও পরে পিছিয়ে নতুন তারিখ নির্ধারণ করা হয় এই বছর ফেব্রুয়ারি মাসে। পরে আবার পিছিয়ে নেওয়া হয় এপ্রিল মাসে। মহামারী পরিস্থিতির কোনো উন্নতি না হওয়াতে এ বছর নভেম্বর পর্যন্ত মুক্তির তারিখ স্থগিত করা হয়।

তবে এবার হয়ত জেমস বন্ড ভক্তদের মনের আশা মিটবে। জেমস বন্ড চরিত্রে শেষবারের মতো রূপদান করা ড্যানিয়েল ক্রেইগের ‘নো টাইম টু ডাই’ ছবি যুক্তরাজ্যে মুক্তির তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে ১২ নভেম্বর।

মঙ্গলবার বিজেপির সভাপতি ডাঃ মানিক সাহা বৃক্ষরোপন করেন। ছবি- নিজস্ব।

অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি কর্মসূচি প্রত্যাহার ডিমা হাসাও জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি কর্মচারী সংস্থার

হাফলং (অসম), ১৬ জুন (হি.স.) : ডিমা হাসাওয়ের জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি বিভাগের কর্মচারী সংস্থা তাদের অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি কর্মসূচি সাময়িকভাবে প্রত্যাহার করেছে। জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দফতরের ভারপ্রাপ্ত কার্যনিবাহী ইঞ্জিনিয়ার প্রাগজ্যোতিষ বর্মণের কাছ থেকে বকেয়া বেতন মিটিয়ে দেওয়ার আশ্বাস পাওয়ার পর প্রায় ১৩ দিনের মাথায় মঙ্গলবার জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের কর্মচারীরা তাঁদের কর্মবিরতি কর্মসূচি সাময়িক ভাবে প্রত্যাহার করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

সারা অসম জন্যস্বাস্থ্য ও কারিগরি বিভাগের কর্মচারী সংস্থার ডিমা হাসাও জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক বিপুল লংমাইলাই জানান, বিভাগীয় কার্যনিবাহী ইঞ্জিনিয়ার প্রাগজ্যোতিষ বর্মণের কাছ থেকে বেতন সমস্যার সমাধান হবে বলে আশ্বাস পেয়ে তাঁরা তাঁদের কর্মবিরতি কর্মসূচী প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। তবে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে যদি কর্মচারীদের বকেয়া ১২ মাসের বেতন মিটিয়ে দেওয়া না হয় তা হলে পুনরায় আবার অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতি কর্মসূচি শুরু করবেন তাঁরা।

এদিকে জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি বিভাগের কর্মচারীদের এই কর্মবিরতির জেরে বিভাগীয় সব কাজকর্ম থমকে গিয়েছিল। এমন-কি হাফলং শহরে গত ১৩ দিন থেকে পানীয় জল সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছিলেন কর্মচারীরা। এতে সমস্যায় পড়েছিলেন শহরের সাধারণ মানুষ। দেখা দিয়েছিল তীব্র পানীয় জলের সঙ্কট।

উল্লেখ্য, রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের বেতন অনলাইনের মাধ্যমে দেওয়ার ব্যবস্থা হওয়ার পর থেকে জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি বিভাগের ৫৩৮ জন কর্মচারীর রিটেনশন না থাকার জেরে ২০১৯ সালের জুন থেকে বিভাগীয় এই সকল কর্মচারীর বেতন বন্ধ হয়ে পড়ে। ফলে গত ১২ মাস থেকে বেতন না পেয়ে পরিবার পরিজন নিয়ে বিপাকে পড়েছেন তাঁরা। বেতনহীনতার দরুন পরিবার প্রতিপালন দুষ্কর হয়ে পড়েছে এই সকল কর্মচারীদের।

শোপিয়ানে এনকাউন্টারে নিকেশ ৩ জন জঙ্গি, উদ্ধার তিনটি রাইফেল

শ্রীনগর, ১৬ জুন (হি.স.): কাশ্মীর উপত্যকায় জঙ্গি নিকেশ অভিযানে ফের সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। জম্মু ও কাশ্মীরের শোপিয়ান জেলায় সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে নিকেশ হয়েছে ৩ জন সন্ত্রাসবাদী। শোপিয়ান জেলার তুর্কওয়ানগাম এলাকার ঘটনা। নিহত সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে একজনের নাম-কামরান জাহুর মানহাস। তার বাড়ি শাহদাব কারেওয়ায়। সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সন্ত্রাসবাদ ছেড়ে জীবনের মূলস্রোতে ফিরে আসার জন্য কামরান জাহুর মানহাসকে অনুরোধ করেছিলেন কমান্ডিং অফিসার ৪৪ রাষ্ট্রীয় রাইফেলস কর্নেল এ কে সিং। কিন্তু, সেই অনুরোধে কর্ণপাত করেনি কামরান।

কাশ্মীর জোন পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে মঙ্গলবার ভোররাত থেকেই শোপিয়ান জেলার তুর্কওয়ানগাম এলাকায় অভিযান চালায় সুরক্ষা বাহিনী। অভিযান চলাকালীন সন্ত্রাসবাদীদের আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়। কিন্তু, জঙ্গিরা আত্মসমর্পণ করার পরিবর্তে অতর্কিতে গুলি চালাতে থাকে। সুরক্ষা বাহিনীর জওয়ানরা পাল্টা গুলি চালালে খতম হয় ৩ জন জঙ্গি। বাকি দু''জন সন্ত্রাসবাদীদের নাম ও পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। গুলির লড়াই শেষে উদ্ধার করা হয়েছে দু''টি একে রাইফেল এবং একটি ইনসাস রাইফেল।

অসমে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৪৩১৯, সুস্থ ২৩৯৩ জন

গুয়াহাটি, ১৬ জুন (হি.স.) : মঙ্গলবার এই খবর লেখা পর্যন্ত নয়া দশজনের শরীরে কোভিড-১৯ পজিটিভ ধরা পড়েছে। এ নিয়ে অসমে করোনা সংক্রমিতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৪৩১৯ জন। তবে এরই মধ্যে করোনা-যুদ্ধে আজ আরও ১৮৮ জন জয়ী হয়েছেন। তাঁদের বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। ফলে রাজ্যে সু হয়েছেন মোট ২৩৯৩ জন। এখনও সক্রিয় রোগী ১৯১৫ জনের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে।

আজ বেলা ১.৪০ মিনিটে টুইট আপডেটে স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা জানিয়েছিলেন, নতুন আরও দশজনের শরীরে কোভিড-১৯ পজিটিভ ধরা পড়েছে। তাঁরা ধেমাজির ৩, ওদালগুড়ির ৩, শোণিতপুরের ২, নগাঁওয়ের এক এবং হোজাই জেলার একজন।

এর পর সন্ধে ৫.৫০ মিনিটে ফের টুইট করে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় শর্মা আনন্দের সঙ্গে জানান, আজ এখন পর্যন্ত ১৮৮ জন করোনা আক্রান্ত রোগী সুস্থ হয়েছেন। সর্বশেষ টেস্ট রিপোর্ট নেগেটিভ আসায় বিভিন্ন সিভিল হাসপাতাল, জেলা ও মডেল হাসপাতাল থেকে তাঁদের ছুটি দেওয়া হয়েছে।

নতুন করে সংক্রমিত ১১৫ জন, রাজস্থানে করোনায় মৃত্যু বেড়ে ৩০২

জয়পুর, ১৬ জুন (হি.স.): রাজস্থানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ১১৫ জন এবং মৃত্যু হয়েছে একজনের। নতুন করে ১১৫ জন আক্রান্ত হওয়ার পর রাজস্থানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১৩,০৯৬। মঙ্গলবার সকালে রাজস্থান স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল ১০.৩০ মিনিট পর্যন্ত রাজস্থানে নতুন করে ১১৫ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছে।

আক্রান্ত ১১৫ জনের মধ্যে ভরতপুরে ৬৮ জন, দৌসায় ৪ জন, জয়পুরে ২১ জন, ঝালাওয়ারে ৩ জন, ঝুনঝুনুতে ৮ জন, সিরোহিতে ৪ জন, টোঙ্ক জেলায় ৬ জন এবং ভিলাওয়ারাতে একজন করে আক্রান্ত হয়েছেন। ফলে রাজস্থানে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ১৩,০৯৬-এ পৌঁছেছে। স্বস্তির বিষয় হল, মরুরাজ্যে ইতিমধ্যেই করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৯,৭৯৪ জন। সক্রিয় করোনা রোগী ৩০০০ এবং ২৪ ঘন্টায় একজনের মৃত্যুর পর মরুরাজ্যে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৩০২ জনের।

বাড়ছে উদ্বেগ! চিনে নতুন করে করোনা-সংক্রমিত ৪০ জন

বেজিং, ১৬ জুন (হি.স.): চিনে নতুন করে ফের বাড়ছে কোভিড-১৯ সংক্রমণ। সোমবার সারাদিনে (১৫ জুন) চিনে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪০ জন। সংক্রমিত ৪০ জনের মধ্যে ২৭ জন বেজিংয়ের বাসিন্দা। স্বস্তির বিষয় হল-নতুন করে কারও মৃত্যু হয়নি।

মঙ্গলবার সকালে চিনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশন জানিয়েছে, চিনে নতুন করে ৪০ জনের শরীরে কোভিড-১৯ ভাইরাসের সন্ধান মিলেছে। তার মধ্যে ২৭ জন বেজিংয়ের বাসিন্দা। ৩২ জন চিনের মূল ভূখণ্ডের বাসিন্দা এবং ৮ জন দেশান্তরী। সবমিলিয়ে বিগত ৫ দিনে শুধুমাত্র বেজিংয়ে মোট ১০৬ জন আক্রান্ত হয়েছেন।

জ্বর-শ্বাসকষ্টে অসুস্থ হয়ে পড়লেন দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী, ভর্তি হাসপাতালে

নয়াদিল্লি, ১৬ জুন (হি.স.): অসুস্থ হয়ে পড়লেন দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈন। জ্বর ও শ্বাসকষ্টজনিত অসুস্থতায় ভুগছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈন। কোভিড-১৯ উপসর্গ দেখা দেওয়ায়, কোনও রকম ঝুঁকি না নিয়ে দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈন রাজীব গান্ধী সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।

মাত্রাতিরিক্ত জ্বর ও শ্বাসকষ্টজনিত অসুস্থতার কারণে ১৫ জুন (সোমবার) রাতে রাজীব গান্ধী সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি হন সত্যেন্দ্র জৈন। অক্সিজেন লেভেল অনেকটাই কমে যায়। করোনা-উপসর্গ দেখা দেওয়ায় পরীক্ষা করা হয়েছে, তবে রিপোর্ট এখনও পাওয়া যায়নি।

২৪ ঘন্টায় সংক্রমিত ১০,৬৬৭ জন, ভারতে করোনায় মৃত্যু বেড়ে ৯,৯০০ : স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ১৬ জুন (হি.স.): ভারতে ফের বাড়ল কোভিড-১৯ ভাইরাসের সংক্রমণ, এক ধাক্কায় অনেকটাই বাড়ল মৃত্যুও। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ১০,৬৬৭ জন, আক্রান্তের পাশাপাশি মৃত্যুর সংখ্যাও লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে মৃত্যু হয়েছে ৩৮০ জন করোনা-সংক্রমিত রোগীর। মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৯,৯০০ এবং সংক্রমিত ৩,৪৩,০৯১ জন। সুস্থও হয়ে উঠছেন প্রাণঘাতী ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীরা। ইতিমধ্যেই ভারতে করোনাকে হারিয়ে সুস্থ হয়েছেন ১,৮০,০১৩ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৩,৪৩,০৯১ জন (সক্রিয় করোনা রোগী ১, ৫৩,১৭৮)। এখনও পর্যন্ত গোটা দেশে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৯, ৯০০। এর মধ্যেই চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠেছেন ১,৮০,০১৩ জন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ৯,৯০০ জনের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশে ৮৮ জনের মৃত্যু হয়েছে, অসমে ৮ জনের, বিহারে ৪০ জনের, চন্ডীগড়ে ৬ জন, ছত্তিশগড়ে ৮ জন, দিল্লিতে ১৪০০ জনের, গুজরাটে ১৫০৫ জনের, হরিয়ানায় ১০০ জনের, হিমাচল প্রদেশে ৮ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ৬২ জনের, ঝাড়খণ্ডে ৮ জনের, কর্ণাটকে ৮৯ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ২০ জন, লাদাখে একজন, মধ্যপ্রদেশে ৪৬৫ জন, মহারাষ্ট্রে ৪,১২৮ জনের মৃত্যু হয়েছে, মেঘালয়ে একজন, ওড়িশায় ১১ জনের, পুদুচেরিতে ৫ জন, পঞ্জাবে ৭১ জন, রাজস্থানে ৩০১ জনের, তামিলনাড়ুতে ৪৭৯ জন, তেলেঙ্গানায় ১৮৭ জন, ত্রিপুরায় একজন, উত্তরাখণ্ডে ২৪ জন, উত্তর প্রদেশে ৩৯৯ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ৪৮৫ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

মহারাষ্ট্র, গুজরাট, দিল্লি, তামিলনাড়ু, রাজস্থান, পশ্চিমবঙ্গ-এই রাজ্যগুলির করোনা-পরিস্থিতি রীতিমতো উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত মহারাষ্ট্রে আক্রান্তের সংখ্যা ১১০৭৪৪, দিল্লিতে ৪২৮২৯, তামিলনাড়ুতে আক্রান্ত ৪৬৫০৪, রাজস্থানে সংক্রমিত ১২৯৮১ এবং পশ্চিমবঙ্গে সংক্রমিত ১১৪৯৪।

নিয়ন্ত্রণরেখায় ফের গোলাগুলি বর্ষণ, অস্ত্র-বিরতি লঙ্ঘন পাক সেনার

শ্রীনগর, ১৬ জুন (হি.স.): ভারত-পাকিস্তান নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর গোলাগুলি বর্ষণ করে ফের হামলা চালাল পাক সেনা। মঙ্গলবার সকালে জম্মু ও কাশ্মীরের কুপওয়ারা জেলার তাঙ্গধার সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর ছোট ও স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্রের পাশাপাশি মর্টার নিক্ষেপ করে হামলা চালায় পাক সেনাবাহিনী। শত্রুপক্ষকে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছি ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের (শ্রীনগর) মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক জানিয়েছেন, মঙ্গলবার সকালে কুপওয়ারা জেলার তাঙ্গধার সেক্টরে গোলাগুলি বর্ষণ করে হামলা চালায় পাক সেনাবাহিনী। সম্পূর্ণ বিনা প্ররোচনাতেই অস্ত্র-বিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করে পাকিস্তান। ভারতীয় জওয়ানরাও পাল্টা জবাব দেন। এদিনের পাক হামলায় ভারতীয় ভূখণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই।

লাগাতার দশম-দিন, চিন্তা বাড়িয়ে ফের মহার্ঘ্য পেট্রোল ও ডিজেল

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ১৬ জুন (হি.স.): একনাগাড়ে বেড়েই চলেছে পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্য। এই নিয়ে পরপর দশম-দিন, মঙ্গলবারও মহার্ঘ্য হল জ্বালানি তেল। এদিন দিল্লি, কলকাতা, মুম্বই ও চেন্নাই, সমস্ত মেট্রো শহরে দাম বেড়েছে পেট্রোল ও ডিজেলের। ০.৪৭ পয়সা দাম বৃদ্ধির পর মঙ্গলবার দিল্লিতে পেট্রোলের দাম দাঁড়িয়েছে ৭৬.৭৩ টাকায়, কলকাতায় ০.৪৫ পয়সা বাড়ার পর পেট্রোলের দাম ৭৮.৫৫ টাকা, মুম্বইয়ে পেট্রোলের দাম বেড়েছে ০.৪৫ পয়সা ও চেন্নাইয়ে ০.৪১ পয়সা করে বাড়ার পর পেট্রোল ও ডিজেলের দাম যথাক্রমে ৮৩.৬২ টাকা এবং ৮০.৩৭ টাকা।

গত কয়েকদিনের মতো মঙ্গলবারও পেট্রোলের পাশাপাশি দাম বেড়েছে ডিজেলের। এদিন ০.৫৭ পয়সা বাড়ার পর দিল্লিতে লিটার প্রতি ডিজেলের দাম ৭৫.১৯ টাকা, কলকাতায় ০.৫১ পয়সা বাড়ার পর লিটারপ্রতি ডিজেলের দাম ৭০.৮৪ টাকায় গিয়ে ঠেকেছে। মুম্বইয়ে ডিজেলের দাম বেড়েছে ০.৫৪ পয়সা এবং চেন্নাইয়ে ০.৪৮ পয়সা বেড়েছে ডিজেলের দাম। মুম্বই ও চেন্নাইয়ে ডিজেলের বর্ধিত দাম যথাক্রমে-৭৩.৭৫ টাকা এবং ৭৩.১৭ টাকা।

মানসিক অসুস্থতা প্রসঙ্গে আইআরডিএ-কে দিল নোটিশ সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১৬ জুন (হি. স.): মানসিক অসুস্থতাকেও স্বাস্থ্য বীমা আওতায় নিয়ে আসার দাবিতে সুপ্রিম কোর্টে পিটিশন দায়ের।মঙ্গলবার এই মামলার শুনানি চলাকালীন কেন্দ্র এবং আইআরডিএ- কে নোটিশ জারি করল শীর্ষ আদালত।

আইনজীবী গৌরব বনসাল এই পিটিশন দায়ের করেছে। পিটিশনে বলা হয়েছে যে মেন্টাল হেলথ কেয়ার অ্যাক্ট ২০১৭ আইনের ২১ নম্বর ধারায় স্পষ্ট বলা হলেও কোম্পানিগুলি মানসিক অসুস্থতার জন্য কোনও বীমা কভার দেয়নি।২০১৮ সালের আগস্টে আইআরডিএ এই সংক্রান্ত আদেশ জারি করেছিল। কিন্তু বীমা কোম্পানিগুলি সেগুলি পালন করেনি। সেই সকল বীমা কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে আইআরডিএ কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। ফলে মানসিক রোগীদের পুনর্বাসনের কাজ বিঘ্নিত হয়েছে।

২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ৩৮৫ জনের আমেরিকায় করোনায় মৃত বেড়ে ১১৬,১৩৫

ওয়াশিংটন, ১৬ জুন (হি.স.): করোনা-প্রকোপ সম্ভবত ধীরে ধীরে কমছে আমেরিকায়। দীর্ঘদিন শীর্ষস্থানে থাকার পর গত কিছুদিন ধরে মার্কিন মুলুকে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে নতুন আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা আগের চেয়ে তুলনামূলক অনেক কমেছে। কিছু দিন আগে পর্যন্ত যেখানে দৈনিক গড়ে দুই থেকে আড়াই হাজার মানুষ মারা গিয়েছিল, সেখানে শেষ ৪৮ ঘণ্টায় আমেরিকায় করোনায় নতুন করে মৃতের সংখ্যা ৪০০-র নিচে নেমে এসেছে।

মার্কিন গবেষণা সংস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয় জনস হপকিন্স জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘণ্টায় আমেরিকায় করোনায় নতুন করে ৩৮৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর আগের দিন মৃত্যু হয় ৩৮২ জনের। মার্চ মাসের পর এখন ধীরে ধীরে করোনায় মৃত্যু কমছে আমেরিকায়। নতুন করে ৩৮৫ জনের মৃত্যুর পর আমেরিকায় করোনায় মৃতের সংখ্যা ১১৬,১৩৫-এ পৌঁছেছে। মার্কিন মুলুকে আক্রান্তের সংখ্যা ২.১১ মিলিয়নের বেশি।

এখন পর্যন্ত করোনা-মহামারি থামার কোনও লক্ষণ নেই। বরং দিন দিন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রাণঘাতী এই ভাইরাসের হানায় বাড়ছে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা। বিশ্বব্যাপী এই ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ৮০ লাখ ছাড়িয়ে গিয়েছে এবং মৃত্যু হয়েছে ৪ লক্ষ ৩৬ হাজার ৩০৬ জনের।

করোনা-মুক্ত জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া, সুস্থ হয়ে ফিরলেন বাড়িতে

ভোপাল, ১৬ জুন (হি.স.): কোভিড-১৯ ভাইরাসকে হারিয়ে জয়ী হলেন বিজেপি নেতা এবং রাজ্যসভা প্রার্থী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। করোনা-মুক্ত হয়ে বাড়ি ফিরেছেন জ্যোতিরাদিত্য। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান টুইট করে এই সুসংবাদ দিয়েছেন। শিবরাজ টুইট করে লিখেছেন, দেশ ও রাজ্যের জনপ্রিয় নেতা, আমাদের প্রিয় জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন। এটা অত্যন্ত আনন্দের সংবাদ।" জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া সম্পূর্ণ সুস্থ হলেও, তাঁর মা এখনও পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠেননি। শিবরাজ টুইটারে লিখেছেন, জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার মা শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠুন এজন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি। প্রসঙ্গত, কিছু দিন আগেই কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছিলেন জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া ও তাঁর মা। মা ও ছেলে যাতে দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠেন সেই কামনা করেছিলেন অনেকেই।

ওড়িশায় করোনায় নতুন করে আক্রান্ত ১০৮

ভুবনেশ্বর, ১৬ জুন (হি. স.): ওড়িশায় নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ১০৮জন।এদের মধ্যে ১৬ জন দমকল কর্মী। ফলে রাজ্যে সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪১৬৩ জন।

রাজ্যের ১৫ টি জেলায় নতুন করে ১০৮ জন আক্রান্তকে চিহ্নিত করা গিয়েছে।এদের মধ্যে ৯৫ জনকে কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে রাখা হয়েছে। এই ৯৫ জনই সম্প্রতি ভিন রাজ্য থেকে এসেছিল। কন্টাক্ট ট্রেসিং করার সময় আরও ১৩ জনকে চিহ্নিত করা গিয়েছে।আক্রান্তদের মধ্যে ১৬ জন দমকল কর্মী রয়েছে। যারা সম্প্রতি আমফান বিধ্বস্ত পশ্চিমবঙ্গ থেকে ফিরেছিল।তাদেরকে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারান্টিনে পাঠানো হয়েছে।নতুন করে আক্রান্তদের মধ্যে এগিয়ে রয়েছে মালকানগিরি।সেখানে আক্রান্ত ২১ জন। এর পরেই রয়েছে পুরী। সেখানে আক্রান্ত ১৫ জন।

বিগত তিন-দিনে তৃতীয়বার, ৫.৮ তীব্রতার ভূমিকম্পে কাঁপল জম্মু-কাশ্মীর

শ্রীনগর, ১৬ জুন (হি.স.): বিগত তিন-দিনে তৃতীয়বার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জম্মু ও কাশ্মীর। মঙ্গলবার সকালে ৫.৮ তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে জম্মু-কাশ্মীর। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল তাজিকিস্তান।

ছয়ের পাতায়

করোনার পরিপরিপ্রেক্ষিতে অসমের তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ মাধ্যমিকের পাঠদান চলবে পূর্ববৎ : শিক্ষামন্ত্রী

গুয়াহাটি, ১৬ জুন (হি.স.) : অতিমারি কোভিড-১৯ সৃষ্ট পরিস্থিতিতে অসমের তিনিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ মাধ্যমিকের পাঠ্যক্রম প্রক্রিয়া পূর্ববৎ অব্যাহত থাকবে। জানিয়েছেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা। মঙ্গলবার টুইট আপডেটে মন্ত্রী জানান, বরপেটা জেলার পাঠশালায় ভট্টদেব বিশ্ববিদ্যালয়, হোজাইয়ের রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয় এবং উত্তর লখিমপুরের মাধবদেব বিশ্ববিদ্যালয়ে চলতি শিক্ষাবর্ষে বিশেষ ব্যবস্থা হিসেবে উচ্চ মাধ্যমিকের জন্য ছাত্রছাত্রীদের ভরতির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর আগে এই তিন বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে উচ্চ মাধ্যমিকের শাখা প্রত্যাহার করা হবে বলে ঘোষণা করেছিল শিক্ষা দফতর। তার পর ছাত্রছাত্রীরা এতে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হবেন বলে অভিযোগ আসতে থাকে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সরকার আগের সিদ্ধান্ত বদল করেছে।

বহু উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান ও বাণিজ্য শাখা না থাকার ফলে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। এরই মধ্যে লখিমপুরের বাসিন্দা মৃগাঙ্ক দত্ত নামের জনৈক সাংবাদিক এ ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে একটি স্মারকপত্রও দিয়েছিলেন। মাধবদেব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শাখা তুলে নেওয়ায় উত্তর লখিমপুর অঞ্চলের উচ্চ মাধ্যমিকের বিজ্ঞান শাখার পড়ুয়াদের বেকায়দায় পড়তে হবে বলে জানিয়েছিলে মৃগাঙ্ক। এদিকে এই খবর পেয়ে সংশ্লিষ্ট তিন জেলার ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকরা ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মাকে।

অসমে এবার সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি কোভিড আক্রান্ত

গুয়াহাটি, ১৬ জুন (হি.স.) : অসমে এই প্রথম সংবাদ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত কোনও ব্যক্তির শরীরে কোভিড-১৯ পজিটিভ ধরা পড়েছে। 'নিষপক্ষ সমাচার জ্যোতি' নামের দৈনিক হিন্দি কাগজের প্রকাশক প্রহ্লাদ কুমার আগরওয়ালা (৫৫) কোভিড আক্রান্ত হয়েছেন। তবে তাঁর শরীরে করোনার কোনও উপসর্গ দেখা দেয়নি এখনও।

একজন সমাজ সচেতন ব্যক্তি হিসেবে তিনি নিজে থেকেই কোভিড টেস্ট করিয়েছিলেন। গতকাল রাতে তাঁর কোভিড টেস্টের রিপোর্ট পজিটিভ আসে। বর্তমানে তাঁকে মহেন্দ্র মোহন চৌধুরী হাসপাতালে ভরতি করে চিকিৎসা চলছে। গুয়াহাটির তরুণনগরের বাইলেন ৫-এর জীবনীহার অ্যাপার্টমেন্টের বাসিন্দা তিনি। মহানগরের বি বরুয়া কলেজের কাছেই রয়েছে সংবাদ প্রতিষ্ঠান 'নিষপক্ষ সমাচার জ্যোতি'। তিনি যে অ্যাপার্টমেন্টের বাসিন্দা তাকে কামরূপ জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে কনটেনমেন্ট জোন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

কীভাবে কোভিড-১৯ সংক্রমণে প্রহ্লাদ কুমার আগরওয়ালা আক্রান্ত হয়েছেন তা এখনও জানা যায়নি। তবে ধারণা করা হচ্ছে, অতি সম্প্রতি তিনি কোনও এক কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে গিয়ে খাদ্য সামগ্রী বিলি করেছিলেন। সে থেকেই তাঁর শরীরে কোভিড হামলা করতে পারে।

২৪ ঘন্টায় মহারাষ্ট্রে সংক্রমিত ১১ জন পুলিশ কর্মী, আক্রান্ত বেড়ে ৩,৬৩৬

মুম্বই, ১৬ জুন (হি.স.): মহারাষ্ট্রে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ১১ জন পুলিশ কর্মী। বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে মহারাষ্ট্রে মৃত্যু হয়েছে দু''জন পুলিশ কর্মীর। ফলে মহারাষ্ট্রে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন মোট ৩,৬২৬ জন পুলিশ কর্মী এবং মৃত্যু হয়েছে ৪২ জনের।

মঙ্গলবার মহারাষ্ট্র পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে মহারাষ্ট্রে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ১১ জন পুলিশ কর্মী এবং মৃত্যু হয়েছে দু''জন পুলিশ কর্মীর। স্বস্তির বিষয় হল-মহারাষ্ট্রে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ২,১৮৭ জন পুলিশ কর্মী এবং সক্রিয় রোগী ১,৩৯৯ জন। দু''জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা ৪২-এ পৌঁছেছে।

এই পরিস্থিতিতে মহারাষ্ট্রে বারবার আক্রান্তও হয়েছে পুলিশ। প্রায় ২৬৬ বার আক্রান্ত হয়েছে পুলিশ। পুলিশ কর্মীদের আক্রমণের ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে ৮৫১ জনকে।

মঙ্গলবার ক্রাইম কন্ট্রোল এওয়ারনেস সোসাইটির উদ্যোগে আগরতলায় ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

অবসাদ-বিতর্কে পাল্লা ভারি নায়িকাদেরই

কলকাতা, ১৬ জুন (হি. স.) : অবসাদ-বিতর্কে কম যায়না টলিউডও। নানা সময় এই প্রসঙ্গ ধাওয়া করেছে বাংলার সেলুলয়েডকে। নায়কদের চেয়ে পাল্লা ভারি নায়িকাদেরই।

২০১৮ সেপ্টেম্বরে টলিউডের অভিনেত্রী পায়েল চক্রবর্তীর আত্মহত্যা একটা বিতর্ক উসকে দেয়। অভিনেত্রীদের আত্মহত্যার যেন হিড়িক পড়েছিল। প্রশ্ন ওঠে, তার জন্য দায়ী কি বদলে যেতে থাকা সমাজ, নাকি ব্যক্তিগত প্রত্যাশা পূরণের চাপ? লাইট-ক্যামেরা-অ্যাকশনের গ্ল্যামার জগতে নিছক একজন বা দু"জনের আত্মহত্যার ঘটনা নয়, তালিকা বেশ দীর্ঘ। পায়েল চক্রবর্তীর আত্মহত্যার আগের তিন বছরের মধ্যেই মৌমিতা সাহা, বিতস্তা সাহা, দিশা গঙ্গোপাধ্যায়ের আত্মহত্যা সংবাদের শিরোনামে আসে। একটি জনপ্রিয় সিরিয়াল-খ্যাত এক অভিনেত্রী, যিনি একজন সাংসদও বটে, তাঁর নামে উঠেছিল আত্মহত্যার চেষ্টার অভিযোগ।

বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির বাইরেও পাওয়া গিয়েছে এমন সংবাদ। মুম্বইয়ে প্রত্যুষা গঙ্গোপাধ্যায়, অঞ্জলি শ্রীবাস্তব বা বিদিশা বেজবরুয়ার আত্মহত্যার ঘটনা স্তম্ভিত করেছিল দর্শকদের। সিনেজগতের এই মুখগুলি সাধারণ মানুষের কাছে অচেনা নয়। এঁরা অভিনেত্রী। অভিনয়কে পেশা করার সুবাদে আমজনতা এঁদের রোজনামচায় আগ্রহ রাখেন। কিন্তু কিন্তু এঁদের সঙ্গে এমনকি ঘটে থাকতে পারে যে, শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যার পথই বাছতে হয়েছে? শুধুই কি ব্যক্তিগত জীবনের চাপানউতোর, নাকি রূপোলি পর্দার অমোঘ আকর্ষণের পিছনে থাকা মানসিক অবসাদের গ্রাসে তলিয়ে গিয়েছেন তাঁরা?নিঃসন্দেহে মানুষের বিনোদনের বদল ঘটে গিয়েছে। বিপ্লব ঘটে গিয়েছে বাঙালির জীবনযাত্রায়। চ্যানেলের সংখ্যার মতো বেড়েছে মেগা সিরিয়ালের সংখ্যাও। পেশাগত ক্ষেত্রে পারিশ্রমিকের পাশাপাশি কাজের সুযোগও যে বেড়েছে সে ব্যাপারে শিল্পীরা একমত। 'চেকমেট", 'মা" ও 'সাত পাঁকে বাঁধা"-সহ অনেক জনপ্রিয় টিভি সিরিয়ালে অভিনয় করা মানসী সিন্‌হা বললেন, "চ্যানেলও যেমন বেড়েছে, তেমনি কাজ অনেক বেড়েছে। মেগা সিরিয়ালের পাশাপাশি ওয়েব সিরিজেও সুযোগ বেড়েছে। আর্টিস্ট ফোরামের সদস্যের সংখ্যা ২,৭০০। তার মানে শিল্পী-কলাকুশলীর সংখ্যা বেড়েছে। কাজের জোগান আছে বলেই আর্টিস্টের সংখ্যা বাড়ছে।"সমীক্ষার এক পরিসংখ্যানে বলা হয়, ১৯৯০ সালে যেখানে আত্মহত্যার সংখ্যা ছিল ১ লাখ ৬৫ হাজার, ২০১৬ সালে সেটা বেড়ে দাঁড়ায় ২ লক্ষ ৩০ হাজার ৩১৪ অর্থাৎ প্রায় ৪০ শতাংশ বেশি। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান না পাওয়া গেলেও তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মতে, এই হিসেব বা সংখ্যাটা বাড়ছে। এ বিষয়ে মনোবিদ ডা. আর. নিয়োগী বললেন, "মূলত এর বড় কারণ হচ্ছে জেনেটিক বা জিনঘটিত, যদিও এটা প্রমাণ করার মতো বৈজ্ঞানিক স্টাডি এই মূহুর্তে আমাদের হাতে নেই। তবে আগামী দিনে আমরা সেটা করবো, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে। যদিও অন্যান্য রাজ্যেও আত্মহত্যার ঘটনা যথেষ্ট বেশি। দ্বিতীয়ত, মানসিক অসুস্থতার চিকিৎসা দেশে খুব কম। বস্তুত মানসিক অসুস্থতার প্রধান কারণ অবসাদ। দেখা গেছে, ভারতে ১০০ জন মানসিক অবসাদে ভুগলে ৯০ জন চিকিৎসা সহায়তা নেন না। অন্যদিকে জার্মানি বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশে মানসিক অবসাদের চিকিৎসা সহায়তা নেন না মাত্র ৩০ থেকে ৪০ জন।"

বলিউডের দিপিকা পাড়ুকোনের মানসিক অবসাদ-কাহিনী সর্বজনবিদিত। অভিনেত্রী পানর্ণো মিত্র লিখেছেন, "আসলে কি জানেন, বেঁচে থাকার সব দরজা যখন বন্ধ হয়ে যায়, মুছে যায় শেষ আশাটুকুও, তখনই মানুষ চরম সিদ্ধান্ত নেয়। আমি নিজেও এই অবস্থার মধ্য দিয়ে গিয়েছি। গত দেড় বছর ধরে টানা ওষুধ খাচ্ছি আমিও! এই কথাগুলো লিখতে গিয়ে বার বার যন্ত্রণায় বুজে আসছে আমার গলা।"

কেন্দ্রীয় নেত্রী

তিনের পাতার পর

হাইলাকান্দি কেন্দ্রের ইনচার্জ হয়েছেন শিপ্রা গুন। একইভাবে কাঠলিছড়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে দলের বরিষ্ঠ নেতা মিশন রঞ্জন দাস এবং আলগাপুরের ইনচার্জ হয়েছেন যোবমোর্চা নেতা সৈকত দত্তচৌধুরী। তাঁদের এই সম্পর্ক অভিযানকে কেন্দ্র করে এদিন দলীয় কর্মীদের মধ্যে বিপুল উৎসাহের সৃষ্টি হয়েছে।

জরুরী পরিষেবা

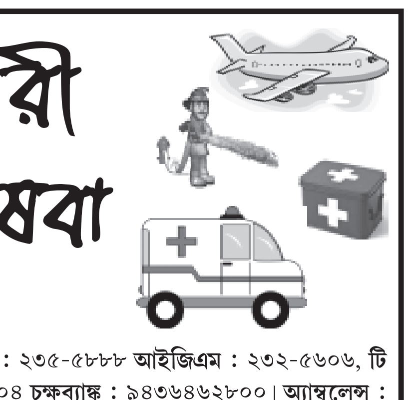

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কঠোর হাতে শুরু বিশ্বভারতীর জমি দখলমুক্তির কাজ, বিপাকে বিরোধীরা

কলকাতা, ১৬ মার্চ (হি. স.) : যুগ যুগ ধরে সরকারি জমি দখল হয়ে যাওয়াটাই রেওয়াজ। গোটা দেশেই এটা একটা প্রত্যাশিত ছবি। ফলে উধাও হয়ে যাচ্ছে সব রকম ফাঁকা জায়গা। বিপন্ন হচ্ছে জমির মালিকানা। সবচেয়ে মজার কথা, আর্থিক দুর্বল বা অসহায় এই যুক্তিতে এক শ্রেনীর মানুষ দখলদারদের সমর্থনে প্রকাশ্যে সরব হয়।

সম্প্রতি শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর জমি দখলমুক্ত করার অভিযান শুরু হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই দখলদার উচ্ছেদ করতে গিয়ে স্থানীয় উচ্ছেদকারীদের পিছিয়ে আসতে হয়েছে প্রশাসনের অঙ্গুলিহেলনে। গত বছর বিধাননগরে উচ্ছেদ অভিযানে বাধা এসেছিল বিভিন্ন মহল থেকে। গত বছর বিশ্বভারতীর মাঠে মেলা করার নিয়ে কর্তৃপক্ষ আপত্তি জানান। বেআইনি মেলা বন্ধের দাবিতে উপাচার্য এবং আশ্রমিকদের অনেকে প্রতিবাদ-অবস্থানে বসেন। তখন এবং এবারেও শান্তিনিকেতনের উচ্ছেদ অভিযানে বাধা এসেছে এবং আসছে নানা স্বার্থান্বেষি মহল থেকে। আশার কথা, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এখনও এ ব্যাপারে কঠোর এবং আইননিষ্ঠ। যাঁরা উচ্ছেদের বিরোধিতায় নেমেছেন, সামাজিক মাধ্যমে শুরু হয়েছে সেই বিরোধীদের বিরোধিতা।বিশ্বভারতীর প্রাক্তনী, শান্তিনিকেতনেরই অর্পিতা চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, "যারা জবর দখলে বিশ্বাসী তাদের বলি আপনারা আপনার বাড়ির জমি কেউ জবর দখল করলে তাকে ছেড়ে দেবেন তো। বলবেন না তো এটা ভুল এটা করা উচিত নয়। ছাত্রছাত্রীরা আবেগে চলতে পারে কিন্তু বড়রা আমরাও ওই একই কথা বলব তো। শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষেরা জবরদখলকে সাপোর্ট করব তো। বিশ্বভারতীর জমি জবর দখল করে বাড়ি হোটেল বড় দোকান ছোট দোকান হয়েই যাবে আর বার বার চিঠি দিয়ে কথা বলে লোক পাঠিয়ে বলে তারপর কাজ না হলে জোর করে সেটাকে বন্ধ করার চেষ্টা হলে সেটা বলা হবে গৈরিকীকরণ। খুব দুঃখজনক পরিস্থিতি। প্রগতিবাদের এত বিপন্ন অবস্থা দেখে খুব দুঃখ হয়।'আমাদের খোলামাঠের খেলা' - এটা গাইতে খুব আমরা খুব গর্ববোধ করি। খোলামাঠ পড়ে আছে তার মানে এই নয় তাকে জবরদখল করার জন্য খুলে রাখা হয়েছে। খোলা মাঠ যেখানেই থাকবে সেখানটাতে এসে জবরদখল করে কিছু লোক বসে পরবে আর ব্যবসা করবে এটা কোনো কাজের কথা নয়। যা হয়েছে সেটা ভুল হয়েছে ভুলকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে। সবের একটা পদ্ধতি আছে। তুমি যদি অন্য কারুর জায়গায় কিছু করতে চাও তাহলে তার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে হয়। ভাড়া দিতে হয়। রতনপল্লীতে বিশ্বভারতীর জমি জবরদখল করে যারা বসে আছে তাদের সঙ্গে সেই চুক্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিশ্বভারতীর জমি অনেকেই দখল করে বাড়ি দোকান হোটেল ইত্যাদি করেছেন তারা মনে করছেন এই পরের জমি দখল করাটাই হক। বিশ্বভারতী একটা কেন্দ্রিয় সরকারি সংস্থা তার জবাবদিহির দায়বদ্ধতা আছে। সবাই চাকরি করতে এসেছি। আমাদের কারুর পিতৃপুরুষের সম্পত্তি নয় যে মনের মত লোক বসিয়ে দেব ফাঁকা জায়গায়। অতএব যারা বিশ্বভারতীর জমি জবরদখল করে আছেন আর যারা মনে করছেন এই জবরদখল করে রাখাটাই ঠিক ও তাদের অধিকারের মধ্যে পরে তারা ভুল বলছেন। আপনারা শুভবুদ্ধি সম্পন্ন নন। তাই এই ধরনের পরের সম্পত্তি জবরদখল করাকে সাপোর্ট করছেন। আমার মনে হয় যদি আপনারা শুভবুদ্ধি সম্পন্ন হতেন তাহলে সকলকে অনুরোধ করতেন বোঝাতেন এইভাবে জবরদখল করে কিছু করা ঠিক নয়। আসুন বিশ্বভারতীর জমি পুনুরুদ্ধার করি। আর যারা বিশ্বভারতীর জমিতে ব্যবসা করতে চাইছেন তাদের বলে বিনাপয়সায় নয় আসুন কতটা জায়গায় দোকান করতে চান জানান তার জন্য ভাড়া দিন। যে ভুল হয়ে আছে তাকে প্রশ্রয় না দিয়ে সেগুলো শুধরে নিয়ে কিভাবে দুপক্ষের মঙ্গলে এগোনো যায় তার চেষ্টা করি। আমি চাই যারা ব্যবসা করে খাচ্ছে তাদের ব্যবসা থাক তবে সেটা বিনা পয়সায় নয়। সঠিক উপায়ে ভাড়া দিয়ে তারা ওই জায়গায় সম্মানের সঙ্গে বসুন জবর দখলকারি হিসেবে নয়।

ফেসবুকে এই পোস্টের প্রেক্ষিতে বিশ্বভারতীর সঙ্গে যুক্ত, বোলপুরের মলয় লাহা লিখেছেন, "যথোপযুক্ত পোস্ট করেছো। বিশ্বভারতীর জায়গা বেআইনিভাবে দখল করা জায়গা পুনঃউদ্ধার করার যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন মাননীয় বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী মহাশয় তাকে সাধুবাদ জানাই। আজ যারা প্রগতিশীল বাদী বুলি আওড়াচ্ছেন তারা তাদের পৈতৃক কোনো সম্পত্তি তার এলাকায় কোনো ব্যক্তিকে জবর দখল বসতে দেবেন? নিজ জায়গায় ব্যবসা করে দেবেন তো? নিজের চাষ যোগ্য জমিতে কাউকে বে আইনি ভাবে জোরপূর্বক চাষ করতে দেবেন তো। বিশ্বভারতীর মাটিতে বসে রোজগার করে খাব আর বিশ্বভারতীকে নূন্যতম ভাড়াও দেবো না দীর্ঘদিন ধরে যেমন জবর দখল করে ও রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে গায়ের জোরে দোকান চালাছেন সেই রকম ভাবে চালিয়ে যাব। এটা কোনো গণতান্ত্রিক দেশে কোনো ব্যক্তি মেনে নেবেন। বিশ্বভারতী প্রত্যেক মালিক কে বলেন ব্যবসা করার জন্য কাগজ পত্র করে নিতে। যে দোকানগুলি ভাঙার কথা বলেছে সেগুলি দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ কিন্তু জায়গা দখল করে রেখেছে দীর্ঘদিন ধরে। এর আগেও বিশ্বভারতীর প্রশাসন বে আইনী জায়গা পুনঃ দখলের উদ্যোগ নিয়ে ছিলেন কিন্তু যাই হোক কোনো কারণ বশতঃ সেই সময় দোকান উচ্ছেদ করা সম্ভব হয় নাই। বতর্মান উপাচার্য উদ্যোগ নিয়েছেন তার জন্য সাধুবাদ জানাচ্ছি। ওই দোকানের মালিকদের বারবার কাগজ পত্র দেখানোর জন্য বারবার বলেছে ও নোটিশ করেছে তা সত্বেও তারা কোনো কর্ণপাত করেন নাই। যারা এখন লক ডাউনের কথা বলছেন। তারা ২০ বছর ধরে কোথায় ছিলেন? আর রতন পল্লী মার্কেটে সন্ধ্যায় বা রাতের অন্ধকারে যে অসামাজিক কাজকর্ম চলে সেই চিত্র সেই প্রগতিশীল ছাত্র ছাত্রী ও ব্যক্তিরা দেখতে পান না। আসুন সমস্ত আশ্রমিক, ছাত্র ছাত্রী ও শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষজন এগিয়ে এসে বিশ্বভারতী আশ্রমকে সুন্দর এক পরিবেশে রূপ দিই। বিশ্বভারতীর জায়গা পুনঃ দখলের উদ্যোগ নেওয়া মানে গৈরিককরণ হয়ে গেল। বিশ্বভারতী সমস্ত রাজনীতির উর্ধে।"সহকারী লেকচারার কিশোর ভট্টাচার্য লিখেছেন, "সম্পূর্ণ একমত।আমি সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।ভাবের ঘরে চুরি না করে সত্য টাকে অনুধাবন করার জন্য আহ্বান জানাই।" জিন্না আহমেদ ফেসবুকে লিখেছেন, বিশ্বভারতী কতৃপক্ষ উপাচার্যের নেতৃত্বে রতন পল্লীস অমর্ত্য মার্কেটের দোকান ভাঙা সম্পর্কে বিশ্বভারতীর একজন কর্মী হিসাবে ও প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে তার বাস্তব চিত্র তুলে ধরছি। এবং ওই বক্তব্যের প্রতিবাদ জানাচ্ছি। রতন পল্লী মার্কের্টে বিশ্বভারতীর পদস্থ আধিকারিক, কর্মী ও অধ্যাপকগণের সঙ্গে মাননীয় উপাচার্য আশ্রম এলাকা পরিদর্শনে যান। মার্কেটে উপস্থিত থেকে প্রত্যেক দোকানের মালিকের কাছে কাগজপত্র দেখতে চান। কিন্তু কোনও দোকানদার কোনো কাগজপত্র দেখাতে পারেনি। যেহেতু এটা বিশ্বভারতীর জায়গা। প্রত্যেক দোকান বলেন আমরা দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে দোকান খুলে ব্যবসা করে খাচ্ছি। তাদের প্রত্যেককে অফিসে দেখা করে কোনও কাগজপত্র থাকলে দেখাতে বলেন বা নতুন করে ওই জায়গার জন্য নূন্যতম একটা চুক্তি কাগজ পত্র করে নেওয়ার জন্য বলেন। আর যে দুটি দোকান (হোটেল) ভাঙার কথা বলা হচ্ছে সেই মালিকদের দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ ছিল দোকান। কোনও দোকাদারকে কেউ হুমকিও দেন নি। এটা মিথ্যা ও সাজানো কথা। ওই মার্কেটের প্রত্যেক দোকান মালিককে বিশ্বভারতী বেশ কয়েক বার নোটিশ করেছে। তা সত্বেও তারা বেআইনি ভাবে বিশ্বভারতীর জায়গায় দীর্ঘদিন ধরে বসে আছে যে সব প্রগতিশীল ছাত্রছাত্রী বা ব্যক্তিরা ওই মার্কেটে বেআইনীভাবে জবর দখল করে সরকারি জায়গায় বসাকে সমর্থন করছেন বা ওই এলাকায় সন্ধ্যায় ও রাতের অন্ধকারে যে অসামাজিক কাজগুলি চলে সেটা প্রগতিশীলরা মেনে নেবেন তো? প্রগতিশীলদের নিজ জায়গায় ব্যবসা বা চাষযোগ্য জমিতে জবর দখল করে চাষ করলে মেনে নেবেন তো? দীর্ঘ ২০ বছর ধরে তাঁরা কোথায় ছিলেন? আর লক ডাউনের কথা বলছেন যে প্রগতিশীলরা তারা ওই উচ্ছেদ হওয়া দোকানদের কতদিন তাদের সহযোগিতা করেছেন? বরঞ্চ বিশ্বভারতী এই লক ডাউনে প্রান্তিক মানুষের কথা বিবেচনা করে দিন আনি দিন খাই পরিবারের কাছে তাদের ত্রাণ পৌঁছে দিচ্ছে।জিন্না আহমেদ ফেসবুকে লিখেছেন, বিশ্বভারতী রতন পল্লী মার্কেটের বেআইনিভাবে জবর দখল করা জায়গা তার নিজের জায়গা ফিরে পেতে তথা পুনঃ উদ্ধার করার প্রচেষ্টাকে কি ধরণের গৈরিকীকরণ বলতে চাইছেন বুঝতে পারলাম না।

হীরক রাজার দেশে-র বার্তা মনে করিয়ে দিলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর

কলকাতা, ১৬ জুন (হি. স.) : আইনমান্যকারী এক সংস্থার বিরুদ্ধে রাজ্যের অবগারি দফতর উদ্যোগী হয়েছে বলে অভিযোগ করলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর।

মঙ্গলবার তিনি টুইট করে জানান, "আশঙ্কা সত্যি হল! আবগারি দফতর এক আইন মানা এবং দাদাগিরির বিরুদ্ধে সরব হওয়া সংস্থার পিছনে পড়েছে। বাক্সবন্দি কঙ্কাল এবার এক এক করে বেরোবে। আশা করব, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসন ব্যবস্থা নেবেন।"

ধনকর লিখেছেন, "আমলাদের কেবলমাত্র আইনের পথে থাকা উচিত। এ,বি,সি"র শাখা অফিসের মত আচরণ করা উচিত নয়। আইনের হাতুড়ির থেকে তাঁদের বাঁচা উচিত।

"রাষ্ট্রীয় শোষণের বিরুদ্ধে তৈরি অন্যতম সেরা ব্যঙ্গ ছবি সত্যজিৎ রায়ের হীরক রাজার দেশে। ওই ছবি দেখিয়েছে কিভাবে দুষ্ট রাজা শ্রমিক, চাষিসহ হীরক রাজ্য তৈরির কারিগরদের শোষণ- দমন চালাতেন। শেষে মানুষ বিদ্রোহ করে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসন আত্মানুসন্ধান এর সময় এসেছে। ব্যবস্থা নিন।"

করোনার জেরে কলকাতা হাইকোর্টে শুনানির নয়া পদ্ধতি

কলকাতা, ১৬ জুন (হি. স.) : কলকাতা হাইকোর্টের কাজে গতি আনতে এবার আরও বেশি মামলার শুনানি চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বিচারকেরা। তাই ভিডিও কনফারেন্সিং ও সশরীরে উপস্থিত থেকে মামলার শুনানি যাতে চালু রাখা যায় সেই সিদ্ধান্তই নেওয়া হয়েছে হাইকোর্টের প্রশাসনের পক্ষ থেকে।

আপাতত ঠিক হয়েছে, ভার্চুয়াল এবং ফিজিক্যাল দুই ধরণের শুনানির ব্যবস্থা থাকবে আদালতে। একটি কক্ষে যদি প্রথম মামলাটি সশরীরে হয়, সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় মামলাটি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে করতে হবে মামলাকারী-আইনজীবীদের। এদিকে, 'ই-ফাইলিং'এর দাবি রাজ্য নাকচ করে দিলেও এবিষয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে ই-ফাইলিং'এর বিষয়ে কথা বলতে বারকেই উদ্যোগ নিতে হবে বলে মনে করছেন বিচারপতিরা।' কোভিড পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়েই এবার বিচারপর্ব হবে আদালতে। ভার্চুয়াল এবং ফিজিক্যাল দু'ধরণের শুনানির ব্যবস্থা থাকবে আদালতে। আইনজীবীদের সশরীরে কোর্টে উপস্থিতি নিয়ে বেশ কয়েকদিনের আলোচনার পর আপাতত এই সিদ্ধান্তই বলবৎ হতে চলেছে কলকাতা হাইকোর্টে। সেই মর্মে বিজ্ঞপ্তিও জারি করেছে হাইকোর্ট প্রশাসন।

বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অশোক কুমার ধনধনিয়া জানিয়েছেন, 'আদালত আমাদের অধিকাংশ দাবি মানলেও, ই-ফাইলিং'এর দাবি নাকচ করে দিয়েছে। রাজ্য সরকার কোর্টের ফি নেওয়ার অনুমোদন অনলাইনে দেয়নি।

আদালত খুললেও সশরীরে কোর্টে উপস্থিত হওয়ার বিষয়ে বেঁকে বসেন আইনজীবীরা। মধ্যস্থতায় প্রধান বিচারপতিকে আইনজীবিদের তিনটি সংগঠনের সঙ্গে আলোচনায় বসতে হয়। আইনজীবীদের দাবি ছিল, করোনা আবহে সশরীরে কোর্টে উপস্থিত হবেন-না তাঁরা। এছাড়াও লোকাল ট্রেন শুরু না-হওয়ায় জেলা থেকে আইনজীবীরা আদালতে উপস্থিত হতে পারছেন না। স্বাস্থ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত আরও বিভিন্ন দাবিদাওয়া ছিল আইনজীবীদের। সমস্ত দাবিদাওয়া শোনার পর আদালত ভার্চুয়াল আর ফিজিক্যাল দু' ধরনের শুনানিরই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

আয়বন্ধ, কিভাবে চলবে দিন চিন্তায় মাথায় হাত শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ব্যাক্তিদের

কলকাতা, ১৬ জুন (হি স): বাঙালির বারো মাসে যেমন তেরো পার্বণ। আর ঠিক তেমনই ১২ মাসের মধ্যে শহরতলীর বিভিন্ন এলাকায় হয় বিভিন্ন মেলা। কিন্তু করোনা আতঙ্কে কপালে ভাঁজ শহরবাসীর। করোনা হাত থেকে রক্ষা পেতে বজায় রাখতে হবে দূরত্ব। যার ফলে হচ্ছে না কোন মেলা। অন্যদিকে এর জেরে আয়বন্ধ মেলা শিল্পীদের।কিভাবে চলবে দিন কিভাবে হবে খাবার জোগাড় সেই চিন্তায় মাথায় হাত পরেছে মেলা শিল্পী দের।

চৈত্র, বৈশাখ, জৈষ্ঠ্য জুড়ে চলে মেলা শিল্পীদের রমরমা ব্যবসা। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে ঘুরে খোলা ময়দানে পসরা সাজিয়ে বসে তারা। কিন্তু এই বছর চিত্রটা সম্পূর্ণ আলাদা। ইতিমধ্যেই ২ মাস লকডাউন কেটে গিয়েছে। বর্তমানে চলছে আনলক ওয়ান। আনলক পর্বে অন্যান্য সবকিছু খুললেও খোলার অনুমতি দেওয়া হয়নি মেলার ক্ষেত্রে। ফলে কোনরকমে আধপেটা খেয়ে পরিবারকে নিয়ে দিন কাটাচ্ছেন তাঁরা। নিমতা, বেলঘড়িয়ার প্রায় ২০০ ব্যক্তি এই মেলা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। কীভাবে, কী করবেন কিছুই বুঝে উঠতে পারছেন না তাঁরা। সমাধান সূত্র খুঁজতে সরকারের হস্তক্ষেপে দাবি জানাচ্ছেন তারা।

পাকিস্তানে করোনা-আক্রান্ত বেড়ে ১৪৮,৯২১, প্রধান শহরে "স্মার্ট লকডাউন"

ইসলামাবাদ, ১৬ জুন (হি.স.): বাড়তে বাড়তে পাকিস্তানে ১ লক্ষ ৪৮ হাজারের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনাভাইরাস আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা। এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের প্রধান শহরগুলিতে লাগু করা হল "স্মার্ট লকডাউন"। ইসলামাবাদ ও পেশোয়ারের একাংশ সিল করে দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার ন্যাশনাল কমান্ড এন্ড অপারেশন সেন্টার-এর পক্ষ থেকে কোভিড-১৯ হটস্পট চিহ্নিত করে ২০টি শহরের তালিকা প্রকাশ করেছে। বিধিনিষেধ আরও শক্ত করা হচ্ছে।পাকিস্তানে রোজই বেড়ে চলেছে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা। করোনা-প্রকোপে রীতিমতো ত্রস্ত পাকিস্তানে মঙ্গলবার সকাল দশটা পর্যন্ত করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১,৪৮,৯২১-তে পৌঁছেছে। পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশে এখনও পর্যন্ত সংক্রমিত হয়েছেন ৫৫,৮৭৮ জন, সিন্ধু প্রদেশে ৫৫,৫৮১ জন।

দেশের করোনা পরিস্থিতি গুরুতর, জানাল শীর্ষ আদালত

নয়াদিল্লি, ১৬ জুন (হি. স.): দেশের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন শীর্ষ আদালত সুপ্রিম কোর্ট। মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে যে, দেশের করোনা পরিস্থিতি গুরুতর পর্যায় রয়েছে।পঞ্জাবের এক ব্যবসায়ীর প্যারোলের আর্জির শুনানি চলাকালীন বিচারপতি আর এফ নরিমান জানিয়েছেন, দেশের করোনা পরিস্থিতি গুরুতর।

পঞ্জাবের ব্যবসায়ী জগজিৎ সিং চাহালের প্যারোলের মামলার শুনানি চলাকালীন বিচারপতি আর এফ নরিমান এই মন্তব্য করেছেন। ওই ব্যাবসায়ী র প্যারোলে মঞ্জুরি দিয়ে আদালত জানায় কাউকে দ্বিতীয়বার কি করে জেলে ফেরত পাঠানো সম্ভব যেখানে ইতিমধ্যেই কয়দীদের সংখ্যা বেশি।কয়দীদের ফের জেলে পাঠানোর কোনও মানে হয় না।

সিপিএমের

● **প্রথম পাতার পর**

পরিযায়ী শ্রমিক সহ সমস্ত শ্রমিকদের রেগায় ২০০ দিনের কাজ সুনিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি, মজুরিও বৃদ্ধি করতে হবে। তিনি বলেন, করোনা-র প্রকোপে লকডাউনে অনেকেই চাকরি হারিয়েছেন। তারা এখন বেকার হয়ে ঘরে বসে আছেন। নতুন করে চাকরির সুযোগ সৃষ্টি না হওয়ায় আগের বেকাররাও দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। তাই তাদের, বেকারভাতা প্রদানের দাবি জানিয়েছেন তিনি। শুধু তা-ই নয়, রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থাগুলিকে বিক্রির সিদ্ধান্তের তীব্র আপত্তি জানান তিনি।

মানিক সরকার আজ করোনা মোকাবিলায় ত্রিপুরা সরকারের কড়া ভাষায় সমালোচনা করেছেন। তাঁর অভিযোগ, করোনা পরিস্থিতিতে ত্রিপুরায় গণতন্ত্রের উপর নানাভাবে আক্রমণ করা হচ্ছে। রক্তদান শিবির এবং দুস্থদের সহায়তায় ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে এগিয়ে গেলে বিরোধীরা শাসক দলের রক্তচক্ষুর মুখোমুখি হচ্ছেন। তিনি উষ্মা প্রকাশ করে বলেন, ত্রিপুরায় ব্যভিচারী ব্যবস্থা চলছে। করোনা-র সমাপ্তি কবে, আমরা কেউ জানি না। ফলে, ত্রিপুরায় ইতিমধ্যে বিপন্ন অবস্থা দেখা দিয়েছে। তাঁর কটাক্ষ, করোনা নেই বলে বগলদাবা করে লাভ হয়নি। এখন আক্রান্তের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে গেছে। তিনি সুর আরও চড়িয়ে বলেন, করোনা-র চিকিৎসায় অস্বাভাবিক এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে থাকতে হচ্ছে রোগীদের। তাই সকলে নিরাপদে থাকুক এবং সকলকে সুরক্ষিত রাখুক, চাইছেন তিনি।

২৩০

● **প্রথম পাতার পর**

মন্ত্রীর কথায়, বিদেশ মন্ত্রক মনে করছে, একদিনে ২৮০ জনের স্ক্রিনিঙে সমস্যা হতে পারে। তাই, ১৮ এবং ১৯ জুন, দুদিনে তাঁদের ফেরানোর ব্যবস্থা করা হবে।

ইতিপূর্বে বাংলাদেশ থেকে ১০৬ জন ত্রিপুরার নাগরিক বিদেশ মন্ত্রকের সহায়তায় রাজ্যে ফিরেছেন। গত ২৮ মে তাঁরা আগরতলা আইসিপি দিয়ে ত্রিপুরায় এসেছেন। আরও ২৮০ জনকে ত্রিপুরায় ফেরানোর উদ্যোগ নিয়েছে বিদেশ মন্ত্রক। তাঁরা বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশে গিয়ে লকডাউনে আটকে পড়েছিলেন।

প্রসঙ্গত, প্রথম দফায় বাংলাদেশ ফেরত ১০৬ জনের প্রত্যেকের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল। তার পর তাঁদের প্রাতিষ্ঠানিক একান্তবাসে পাঠানো হয়। তাঁদের মধ্যে ১০ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ পাওয়া গিয়েছিল। শুধু তা-ই নয়, তাঁদের সংস্পর্শে গিয়ে ৬ জন বিএসএফ, একজন চিকিৎসক সহ আগরতলা আইসিপি-তে ৯ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন। দ্বিতীয় দফায় বাংলাদেশ ফেরত সকলকেও প্রাতিষ্ঠানিক একান্তবাসে পাঠানো হবে। এছাড়া সকলের নমুনাও সংগ্রহ করবে ত্রিপুরা সরকার, জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রীর

● **প্রথম পাতার পর**

সরকার। তার সুবিধা যাতে মানুষ অধিক পরিমাণে পান, তা-ও নিশ্চিত করার জন্য বলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, আগামী দিনে এ সংক্রান্ত শিবির বিভিন্ন জায়গায় বসানো হবে এবং তার সূচি যথাসময়ে জানিয়ে দেওয়া হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বিধায়কদের কাছ থেকে বিভিন্ন এলাকা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেন। প্রায় সব জায়গা থেকেই সদর্থক সাড়া এসেছে। বৈঠকে মানুষের সাথে যোগাযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার জন্য বিধায়কদের প্রতি আহ্বান রাখেন মুখ্যমন্ত্রী। সরকারের যাবতীয় কর্মসূচি মানুষের কাছে তুলে ধরা এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নিজেদের দায়িত্ব পালনের বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে আশ্বস্ত করেন বিধায়কগণ।

প্রধানমন্ত্রীর

● **প্রথম পাতার পর**

হয়ে ওঠার হার ৫০ শতাংশের বেশি বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, দুনিয়ার নাম করা স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা করোনা মোকাবিলায় ভারতীয়দের অনুশাসন নিয়ে চর্চা করছেন।ছোট কারখানাগুলোতে করোনা বিধি মেনে চলার উপর গুরুত্ব দিতে হবে।অর্থনৈতিক গতিবিধি বাড়ানোর জন্য ঐক্য বদ্ধ ভাবে শুরু করতে হবে।কৃষি ক্ষেত্রে যে সংস্কার হয়েছে তাতে উপকৃত কৃষকরা।স্থানীয় পণ্যের জন্য যে ক্লাস্টার বেজড রণনীতি নেওয়া হয়েছে তাতে করে উপকৃত হবে রাজ্য সরকারগুলো।

এক ব্যক্তি

● **প্রথম পাতার পর**

গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়।

চিকিৎসকরা অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে জিবিতে রেফার করে দেয়। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত শ্যামল দেবনাথ জিবিতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তার মৃত্যুতে এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। আর কে পুর থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন।

আক্রান্ত

● **প্রথম পাতার পর**

পরীক্ষায় রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। তাদের মধ্যে আগরতলা সরকারী মেডিকেল কলেজ ও জিবি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন ৬৪ জন এবং হাপানিয়া কোভিড কেয়ার সেন্টারে রয়েছেন ৫৯ জন। তিনি বলেন, সুস্থ হয়ে উঠা রোগীদের আগামীকাল ছুটি দেওয়া হবে।

চীনের

● **প্রথম পাতার পর**

জেলার মায়ানমার সীমান্তবর্তী বিজয়নগর সার্কলে মোতায়েন করা হয়েছে। ওই কপ্টারের সাহায্যে ইতিমধ্যে অরুণাচল প্রদেশের প্রত্যন্ত দুর্গম ১৬টি গ্রামের প্রায় ৪,৫০০ জন মানুষের জন্য খাদ্য সামগ্রী পরিবহণ করা হচ্ছে।

কাঁপল জম্মু-কাশ্মীর

পাচের পাতার পর

কাশ্মীর প্রশাসন সূত্রের খবর, মঙ্গলবার সকাল সাতটা নাগাদ ৫.৮ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় জম্মু ও কাশ্মীরে। ভূকম্পন টের পাওয়া যায় শ্রীনগর, কিশত্বর এবং ডোডা জেলা-সহ কাশ্মীর উপত্যকার বিভিন্ন প্রান্তে। তবে, ভূকম্পনে ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

করল বাংলাদেশ

তিনের পাতার পর

কোয়ারেনটাইনে থাকতে হবে। অথবা বিমানবন্দরেই তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। তিনি আরো বলেন, 'বিদেশ থেকে দেশে আগত সকল যাত্রীর জন্য ১৪ দিনের হোম কোয়ারেনটাইন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।' কাতার এয়ারওয়েজ প্রতি মঙ্গল, বুধ ও শুক্রবার দোহা-ঢাকা-দোহা রুটে ফ্লাইট পরিচালনা করবে। বিমান বাংলাদেশ ২১ জুন থেকে ঢাকা-লন্ডন-ঢাকা ফ্লাইট পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিমানের মুখপাত্র তাহেরা খন্দকার বলেন, 'প্রাথমিকভাবে, আমরা প্রতি রোববার লন্ডনে একটি সপ্তাহিক ফ্লাইট পরিচালনা করব।'এর আগে বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন সচিব মোহিবুল হক বাসসকে বলেন, নির্ধারিত সংখ্যক যাত্রী পেলে বিমান ধীরে ধীরে আগের মতো নিয়মিত লন্ডন রুটে ফ্লাইট পরিচালনা করবে।

গত ২৮ জুন বাংলাদেশ সরকার পরপর সপ্তম বারের মতো বাহরাইন, ভুটান, হংকং, ভারত, কুয়েত, মালয়েশিয়া, মালদ্বীপ, নেপাল, ওমান, কাতার, সৌদি আরব, শ্রীলংকা, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, তুরস্ক, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও যুক্তরাজ্যের সাথে সব ধরনের ফ্লাইট বাতিল করেছে। দুই মাসের বেশি সময় পর ১ জুন থেকে বাংলাদেশ সীমিত পর্যায়ে পুনরায় ফ্লাইট পরিচালনা শুরু করেছে। বাংলাদেশ সরকার ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, ফিলিপাইন ও সংযুক্ত আরব আমীরাত সহ বিভিন্ন দেশে আটকা পড়া বাংলাদেশীদের দেশে ফিরিয়ে এনেছে। ফ্লাইট বাতিলের কারণে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, জাপান, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, তুরস্ক, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া, ভুটান, মিয়ানমার ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশও ভাড়া করা বিশেষ বিমানে করে তাদের আটকা পড়া নাগরিকদের দেশে ফিরিয়ে নিয়েছেন।

দ্বিতীয়ার্ধের খেলায় হতাশ জিদান

এইবারের বিপক্ষে প্রথমার্ধে দারুণ খেলা রিয়াল মাদ্রিদ খেই হারাল বিরতির পর। তাই পুনরায় শুরু হওয়া লা লিগায় শুভসূচনা পেলেও দলের দ্বিতীয়ার্ধের পারফরম্যান্সে হতাশ দলটির কোচ জিনেদিন জিদান।টনি ক্রুস, সের্হিও রামোস ও মার্সেলোর গোলে রোববার রাতে ৩-১ গোলে জিতেছে রিয়াল। স্বস্তির জয়ে শীর্ষে থাকা বার্সেলোনার সঙ্গে ব্যবধান ২ পয়েন্টে নামিয়ে এনেছে প্রতিযোগিতাটির সফলতম দলটি।শুরু থেকে আক্রমণাত্মক খেলা রিয়াল চতুর্থ মিনিটে ক্রুসের গোলে এগিয়ে যায়।

৩০তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন রামোস। ছয় মিনিট পর মার্সেলোর বুলেট গতির শট জাল খুঁজে পেলে স্কোরলাইন হয় ৩-০।শুরুতে অমন দাপুটে পারফরম্যান্সে বড় ব্যবধানে জয়ের সম্ভাবনা জাগিয়েছিল রিয়াল। তবে দ্বিতীয়ার্ধে বাজে খেলে কোণঠাসা হয়ে পড়ে তারা, খেয়ে বসে গোল। ম্যাচের পর জিদান মার্কাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে স্বীকার করে নেন, দ্বিতীয়ার্ধে ভুগেছে তার দল।"বর্তমান প্রেক্ষাপটে ফুটবল ভিন্ন মাত্রার, কঠিন; কিন্তু আমাদের অবশ্যই মানিয়ে নিতে হবে। প্রথমার্ধে আমরা ভালো খেললেও বিরতির পর ভুগেছি। গুরুত্বপূর্ণ তিন পয়েন্ট পেয়েছি ঠিকই, কিন্তু সামনে আরও ১০ ম্যাচ বাকি।"

সামনের সপ্তাহগুলোতে প্রতিটি দলকে প্রতি তিন দিনে একটি করে ম্যাচ খেলতে হবে। করোনাভাইরাস পরিস্থিতির কারণে বাস্তবতার সঙ্গে দলকে মানিয়ে নেওয়ার আহ্বান জিদানের।"সূচির ব্যাপারে আমাদের কিছু করার নেই। আমাদের বড় একটা স্কোয়াড আছে এবং সব খেলোয়াড় প্রস্তুত। এখন আমরা বিশ্রাম নেব এবং পরের ম্যাচের জন্য প্রস্তুত হবো।"আগামী বৃহস্পতিবার লিগে নিজেদের পরের ম্যাচে ভালেন্সিয়ার বিপক্ষে খেলবে ৫৯ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে থাকা রিয়াল।

মাঠে ফিরছে লিভারপুলের স্বপ্ন যাত্রা

গত মার্চে, অ্যাস্টন ভিলাকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে দেওয়া ম্যাচের পর কেটে গেছে ঠিক ১০০ দিন। অনাকাঙ্ক্ষিত দীর্ঘ বিরতিতে অনিশ্চয়তার নানা বাঁক পেরিয়ে আবার মাঠে ফিরতে যাচ্ছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ। চিরচেনা পরিবেশে নয় ঠিকই, তবে বিশ্বজুড়ে ফুটবলপ্রেমীদের জন্য প্রতিযোগিতাটির ফেরাটাই অনেক কিছু।

লিগ ফেরানোর জন্য সম্ভবত সবচেয়ে উন্মুখ ছিল লিভারপুল। সব ঠিকঠাক এগোলে মার্চেই হয়তো তিন দশকের অপেক্ষার শেষ হতো দলটির, ঘরে তুলতো লিগ শিরোপা। করোনাভাইরাসের প্রার্দুভাবে থমকে যায় সবকিছু। স্বপ্ন ছোঁয়ার খুব কাছে দাঁড়িয়ে ভেস্তে যেতে বসে তাদের এতো দিনের সব চেষ্টা। তীরে এসে তরী ডোবার মতো অবস্থা। অবশেষে আরাধ্য সে স্বপ্ন সত্যি করার সুযোগ পাচ্ছে ইয়ুর্গেন ক্লপের দল। মাত্র দুটি ম্যাচ জিতলেই প্রথমবারের মতো ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের মুকুট পরবে তারা।

এক যুগ পর প্রিমিয়ার লিগে ফিরে তাক লাগিয়ে দিয়েছে শেফিল্ড ইউনাইটেড।শীর্ষ চারে থেকে লিগ শেষ করার সম্ভাবনা জাগিয়েছে দলটি। অবনমনের শঙ্কায় থাকা অ্যাস্টন ভিলার মাঠে তাদের ম্যাচ দিয়েই ফিরতে যাচ্ছে ইংলিশ ফুটবলের শীর্ষ প্রতিযোগিতাটি। বুধবার ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত ১১টায়। দুই ঘণ্টা ১৫ মিনিট পর দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে মুখোমুখি হবে স্বাগতিক ম্যানচেস্টার সিটি ও ইউরোপীয় প্রতিযোগিতায় জায়গা পাওয়ার লড়াইয়ে থাকা আর্সেনাল।

এই ম্যাচের দিকে আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে থাকবে লিভারপুল। লিগ স্থগিত হওয়ার আগে টানা তিন ম্যাচে জেতা আর্সেনাল জয়ের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারলে লিভারপুল শিরোপা জেতার কাজটা সারতে পারে ফেরার ম্যাচেই। আগামী রোববার এভারটনের মাঠে খেলবে দলটি। ২৯ ম্যাচে ২৭ জয় ও এক ড্রয়ে ৮২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে ১৯৮৯-৯০ মৌসুমে ১৮ লিগ শিরোপার সবশেষটি জেতা লিভারপুল। এক ম্যাচ কম খেলে ৫৭ পয়েন্ট নিয়ে দুই নম্বরে আছে টানা দবারের চ্যাম্পিয়ন পেপ গুয়ার্দিওলার দল সিটি।

শিরোপা লড়াই অনেক আগেই একপেশে হয়ে গেছে। তবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে জায়গা করে নেওয়ার লড়াই বেশ উত্তাপ ছড়াচ্ছে।

২০১৫-১৬ মৌসুমে পুরো বিশ্বকে তাক লাগিয়ে লিগ শিরোপা জিতে নেওয়া লেস্টার সিটি ২৯ ম্যাচে ৫৩ পয়েন্ট নিয়ে আছে তিন নম্বরে। ৫ পয়েন্ট পিছিয়ে থেকে চার নম্বরে চেলসি। সেরা চারে থেকে লিগ শেষ করার সম্ভাবনায় ভালোভাবে আছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড (৪৮), উলভারহ্যাম্পটন ওয়ানডারার্স (৪৫) ও শেফিল্ড (৪৩)। নবাগত শেফিল্ড আবার এক ম্যাচ কম খেলেছে।

একটু পিছিয়ে পড়েছে গতবারের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ রানার্সআপ টটেনহ্যাম হটস্পার ও আর্সেনাল। যথাক্রমে ৪১ ও ৪০ পয়েন্ট নিয়ে অষ্টম ও নবম স্থানে আছে দল দুটি। অবনমন অঞ্চলে আছে বোর্নমাউথ (২৭), অ্যাস্টন ভিলা(২৫) ও নরউইচ সিটি (২১)। ঝুঁকিতে আছে বোর্নমাউথের সমান পয়েন্ট পাওয়া ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেড ও ওয়াটফোর্ডও।

গোল্ডেন শু-এর লড়াই

চার বছর আগে লেস্টারের একমাত্র শিরোপা জয়ের আসরের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৪ গোল করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা জেমি ভার্ডি এবারও আছেন দারুণ ফর্মে। এখন পর্যন্ত ১৯ গোল করে আছেন গোলদাতাদের তালিকার শীর্ষে, সঙ্গে চারটি অ্যাসিস্টও আছে এই ইংলিশ স্ট্রাইকারের নামের পাশে। ১৭ গোল করে দুইয়ে আছেন আর্সেনালের ফরোয়ার্ড পিয়েরে-এমেরিক আউবামেয়াং। তার চেয়ে একটি করে গোল কম করেছেন লিভারপুলের মোহামেদ সালাহ ও ম্যানচেস্টার সিটির সের্হিও আগুয়েরো।

নিয়মের ঘেরাটোপে ফুটবল

মে মাসে শুরু হওয়া বুন্ডেসলিগার দেখানো পথে গত সপ্তাহে শুরু হয়েছে লা লিগা। সবখানে একই চেহারা, সংক্রমণের ঝুঁকি এড়াতে নিয়মের ঘেরাটপে যেন বন্দি ফুটবল। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এর বিকল্পও নেই।

প্রিমিয়ার লিগ শুরুর আগে এখানেও তেমনি বেঁধে দেওয়া হয়েছে নানা নিয়ম। সবগুলো ম্যাচ দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে হবে, বলা হয়েছে আগেই। যোগ হলো আরও অনেক কিছু:

ব্রডকাস্টার ও গণমাধ্যম কর্মী, ধারাভাষ্যকার, ডোপিং অফিসিয়াল, দুই দলের কোচ, খেলোয়াড়, ম্যাচ অফিসিয়ালস-সব মিলে সর্বোচ্চ ৩০০ জন থাকতে পারবেন মাঠে। প্রতিটি ম্যাচের আগে সব খেলোয়াড়দের তাদের ট্রেনিং গ্রাউন্ডে কোভিড-১৯ পরীক্ষা করানো হবে। দলগুলো আলাদা ভাবে মাঠে প্রবেশ করবে এবং ম্যাচের দুই অর্ধের মাঝে দেওয়া হবে 'ড্রিঙ্কস ব্রেক।' ম্যাচের আগে খেলোয়াড়রা হাত মেলাবে না, টস করার পরেও না। মাঠে কোনো 'বল বয়' থাকবে না। খেলা চলাকালীন বল স্ট্যান্ডে গেলে আলাদা বল ব্যবহার করা হবে। খেলোয়াড়রা নিজেদের আলাদা আলাদা পানির বোতল ব্যবহার করবে এবং অবশ্যই ম্যাচ শুরু ও শেষের পর হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করবে।

হোম ম্যাচের সুবিধা হারানোর শঙ্কা দুরূহ পরিস্থিতিতে স্বাগতিক সমর্থকদের মাঠের বাইরে জটলা এড়াতে কোনো একটি বা দুটি স্টেডিয়ামে ম্যাচ আয়োজনের ভাবনা এসেছিল। সেক্ষেত্রে হোম ম্যাচের সুবিধাবঞ্চিত হতো সবাই। আর মূলত এ কারণেই কয়েকটি দলের জোর দাবির পেছনে আলোচনার টেবিলেই তা শেষ হয়ে যায়। তবে বুন্ডেসলিগা পুনরায় শুরুর পর যে পরিসংখ্যান দেখা যাচ্ছে, তাতে প্রিমিয়ার লিগের দলগুলো এখন আফসোস করতে পারে।

দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে ম্যাচকে বলা হচ্ছে 'ভুতুড়ে ম্যাচ'। যেখানে ঘরের মাঠে খেলার চেয়ে যেন প্রতিপক্ষের মাঠে খেলাই শ্রেয়। বিরতি শেষে পুনরায় শুরুর পর জার্মানির শীর্ষ লিগে এখন পর্যন্ত ৫৬টি ম্যাচের মাত্র ১২টিতে জিতেছে স্বাগতিক দল; শতকরা যা মাত্র ২১ শতাংশ। সেখানে সফরকারী দল জিতেছে ৫০ শতাংশ! বাকি ২৯ শতাংশ ড্র। বিরতির আগের চেহারা ছিল পুরো ভিন্ন; ২২৩ ম্যাচে ৪৩ শতাংশ জিতেছিল স্বাগতিক দল, ৩৫ শতাংশ সফরকারীরা।

রিয়ালের বাকি রইলো '১০ ফাইনাল'

জিততে হবে '১১ ফাইনাল'-লা লিগা পুনরায় শুরুর আগে এমন প্রত্যয় বারবার শোনা যাচ্ছিল রিয়াল মাদ্রিদের কোচ-খেলোয়াড়দের কণ্ঠে। এইবারকে হারানোর পর দলটির অধিনায়ক সের্হিও রামোস সতীর্থদের দিলেন বাকি '১০ ফাইনাল' জয়ের বার্তা।মার্সেলোর গোল উদযাপনে 'ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটাবস'প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের থাবায় গত মার্চ থেকে স্থগিত থাকা লা লিগা মাঠে ফেরে গত ১১ জুন। এ যাত্রায় রোববার রাতে লিগে নিজেদের প্রথম ম্যাচ খেলে রিয়াল। বিরতির পর বিবর্ণ থাকলেও প্রথমার্ধের দাপুটে পারফরম্যান্সে ৩-১ গোলের জয় তুলে নেয় জিনেদিন জিদানের দল।টনি ক্রুস দলকে এগিয়ে নেওয়ার পর রামোস ব্যবধান দ্বিগুণ করেন। তৃতীয় গোলটি আসে আরেক ডিফেন্ডার মার্সেলোর জোরালো শটে। ম্যাচ শেষের প্রতিক্রিয়ায় দিয়ারিও এএসকে রামোস জানান, লিগের বাকি ১০ ম্যাচ জয়ের প্রত্যয়।"এইবারের বিপক্ষে দল যতটা সম্ভব ভালো খেলেছে। এটা ঠিক যে, আমরা পুরো ৯০ মিনিট একইভাবে মনোযোগ ধরে রাখতে পারিনি। তবে প্রথমার্ধে যে ভালো খেলেছিলাম, ৩-০ লিড নিয়ে বিরতিতে যাওয়ায় সেটাই প্রমাণ হয়।""আমরা নিজেদের পর্যায়ে খেলায় ফিরছি। তবে আমাদের ১০টি ফাইনাল এখনও বাকি এবং আমরা সবগুলো জয়ের চেষ্টা করব।"লম্বা বিরতির পর মাঠে ফেরায় এমন ছন্দপতন স্বাভাবিক হিসেবে দেখছেন রিয়ালের এই নির্ভরযোগ্য ডিফেন্ডার।"আমরা একটা পরিপূর্ণ ম্যাচ খেলতে পারিনি। প্রথমার্ধের মতো একই মনোযোগ পরে ধরে রাখতে পারিনি, সেটাও স্বাভাবিক। আমরা দ্বিতীয়ার্ধে এইবারকে কিছু সুযোগ উপহার দিয়েছি।"আগের দিন মায়োর্কার মাঠে ৪-০ গোলে জিতে রিয়ালের চেয়ে ৫ পয়েন্ট এগিয়ে গিয়েছিল শীর্ষে থাকা বার্সেলোনা। এইবারকে হারিয়ে ব্যবধান ২ পয়েন্টে নামিয়ে এনেছে রিয়াল।

'যেকোনো দলকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে ক্যারিবিয়ান বোলিং'

কেমার রোচ, শ্যানন গ্যাব্রিয়েল, জেসন হোল্ডাররা অনেক দিন ধরে টানছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজকে। এরই মধ্যে চলে এসেছে বেশ কয়েকজন সম্ভাবনাময় পেসার। অভিজ্ঞতা আর তারুণ্যের মিশেলে গড়া পেস আক্রমণের সম্ভাবনায় রোমাঞ্চিত রডি ইস্টউইক। রোচ-গ্যাব্রিয়েলদের মাঝে ক্যারিবিয়ানদের সহকারী কোচ দেখছেন বিশ্বের যেকোনো দলকে চ্যালেঞ্জ জানানোর সামর্থ্য।

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সবশেষ সিরিজে ক্যারিবিয়ানে আগুন ঝরানো বোলিং করেছিলেন রোচ। প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে ১৭ রানে ৫ উইকেট নিয়ে বেঁধে দিয়েছিলেন সুর। সফরকারীরা গুটিয়ে যায় ৭৭ রানে। পরের টেস্টে দুই ইনিংসেই নেন চারটি করে উইকেট। এবারও ইংলিশদের চেপে ধরার হুমকি এরই মাঝে দিয়েছেন তিনি।

নিজের ফিটনেস প্রমাণ করতে পারলে টেস্টে খেলতে পারেন গ্যাব্রিয়েল। আলজারি জোসেফ, শেমার হোল্ডারের মাঝে কোচ ফিল সিমন্স দেখেন অমিত সম্ভাবনা।

ব্যাকআপসহ মোট ১১ পেসার নিয়ে ইংল্যান্ডে এসেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ওশেন টমাস, অ্যান্ডারসন ফিলিপ, কিওন হার্ডিং আছেন তাদের মাঝে। অনূর্ধ-১৯ পর্যন্ত ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে খেলা জফ্রা আর্চার জন্মভূমি ছেড়ে খেলছেন ইংল্যান্ডের হয়ে। তবে পেস বোলিংয়ে প্রতিভার কমতি নেই ক্যারিবিয়ানদের। ইস্টউইক জানান, সফরে পেস বোলারদের ওপর বেশি নির্ভর করবেন তারা।

"ফাস্ট বোলিং আমাদের মূল শক্তি। শ্যানন, জেসন, আলজারি, কেমার-এই চার জন ফাস্ট বোলার এই দলে আছে। একই সঙ্গে এই সফরে আমরা কয়েকজন তরুণ পেসারকে পেয়েছি; শেমার, টমাস, অ্যান্ডারসন। ওয়েস্ট ইন্ডিজ আবারও ফাস্ট বোলারে সমৃদ্ধ হতে শুরু করেছে। এটা আমাদের জন্য দারুণ একটি সময়। তাই আমরা এই সফরের দিকে চেয়ে আছি এবং ফাস্ট বোলাররা কেমন করছে তা দেখার অপেক্ষায় আছি।"

২০১৭ সালের অগাস্টের পর থেকে এখন পর্যন্ত খেলা পেসারদের মধ্যে বোলিং স্ট্রাইক রেটে শীর্ষ তিন স্থানই ক্যারিবিয়ানদের। এ সময়ে ১৯ টেস্ট খেলা রোচের স্ট্রাইক রেট ৪৫.৬, ১৭ টেস্ট খেলা হোল্ডারের স্ট্রাইক রেট ৪৬.৯ এবং ১৯ টেস্ট খেলা গ্যাব্রিয়েলের ৪৭.৬। পঞ্চাশের উপর স্ট্রাইক রেট নিয়ে পরের তিন স্থানে আছেন ইংল্যান্ডের জেমস অ্যান্ডারসন, আর্চার ও স্টুয়ার্ট ব্রড।

দারুণ এই উন্নতির পেছনে ফিটনেস নিয়ে কাজ করার সুফল দেখছেন ইস্টউইক।

"আমরা যেটা করেছি, তা হলো আমাদের ফিটনেসের উন্নতি। এই জিনিসটাই মূল। আশির দশকের পেসারদের কথা ভাবুন, তাদের একটা জিনিসই ছিল, ফিটনেস। আরেকটি বিষয় হচ্ছে, ফাস্ট বোলিং কী, তারা সেটা বুঝতে পারছে, তাদের বয়স বাড়ছে সেটা বুঝতে পারছে।"

"কেমার ও শ্যানন এই বিভাগকে নেতৃত্ব দিচ্ছে, তারা এখন খুব, খুবই অভিজ্ঞ। গত দুই বছরে হোল্ডার আরও ভালো টেস্ট বোলারে পরিণত হয়েছে। জোসেফ তার সামর্থ্য দেখানো শুরু করেছে। আমাদের চার জন ফাস্ট বোলার আছে, যাদের নিয়ে আমরা বিশ্বের যেকোনো দলকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারি।"

'মেসি-রোনালদোকে একই সময়ে দেখতে পেরে আমরা ভাগ্যবান'

কে সেরা? লিওনেল মেসি নাকি ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো? এ নিয়ে বিতর্কের যেন শেষ নেই। বের্নার্দো সিলভার মতে, এই তুলনা করাই ঠিক নয়। বরং সময়ের সেরা দুই ফুটবলারকে একই সময়ে দেখতে পারায় নিজেদের ভাগ্যবান মনে করা উচিত বলে মন্তব্য করেন ম্যানচেস্টার সিটির এই মিডফিল্ডার।

গত এক যুগ ধরে ফুটবল বিশ্বে রাজত্ব করে চলেছেন মেসি ও রোনালদো। বার্সেলোনা অধিনায়ক মেসি ছয়টি ব্যালন ডি'অর জিতেছেন, রিয়াল মাদ্রিদ ছেড়ে এখন ইউভেন্তুসে খেলা রোনালদো জিতেছেন পাঁচটি। দুজনের অর্জনের তালিকাতে আছে ভুরিভুরি ব্যক্তিগত ও দলীয় সাফল্য। রোনালদোর সঙ্গে পর্তুগাল জাতীয় দলে খেলেন সিলভা। সম্প্রতি বিবিসির এক আয়োজনে দর্শকদের প্রশ্নোত্তর পর্বে মেসি ও রোনালদোর মধ্যে সেরার প্রশ্নে নিজের ভাবনা জানান এই মিডফিল্ডার।

"এটি এমন এক বিতর্ক, যা নিয়ে বিতর্ক করাই ঠিক নয়। আমাদের ভাগ্যবান মনে করা উচিত যে, আমরা দুজনকে একই সময়ে একসঙ্গে খেলতে দেখছি। তারা সর্বকালের সেরা খেলোয়াড়দের দুজন, যদি সর্বকালের সেরা দুই খেলোয়াড় নাও হয়।"

জাতীয় দলে একসঙ্গে খেলায় রোনালদোকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন সিলভা। দেখেছেন নিজেকে ফিট রাখতে দেশের রেকর্ড গোলদাতা কতটা পরিশ্রম করেন।"আমি যে তার (রোনালদো) কিছু গোলে সহায়তা করেছি, এটা সন্তান ও নাতি-নাতনিদের বলতে পারাটা দারুণ ব্যাপার হবে। মাঠের ভেতরে ও বাইরে সে সবার জন্য এক উদাহরণ।"

"পর্তুগাল জাতীয় দলে সকালবেলা আমরা একসঙ্গে অনুশীলন করি। বিকেলে সবাই কার্ড বা প্লে-স্টেশন খেলে, কিন্তু সে জিমে যায়। বিশেষ মুহূর্তে, যখনই তাকে প্রয়োজন হয়, সে এগিয়ে আসে।"

SHORT NOTICE INVITING TENDER FOR SUPPLY OF FISH FINGERLING

Sealed tender are hereby invited by the undersigned On behalf of the Governor of Tripura from the bonafied Fish Seed Growers (Individual/Fishery Based SHGs/MSS Ltd.) of Karbook R.D.Block under Karbook Sub-division producing available quantity of fish fingerling in their owned/leased out water bodies for supply of Mixed Major Carp Fingerlings (7 cm & above size) in different areas under West Manikya Dewan, East Manikya Dewan, South Ekchari, West Ekchari, Patichari, Icchachari, Jalya ADC Villages area of Karbook Block under Karbook Sub-Division for implementation of various Pisciculture scheme during the year 2020-21. The tenderer will be eligible only for respective Block areas bonafied fish seed growers (Individual/Fishery Based SHGs/MSS Ltd.). The last date for submission of tender is 26/06/2020 through Registered post/Speed post/Courier service etc and should reached to the office of the undersigned up to 3.00 PM The interest tenderer may contact with the In-Charge, Development section of this office on or before 25/06/2020 on collection of tender form and details term and condition.

ICA/C-629/2020-21 (J.L. SAHA, TFFS, Gr.-I) Superintendent of Fisheries Karbook, Gomati Tripura

SHORT NOTICE INVITING TENDER FOR SUPPLY OF FISH FINGERLING

Sealed tender are hereby invited by the undersigned On behalf of the Governor of Tripura 'from the bonafied Fish Seed Growers (Individual/Fishery Based SHGs/MSS Ltd.) of Silachari R.D.Block under Karbook Sub-division producing available quantity of fish fingerling in their owned/leased out water bodies for supply of Mixed Major Carp Fingerlings (7 cm & above size) in different areas under Suknachari, Gurakappa, Bagachetal, Kaptali ADC Villages of Silachari Block under Karbook Sub-Division for implementation of various Pisciculture scheme during the year 2020-21. The tenderer will be eligible only for respective Block areas bonafied fish seed growers (Individual/Fishery Based SHGs/MSS Ltd.). The last date for submission of tender is 26/06/2020 through Registered post/Speed post/Courier service etc and should reached to the office of the undersigned up to 3.00 PM The interest tenderer may contact with the In-Charge, Development section of this office on or before 25/06/2020 working days for collection of tender form and details terms and condition.

ICA/C-634/2020-21 (J.L. SAHA TFFS. Gr-1), Superintendent of Fisheries, Karbook, Gomati Tripura

Ref. DNIT. No.F.1(2)-SF/BLN/TENDER/2020-21/ 699
Dated, Belonia, the 10th June, 2020
PRESS NOTICE INVITING TENDER

Sealed tender is hereby invited by the undersigned during the FY 2020-21 on behalf of the Governor of Tripura from the bonafied Fish Fingerlings Growers (Individual / Fishery Based SHGs / MSS ltd.) of Hrishyamukh R.D. Block area under Belonia Sub-Division producing available quantity of Rohu, Mrigal & Silver Fish Fingerlings mixed in their own / leased out water bodies for Supply of Rohu, Mrigal & Silver Fish Fingerlings mixed (7 cm and above size) in different GP / VC areas under Hrishyamukh R.D. Block area during the FY 2020-21. The dropping of tender will be eligible for the permanent residents within Hrishyamukh R.D. Block area only under Belonia Sub-Division. The interested tenderer may contact with the office of the undersigned during office working days within 11.00 AM to 4.30 PM up to the date 25/06/2020 for collection of tender form and detailed terms and condition. The last date of submission of the tender is 29/06/2020 upto 3.30 PM during office working days.

ICA/C-637/2020-21 (W. Reang) Superintendent of Fisheries Belonia, South Tripura.

CLAIMANT NOTICE

Following articles (vehicle) were seized by the Forest Department, Sadar Forest Sub Division. Under sec -2 under section 52 (A) Indian Forest Act 1927 and rules made there under.

SL. No	Name of Article	Registration No.	Engine No. & Chassis No.	Date & Time of seizure	By Whom
01	TATA ACE 407	TR01- M- 1549	Engine No: - Nil 1 Chassis No: - Nil	23.04.2020 at about 04:51 AM	[illegible]

Therefore, in exercise of power under Indian Forest Act it is contemplated to confiscate the said vehicle for its use in commission of forest offence. Therefore it is once again brought to the notice of lepl owner of above mentioned seized articles to prefer his/her/their claim to the Authorized Officer (Sub Divisional Forest Officer Sadar Sub Division, Agartala) within 25 (twenty five) days from the date of issue of the notice along with legal relevant documents supporting ownership, failing which the decision regarding the confiscation of all the article seized shall be taken ex-parte.

Issued wider my seal and signature of this day on11-01-2020

ICA/D-182/2020-21

(K. Debbarma. TFS)
Sub Divisional Forest Officer
Sadar Sub Division, Agartala

NIT No :- No. F.6(4)-SA/BGF/2020-21/ 2215, dtd 12-06-2020.
Name of the Work :- Internal Carrying of Agri. Inputs (Seed/ Fertilizer/PPC etc.) in Bagafa Agri Sub-Division for the year of 2020-21(2nd Call) :-dtd. 12/05/2020.
Tender Type e-tender
Estimated cost :- Rs. 10,00,000/-
Ref. NO : No.F.6 (4)-SA/BGF/2020-21/806,
Earnest Money :- Rs. 10,000/-Time of Completion :- 1 year.
Last Date of bidding:-03-07-2020 up to 5.30 PM.
details kindly visit: httos:/ /triouratenders.ww.in
ICA/C-618/2020-21 Sd/- 12-06-2020
Supdt. of Agriculture Bagafa, South Tripura

No. F.3(22)-5F/MNP/DEV/TEN/2020-21/948
Date, Mohanpur the 15/06/2020.
PRESS NOTICE INVITING TENDER

Sealed tender is hereby invited by the undersigned on behalf of the Governor of Tripura From the bonafied fish seed growers (Individual/Fishery based SHGs/MSS Ltd.) of Mohanpur Sub-Division producing MC fingerlings in their own/leased out water bodies for supply of MC fingerlings in different VCs under the Hezamara Block area during the year 2020-21. The last date of submission of tender through Registered Post/ Speed post/ Courier service is 29/06/2020 up to 04.00 PM. The dropping of tender will be eligible for those who are residing within Mohanpur Sub-Division only. The interested tenderer may contact with the office of the undersigned on or before 29/06/2020 up to 4.00 PM on any working days for collection of tender form and detail terms & Conditions etc. on payment of Rs.500/- (Non refundable).

ICA/C-624/2020-21 SUPERINTENDENT OF FISHERIES MOHANPUR SUB-DIVISION.

TRIPURA UNIVERSITY
(A Central University)
Suryamaninagar
West Tripura - 799022

No.F.TU/FIN(390)/(P)/2019-20 Date : 15/6/2020

Applications are invited for the post of Junior Research Fellow (JRF) under the project entitled Identification Assessment and Model Building of Urban Morphology unsing Geospatial Techniques A Stduy of Border City Agaratala funded by DST. Govermnent of India, under the Principal Invesigatorship of Dr. Saptarshi Mitra. Assistant Proferssor, Investigatorship of Mr. Samrat Hore. Assistant Professor, Department of Statistics, Tripura Unviersity. The post is purely temporary with a monthly followship of Rs. 31.000/- admissible HRA. Applicants having NET/GATE/SLET of Similer Qualification and minimum 55% marks in M.A./M/Sc. in Geopraphy with Specialization in Regional Planning / Urban Geopraphy (preferable) are eligible for the interview. Datils can be seen and download for www.tripurauniv.ac.in

(Dr. K.B. Jamatia)
Registrar (I/C)

মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে দেশের বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সাথে আনলক ১.০ বিষয়ে ভিডিও কনফারেন্সে আলোচনা করেন প্রধানমন্ত্রী। ছবি-পিআইবি

মাছ উৎপাদনে স্বয়ম্ভর, ত্রিপুরা হবে আত্মনির্ভর, নয়া স্লোগানে যুবসমাজকে এগিয়ে আসার আহ্বান মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন।। মাছ উৎপাদনে স্বয়ম্ভর, ত্রিপুরা হবে আত্মনির্ভর, এই নয়া স্লোগানে যুবসমাজকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তাঁর দাবি, আত্মনির্ভর রাজ্য গড়ে তোলার জন্য ত্রিপুরার নিজস্ব আয় বৃদ্ধির উপর জোর দিয়েছে সরকার। এই লক্ষ্যে মাছ চাষ একটি উল্লেখযোগ্য উপায়। বায়োফ্লক পদ্ধতি অবলম্বন করে মাছের উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব, দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

তাই তিনি যুবসমাজের প্রতি আহ্বান রেখেছেন। এক টুইট বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব বলেন, ক্ষুদ্র লগ্নির মাধ্যমে নিজের আয় বাড়ানোর ক্ষেত্রে মাছ চাষ আপনাদের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য সমাধান হতে পারে। সরকার বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ সহ নানাভাবে আপনাদের সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত। করোনা পরবর্তী পরিস্থিতিতে ত্রিপুরার অর্থনৈতিক হাল শক্তিশালী করার প্রশ্নে সম্ভব সমস্ত পন্থা অবলম্বনে রাজ্য সরকার পিছপা হবে না, মুখ্যমন্ত্রী সেই আশ্বাস দিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, করোনা-র প্রকোপে দেশের বেহাল দশা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আত্মনির্ভর প্রকল্পের ঘোষণা দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর দেখানো পথেই সমস্ত প্রতিকূলতা কাটিয়ে তুলতে চাইছে ত্রিপুরা, সে-কথাও বুঝালেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

রবীন্দ্র ভবন প্রাঙ্গনে বৃক্ষরোপণ করল যুব মোর্চা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন।। রাজধানী আগরতলা শহরে রবীন্দ্রভবন প্রাঙ্গণ সহ বিভিন্ন স্থানে গাছের চারা লাগিয়ে বৃক্ষরোপণ উৎসব পালন করল শাসক দলের যুব সংগঠন যুব মোর্চা। যুব মোর্চা সদর জেলা কমিটির উদ্যোগে এই বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিজেপির প্রদেশ সভাপতি ডাঃ মানিক সাহা সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। বৃক্ষরোপণ করে নেতৃবৃন্দ বলেন, পরিবেশকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বৃক্ষরোপণ হল সবচেয়ে বড় উপায়। প্রত্যেককে অন্তত একটি করে গাছ লাগানো জন্য আহ্বান জানিয়েছেন বিজেপি প্রদেশ সভাপতি ডাঃ মানিক সাহা।

বিলোনীয়ায় মোর্দি ফার্মার্স ক্লাবের উদ্যোগে কৃষকদের মধ্যে বীজ বন্টন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৬ জুন।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনীয়ায় মোদি ফার্মাস ক্লাবে ৬০০ কৃষকের হাতে উন্নতমানের ধানের বীজ তোলে দেওয়া হয়েছে। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে উন্নত মানের এই ধানের বীজ প্রদান করা হয়। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কৃষি দপ্তরের কর্মকর্তারা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিজেপি প্রদেশ সম্পাদিকা পাপিয়া দত্ত সহ অন্যান্যরা। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পাপিয়া দত্ত বলেন, দেশে বিপর্যয়কর পরিস্থিতির মধ্যেও কৃষি উৎপাদন অব্যাহত রাখতে হবে। এই ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বনের উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

গন্ডাছড়েও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করল সিপিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ১৬ জুন।। সিপিআইএম কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বানে চার দফা দাবির সমর্থনে গোটা দেশের সাথে তাল মিলিয়ে মঙ্গলবার গন্ডাছড়া মহকুমাতেও বিক্ষোভ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এইদন সকালে এগারটায় গন্ডাচড়া বাজারে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে দলীয় কর্মী সমর্থকরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। শ্রম আইন প্রত্যাহার সহ অন্যান্য দাবিতে সোচ্চার হন তারা। সেখানে উপস্থিত ছিলেন পার্টির রাজ্য কমিটির সদস্য ললিত ত্রিপুরা, সন্তোষ চাকমা, পার্টির গন্ডাছড়া মহকুমা কমিটি সম্পাদক ধনঞ্জয় ত্রিপুরা, নারী নেত্রী অর্চনা দাস, যুব নেতৃত্ব শৈলেশ দাস প্রমুখ।

সেনাদের হত্যার প্রতিশোধ নিতে ঠিক কী করবে ভারত, জানতে চায় জম্মু-কাশ্মীরের দলগুলি

শ্রীনগর, ১৬ জুন (হি.স.) : গালওয়ান উপত্যকার ঘটনায় নরেন্দ্র মোদী সরকারকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করল জম্মু-কাশ্মীরের কেন্দ্র বিরোধী দলগুলি। জম্মু-কাশ্মীরের দলগুলি সরাসরি প্রশ্ন তুলেছে, সেনাদের হত্যার প্রতিশোধ নিতে ঠিক কী করবে ভারত।

সোমবার গালওয়ান উপত্যকায় চিনের সেনাদের সঙ্গে সংঘর্ষে একজন কম্যান্ডিং অফিসার সহ তিনজন ভারতীয় সেনা শহীদ হয়েছেন। প্রতিরক্ষাসূত্রে জানা গিয়েছে চিনের দিকেও কিছু সেনা মারা গিয়েছেন যদিও সংখ্যা জানা যায়নি। কিন্তু তারপরেই বিরোধীরা মোদী সরকারকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছে। কেন্দ্রীয় শাসিত জম্মু-কাশ্মীরের কংগ্রেস প্রধান বলেন যে, গত ছয় বছর ধরে তো অনেক হল, কিন্তু পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। গুলাম আহমেদ মির বলেন যে কোভিড থেকে নজর ঘোরানোর জন্য আক্রমণ করছে চিন। রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করা যে কোনও সরকারের কর্তব্য। সরকারের কুটনৈতিক ভাবে বিষয়টি মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করা উচিত, না হলে সেনাকে নির্দেশ দেওয়া হোক আমাদের ভূমি সুরক্ষিত করার জন্য। অচলাবস্থা চলতে পারে না, সাফ জানান তিনি।

প্রাক্তন জম্মু-কাশ্মীর মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা বলেন যে সেনা কমানোর সময় যদি এরকম ঝামেলা লাগে, তাহলে আসলে ঠিক কতটা গণ্ডগোল রয়েছে, সেটা ভাবুন। অন্য একটি পোস্টে তিনি বলেন যে গুলি যখন চলেনি, তাহলে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে সেনাদের।

পিডিপি-র সচিব বেদ মহাজন বলেন যে, পালটা মার দরকার। এটা ১৯৬২ নয়, এটা ২০২০। ওই আগের কথা বলে কোনও লাভ নেই। মেহবুবা মুফতির টুইটার হ্যান্ডেলে তাঁর মেয়ে ইলতিজা লেখেন যে চিনের সামনে ভারতের ঘর মে ঘুসকে মারেঙ্গে রণনীতি কোথায় গেল। কেন প্রত্যাঘাতের কোনও কথা বলা হচ্ছে না, সেটা সবাই জানতে চায় বলে টুইটারে পোস্ট করেন তিনি।

শোপিয়ানে পুনরায় এনকাউন্টার, নিকেশ ৩ জন সন্ত্রাসবাদী

শ্রীনগর, ১৬ জুন (হি.স.): কাশ্মীর উপত্যকায় জঙ্গি নিকেশ অভিযানে ফের সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। জম্মু ও কাশ্মীরের শোপিয়ান জেলায় সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে নিকেশ হয়েছে ৩ জন সন্ত্রাসবাদী। শোপিয়ান জেলার তুর্কওয়ানগাম এলাকার ঘটনা। নিহত সন্ত্রাসবাদীদের নাম ও পরিচয় জানা যায়নি।

কাশ্মীর জোন পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে মঙ্গলবার ভোররাত থেকেই শোপিয়ান জেলার তুর্কওয়ানগাম এলাকায় অভিযান চালায় সুরক্ষা বাহিনী। অভিযান চলাকালীন সন্ত্রাসবাদীদের আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়। কিন্তু, জঙ্গিরা আত্মসমর্পণ করার পরিবর্তে অতর্কিতে গুলি চালাতে থাকে। সুরক্ষা বাহিনীর জওয়ানরা পাল্টা গুলি চালালে খতম হয় ৩ জন জঙ্গি। নিহত সন্ত্রাসবাদীদের নাম ও পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে।

৫.৮ তীব্রতার ভূকম্পন তাজিকিস্তানে, মৃদু কাঁপল আফগানিস্তানও

দুশানবে, ১৬ জুন (হি.স.): তীব্র ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল মধ্য এশিয়ার দেশ তাজিকিস্তান। মঙ্গলবার সকাল সাতটা নাগাদ জোরালো তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় তাজিকিস্তানের রাজধানী দুশানবে থেকে ৩২২ কিলোমিটার পূর্ব-দক্ষিণ পূর্বে। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৫.৮। তাজিকিস্তান ছাড়াও মৃদু ভূকম্পন অনুভূত হয়েছে আফগানিস্তানেও। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল সাতটা নাগাদ (ভারতীয় সময় অনুযায়ী) ৫.৮ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় তাজিকিস্তানে, তাজিকিস্তানের রাজধানী দুশানবে থেকে ৩২২ কিলোমিটার পূর্ব-দক্ষিণ পূর্বে ভূমিকম্প অনুভূত হয়। এদিনের ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

তামিলনাড়ুতে সুস্থ হয়ে ওঠার হার বেশি, দাবি পালানিস্বামীর

চেন্নাই, ১৬ জুন (হি. স.): করোনা আক্রান্তের নিরিখে গোটা ভারতে প্রথম পাঁচটি রাজ্যের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে তামিলনাড়ু। অন্যদিকে পাল্টা করোনা আক্রান্তদের সুস্থ হয়ে ওঠার হার বেশি বলে দাবি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ই কে পালানিস্বামী। রাজ্যজুড়ে করোনায় মৃত্যুর হার কম বলে দাবি করেছেন তিনি। মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, করোনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য প্রশাসনের তরফ থেকে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষদের সহায়তা করার জন্য একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে প্রশাসনের তরফে। রাজ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর হার কম।

রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, ১৫ জুন পর্যন্ত মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৪৬৫০৪ ।সুস্থ হয়ে উঠেছে ২৫৩৪৪ ।ফলে রাজ্যের সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ২০৬৭৮। ৪৭৯ জন রোগীর কো - মরবিডিটি থাকার কারণে মৃত্যু হয়েছে।করোনা থেকে সুস্থ হয়ে ওঠার হার ৫৪.৪৯ শতাংশ।

করোনা-রিপোর্ট নেগেটিভ, শরীরে জ্বর রয়েছে দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৬ জুন (হি.স.): উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার অবসান! দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈনের করোনা-রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। মঙ্গলবার করোনা-রিপোর্ট আসার পর জানা গেল, দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রীর শরীরে দানা বাঁধেনি মারণ কোভিড-১৯ ভাইরাস। তবে শরীরে জ্বর রয়েছে, শ্বাসকষ্টও অনুভব করছেন তিনি। মাত্রাতিরিক্ত জ্বর ও শ্বাসকষ্টজনিত অসুস্থতার কারণে ১৫ জুন (সোমবার) রাতে দিল্লির রাজীব গান্ধী সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি হন সত্যেন্দ্র জৈন। অক্সিজেন লেভেল অনেকটাই কমে যায় তাঁর। করোনা-উপসর্গ দেখা দেওয়ায় কোনও রকম ঝুঁকি না নিয়ে করোনা-পরীক্ষা করা হয়, সেই রিপোর্টই নেগেটিভ এসেছে। বর্তমানে সত্যেন্দ্র জৈনের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে এবং শরীরে জ্বর রয়েছে।

প্রয়াত বর্ষীয়ান সাংবাদিক দিনু রন্দিভ

মুম্বই, ১৬ জুন (হি. স.): প্রবীণ সাংবাদিক দিনু রন্দিভ প্রয়াত। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৫। বার্ধক্যজনিত রোগে দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন তিনি। মুম্বইয়ের দাদরে নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ।

১৯৫৬ সালে সাংবাদিকতা শুরু করেন দিনু রন্দিভ। গোয়ার স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং সংযুক্ত মহারাষ্ট্রের আন্দোলনে তিনি যুক্ত ছিলেন। ২০১৯ সালে মুম্বইয়ের প্রেস ক্লাবের তরফ থেকে তাঁকে জীবনকৃতী সম্মানে ভূষিত করা হয়।১৯২৫ সালে মহারাষ্ট্রের পালঘরে জন্মগ্রহণ করেন দিনু রন্দিভ।

শান্তিরবাজারে আক্রান্ত সাংবাদিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৬ জুন।। ফের শান্তির বাজারে আক্রমনের শিকার সংবাদমাধ্যমের এক কর্মী। ঘটনার বিবরনে জানা যায়, আজ বেলা আনুমানিক ১১ টায় শান্তিরবাজার বগাফা রোডে পেশাগত দায়িত্ব পালনে যায় শান্তির বাজার মহকুমার সাংবাদিক রাজেশ মজুমদার। তখন আচমকা একটি স্কুটি করে আসা এক যুবক সজোরে রাজেশকে পিছনের দিক দিয়ে ধাক্কাদেয় ও পরবর্তী সময় আচমকা রাজেশের উপর আক্রমন শুরু করে। ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে পাশ্ববর্তী দোকানদাররা এসে রাজেশকে রক্ষা করে। যুবকটি রাজেশ মজুমদারকে দেখে নেবার হুমকি দেয়। হঠাৎ করে কি কারণে এই আক্রমন হলো তা বুঝে উঠতে পরেনি রাজেশ। এইনিয়ে সে শান্তিরবাজর থানায় এক লিখিত মামলা দায়ের করে।

বিশলগড়ে সিপিএম পার্টি অফিসে হামলা সিপিএম ও বিজেপির পাল্টা মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন।। বিশালগড় সিপিআইএম মহকুমা অফিসে বিজেপি দুষ্কৃতীর হামলার অভিযোগ করলেন বিশালগড় সিপিআইএম নেতৃত্ব। অপরদিকে এই বিশালগড় বিজেপি মন্ডল সভাপতি সুশান্ত দেব অভিযোগ করেন বিশালগড় বিজেপির তিন কার্যকর্তাকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করার প্ল্যান করেছেন পার্থ প্রতিম মজুমদার। যার নেতৃত্বে আজ তাদের তিন কার্যকরতার উপর আক্রমণ সংঘটিত হয় এবং তাদের হাত ভেঙে দেওয়া হয়। এই নিয়ে বিশালগড় থানায় পার্থ প্রতিম মজুমদার এবং হিমাদ্রি শেখর ঘোষ এর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন বিশালগড় বিজেপি মন্ডল অফিস। অন্যদিকে সিপিআইএম কর্মী সন্তোষ বিশ্বাস এর উপর আক্রমণ এবং পার্টি অফিসে ঢুকে বিভিন্ন ভাবে হামলা সংঘটিত করা, এবং অফিসের বিভিন্ন আসবাবপত্র ভেঙে চুরমার করে দেন এ ব্যাপারে সিপিআইএম অফিস থেকে বিশালগড় থানায় পাল্টা মামলা করা হয়।

শান্তিরবাজার থানার উদ্যোগে দেবীপুর এডিসি ভিলেজের লোকজনদের নিয়ে সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন।। শান্তির বাজার থানার ওসির উদ্দ্যোগে দেবীপুর এডিসি ভিলেজে লোকজনদের নিয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করাহয়। শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত দেবীপুর এডিসি ভিলেজে তিন সম্প্রদায়ের লোকজনের বসবাস। এই এলাকায় রিয়াং, চাকমা ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজনদের বসবাস। বিগত দিনে নানান সামজিক সমস্যা লেগে রয়েছে এই এলাকায়। এইকথা জানাতে পেরে শান্তির বাজার থানার ওসি সুব্রত চক্রবর্তীর উদ্যোগে দেবীপুর মাল্টি পারপাস হলঘরে এলাকার তিন সম্প্রদায়ের লোকজনদের নিয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজকরাহয়। এই সম্পর্কে ওসি সুব্রত চক্রবর্তী জানান তিনি এই সামজিক সমস্যা সমাধানেরজন্য এলাকার লোকজনদের সঙ্গে আলাপ আলোচনাকরে আইনগতভাবে সাহায্যের হাত বাড়ীয়েদেবেন। যাতে করে এই এলাকায় কোনো প্রকার সামাজিক সমস্যা না থাকে। তারই প্রয়াস চালিয় যাচ্ছে ওসি সুব্রত চক্রবর্তী।

বিদ্যুৎ নিগমের অস্থায়ী শ্রমিকের মৃত্যুতে অসহায় পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ১৬ জুন।। বেহাল বিদ্যুৎ পরিষেবার হাল ফেরাতে গিয়ে অস্থায়ী বিদ্যুৎ শ্রমিকের মৃত্যুতে অসহায় হয়ে পড়েছে তার পরিবার।মৃত শ্রমিকের নাম মানিক দাস পিতা মৃত খোকা দাস। বাড়ি পশ্চিম ইচাইলালছড়া এলাকায়।স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রী ঝর্ণা দাস দুই পুত্র ও এক কন্যা সন্তানকে নিয়ে মাছ সাগরে ভেসে গেছেন। রাজ্য সরকারের কাছে একটি ঘর ও একটি ভাতার জন্য আকুল প্রার্থনা করছেন। বর্তমানে চরম অসহায় অবস্থায় দিন গুজরান করছেন মৃত অস্থায়ী বিদ্যুৎ কর্মী মানিক দাসের স্ত্রী।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ গত ৬ জুন শনিবার উত্তর জেলার কদমতলা থানাধীন পশ্চিম ইছাই লালছড়া গ্রামের টুলগাঁও সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় বিদ্যুৎ বিপর্যয় ঘটে। বিদ্যুৎ লাইনের উপর কিছু বাঁশ পড়ার কারণে রাত থেকেই সংশ্লিষ্ট এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পরে। তথাপি পরিষেবা স্বাভাবিক করে তোলার জন্য কাজ শুরু করা হয়। বরাত প্রাপ্ত ঠিকাদার শ্রমিক নিয়ে কাজ শুরু করে। শ্রমিকদের দলে নিহত মানিক দাস একটি মই নিয়ে বিদ্যুতের খুঁটিতে উঠে। মইয়ে দাঁড়িয়ে বিদ্যুতের লাইন সারাই করতে গিয়ে আচমকা বিদ্যুতের খুঁটির উপরে মই থেকে পা পিছলে সে নিচে অর্থাৎ পিচ রাস্তার উপর পড়ে যায়। মাথা ফেটে গুরুতর আহত হয়ে সে। অন্যান্য শ্রমিকরা সঙ্গে সঙ্গে দমকল বাহিনীর সহযোগিতায় গুরুতর আহত মানিক দাসকে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রায় ৪ ঘন্টা মানিক দাস জেলা হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। নিহত শ্রমিক মানিক দাসের বাড়ি পশ্চিম ইছাই লালছড়া গ্রামের ২ নং ওয়ার্ডে। স্ত্রী দুই পুত্র ও এক কন্যা সন্তান রয়েছে। স্বামী মানিক দাসের এই মর্মান্তিক মৃত্যুর স্ত্রী ঝর্ণা দাসের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে। দুই পুত্র এক কন্যা সন্তানকে নিয়ে চরম দুশ্চিন্তায় ভুগছেন। কেননা পরিবারের মধ্যে একমাত্র উপার্জনকারী ছিলেন স্বামী মানিক দাস। স্বামীর আকস্মিক মৃত্যুতে স্ত্রী দুই পুত্র ও কন্যা সন্তানের পেটে দুবেলা দুমুঠো ভাত দেওয়া স্ত্রীর পক্ষে দুষ্কার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনকি যে ঘরে উনারা বসবাস করছেন সেই ঘরের ছাউনি দিয়ে জল পড়ে। এক কথায় নুন আনতে পানতা পুরানোর হতদরিদ্র মানিক দাসের মৃত্যুর পর তার স্ত্রী ও সন্তানরা মাঝ সাগরে ভেসে গেছে।বিদ্যুৎ দপ্তর ও স্থানীয় পঞ্চায়েতের তরফ থেকে কোন ধরনের সাহায্যও পায়নি মৃত মানিক দাসের পরিবার।স্ত্রী ঝর্ণা দাস,তার আত্মীয় স্বজন ও স্থানীয়দের একটাই দাবি রাজ্য সরকার ও স্থানীয় পশ্চিম ইছাই লালছড়া গ্রাম পঞ্চায়েত তাদের দিকে একটু সহৃদয় হন ও বসবাসের জন্য একটি ঘর ও একটি ভাতার বন্দোবস্ত করে দেন তাহলে দুই পুত্র কন্যা সন্তানকে নিয়ে কোনভাবে বেঁচে থাকবেন। অন্যথায় তাদের বেঁচে থাকাটা কঠিন পরীক্ষা সমতুল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন দেখার বিষয় এই হতদরিদ্র অস্থায়ী বিদ্যুৎ কর্মী মৃত মানিক দাসের পরিবারের দিকে রাজ্য সরকার ও স্থানীয় পঞ্চায়েত কতটুকু দৃষ্টিপাত করেন।

মানুষের দুর্ভোগ কমানো সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য, প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি ক্ষুব্ধ সোনিয়ার

নয়াদিল্লি, ১৬ জুন (হি.স.): করোনাভাইরাসের প্রকোপে এমনিতেই দিশেহারা সমগ্র ভারতবাসী। কাজ হারিয়েছেন বহু মানুষ, যাঁরা কাজ করছেন তাঁরাও বেতন পাচ্ছেন না। বেতন পেলেও পুরোটা দেওয়া হচ্ছে না। এমতাবস্থায় জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি দুঃশ্চিন্তা আরও বাড়িয়েছে। এক-দু’’দিন নয়, পরপর ১০ দিন বেড়েই চলেছে পেট্রোল-ডিজেলের মূল্য। আর তাই বেজায় ক্ষুব্ধ কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী। পেট্রোল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রেক্ষিতে মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি লিখেছেন সোনিয়া গান্ধী। চিঠিতে সোনিয়া উল্লেখ করেছেন, জনগণকে আরও বেশি কষ্টের দিকে ঠেলে দেওয়া নয়, মানুষের দুর্ভোগ কমানোই সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

সোনিয়া গান্ধী চিঠিতে উল্লেখ করেন, করোনা-কালে মানুষ অভূতপূর্ব সঙ্কটের মধ্যে আছে। সরকার অসংবেদনশীল ও অবিবেচকের মতো তেলের দাম বাড়িয়ে চলেছে। সরকারের কাজ মানুষকে সমস্যায় ফেলা নয়। সরকারের উচিত মানুষের দুর্দশা লাঘব করা। অবিলম্বে পেট্রোল-ডিজেলের বর্ধিত দাম প্রত্যাহার করা হোক। চিঠিতে বলা হয়েছে, সরকার যা করছে, তা হল কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে চলা মানুষের থেকে লাভ আদায় করা। সোনিয়া চিঠিতে উল্লেখ করেন, পেট্রোল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি এবং একইসঙ্গে জ্বালানি শুল্কবৃদ্ধির মতো অবিবেচক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে এই সময়ও সরকার অতিরিক্ত ২.৬ লক্ষ কোটি টাকা আয় করেছে। প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে সোনিয়া লেখেন, আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, এই মূল্যবৃদ্ধি প্রত্যাহার করুন এবং তেলের মূল্যহ্রাসের সুবিধা দেশবাসী যাতে পায়, তা নিশ্চিত করুন। সোনিয়া লেখেন, আপনি যদি চান তাঁরা আত্মনির্ভর হোন, তাহলে তাঁদের আর্থিক দুর্দশার মধ্যে ফেলবেন না। এতে তাঁরা এগোতে পারবেন না।

ডুম্বুর রিজার্ভার ডেপলভম্যান কমিটির উদ্যোগে গন্ডাছড়া মহকুমা শাসকের কনফারেন্স হলে সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ১৬ জুন।। ডুম্বুর রিজার্ভার ডেপলভম্যান কমিটির উদ্যোগে সোমবার গন্ডাছড়া মহকুমা শাসকের কনফারেন্স হলে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ডুম্বুর রিজার্ভার কমিটির চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক ধনঞ্জয় ত্রিপুরা। তাছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ফিসারি দপ্তরের জয়েন্ট ডাইরেক্টর, টিটিএএডিসির প্রিন্সিপাল, গন্ডাছড়া মৎস্য দপ্তরের আধিকারিক প্রমুখ। পরে ডুম্বুর রিজার্ভার কমিটির চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক ধনঞ্জয় ত্রিপুরা সাংবাদিক সম্মেলন করে এদিনের সিদ্ধান্ত সমূহ গুলো তুলে ধরেন। তিনি জানান প্রত্যেক বছরের ন্যায় এই বছর আগামী বিশ জুন থেকে বিশ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিন মাস ডুম্বুর জলাশয় বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এই সময় যাতে জেলেদের কোন অসুবিধা না হয় এর জন্য প্রত্যেক জেলে পরিবার গুলোর মধ্যে প্রতি মাসে দুই হাজার টাকা এবং ত্রিশ কেজি করে চাল দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এছাড়া গত বছর এই সময় ডুম্বুর জলাশয়ে বাইশ লক্ষ মাছের পোনা ছাড়া হয়েছিল ,এবার ত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মাছের পোনা জলাশয়ে ছাড়ার সিদ্ধান্তের কথা সাংবাদিকদের জানান।

জিবি হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকা পরিদর্শন করলেন সাংসদ প্রতীমা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন।। সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক মঙ্গলবার জিবি হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকা পরিদর্শন করেছেন। বিভিন্ন দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকরা ও সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক সফরসঙ্গী ছিলেন। সফরকালে জিবি হাসপাতালে চারদিকের পরিবেশ সম্পর্কে তিনি বিস্তারিতভাবে খোঁজ-খবর নেন। সাংসদ নিজেও হাসপাতালে চারদিক সরজমিনে পরিদর্শন করেছেন। জিবি হাসপাতালে চারদিকের পরিবেশ আরো সুন্দর করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতেই সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক এর এই সফর বলে জানা গেছে। সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক এর এই সফর তাৎপর্যপূর্ণ বলেও অনেকে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। জিবি হাসপাতাল এলাকা পরিদর্শনকালে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক জানান জিবি হাসপাতাল এলাকায় রোগীদের পরিবারের লোকজনদের জন্য একটি শেল্টার হাউজ গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

এছাড়াও জিবি হাসপাতালে চারদিকের পরিবেশ নির্মল ও সৌন্দর্যের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক জানিয়েছেন। হাসপাতাল ও পার্শবর্তী এলাকার পরিবেশ মনোরম না হলে রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা থেকেই যায়। সেজন্যই পরিবেশ স্বচ্ছ ও সৌন্দর্য করার জন্য এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক এর সফরসঙ্গী বিভিন্ন দফতরের আধিকারিকদের এসব বিষয় খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উদ্যোগ নিতে পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

সাংসদের এই সফরকে কেন্দ্র করে জিবি হাসপাতালে চারদিকে অবস্থানকারী লোকদের মধ্যে খুশির হাওয়া বইছে। কেননা এলাকাবাসী দীর্ঘদিন ধরে দাবি জানিয়ে আসছিলেন জিবি হাসপাতালে চারদিকের পরিবেশকে সৌন্দর্যায়ন করার জন্য। বিলম্বে হলেও সাংসদ প্রাথমিক এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করছেন বলে এলাকাবাসীর অভিমত।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।